পবিত্র কোরআনের

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট

পবিত্র কোরআনের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম প্রকাশ:
১০ মাঘ, ১৪৩০
২৪ জানুয়ারি, ২০২৪
দ্বিতীয় প্রকাশ:
১৮ বৈশাখ, ১৪৩১
১ মে, ২০২৪

প্রকাশনায়:
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট [SZHM Trust]
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, দরবার-ই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সম্পাদনায়:
SZHM Trust গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ

গ্রন্থস্বত্ব:
SZHM Trust (এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট)

মুদ্রণে:
'আলোকধারা বুকস্'
'ডিউ উদয়ন' (লেভেল ১২)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া: ৫০০ টাকা

ISBN: 978-984-8083-36-9

উৎসর্গ

“যাঁরা যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্ ও বিশ্ব উম্মাহ্র কল্যাণে পবিত্র কোরআনকে সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করেছেন– তাঁদের করকমলে”।

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ্‌র হামদ্ এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)'র প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম। অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আহলে বাইতে রাসুল (দ.), সাহাবায়ে কেরামসহ পৃথিবীর সকল স্থানের আউলিয়ায়ে কেরাম বিশেষভাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের মহান স্থপতি– বেলায়তে মোত্‌লাকার দ্বার উন্মোচক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রতি।

আল্লাহ্‌র বয়ান পবিত্র কোরআন মুসলিম উম্মাহ্‌ভুক্ত সকলের প্রাণপ্রিয়, অন্তরে প্রচণ্ড আবেগ-আলোড়ন সৃষ্টিকারী একমাত্র গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলমান প্রত্যহ প্রত্যুষে এই মহান গ্রন্থের কিছু না কিছু তিলাওয়াতে অভ্যস্ত। কোরআন তিলাওয়াতে তাদের হৃদয় হয় স্পন্দিত। মনোজগতে প্রেরণা যোগায় নতুন কর্ম দিবসের। সকলে যোগ দেন দিবসের নিয়মিত কাজ কর্মে। প্রতিটি মুসলমান তখন কামনা করেন শুভ দিন এবং শোভন সময়।

মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্যদের শৈশব থেকে পঠিত আল্ কোরআন আরবি হরফে লিখা ও সংকলিত হওয়ায় ভিন্ন ভাষাভাষীদের পক্ষে অনেক সময় আয়াতের অর্থ জানা সম্ভব হয় না। এ কারণে তাঁরা এর হৃদয় নিংড়ানো তিলাওয়াতে সুর ও ছন্দের মধ্যে ইবাদতের জোশ খুঁজে পান। অথচ এই মহাগ্রন্থের অর্থ বুঝলে উম্মাহ্‌র উপলব্ধি জগত হতো অধিকতর সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন ভাষায় আল্ কোরআন অনুবাদের পর– পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে চমক সৃষ্টি হয়– মনে আসে উৎফুল্লতা, জাগে শিহরণ। মানুষ জানতে পারে এ গ্রন্থে রয়েছে শারীরিক, জৈবিক, ব্যস্টিক, সামস্টিক, সুবিচার-অবিচার,

সততা-অসততা, পার্থিব সুখ, প্রবৃত্তির দাসত্ব, পণ্যের আসক্তি, পরকালীন পরিত্রাণ– সব মিলিয়ে মানব জীবনেরই পরিশুদ্ধ বর্ণনা।

আল্ কোরআন অজ্ঞতাকে চিহ্নিত করেছে মহাপাপ হিসেবে। এ কারণে প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতে করিমায় নির্দেশনা এসেছে, "পড়ুন! আপনার সৃষ্টিকর্তা 'রবের' নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ুন! আপনার প্রতিপালক মহান দয়ালু। তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।" কোরআন নাযিলের সূচনায় উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে প্রকৃত অর্থে জ্ঞান অন্বেষণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে সকল ইন্সানকে। মানুষকে 'ইক্বরা' বলে পাঠ করার জন্যে যে আহ্বান স্রষ্টার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি মূলত অনুপ্রেরণার আকর। জ্ঞানের পথে, শালীন সংস্কৃতি এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে বিশ্বাসের ধ্রুবসত্যের স্তরে পৌঁছার জন্যে সহজাত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগে কোরআন গুরুত্ব দিয়েছে সর্বাধিক। পার্থিব, অপার্থিব; আধ্যাত্মিক জীবন সব কিছুকে একই সুতোই বেঁধে দিয়েছে কোরআন। এখন মানুষের প্রয়োজন আল্ কোরআনে বর্ণিত জীবন প্রণালীর সূত্রসমূহ অন্বেষণ করা।

আল্ কোরআনের আয়াতসমূহের নানামাত্রিক নির্দেশনা মানুষের নিকট অস্পষ্ট। ভাষা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার কারণে– এটি মানুষের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া যেমন সহজ হয়নি, তেমনি আয়াতসমূহের গভীরে প্রবেশের অনাগ্রহ এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মানুষের, বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বিদ্যমান এই স্তরের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার তাগিদে আয়াত ভিত্তিক সংকলনগ্রন্থ 'পবিত্র কোরআনের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি' কিতাবটি প্রকাশ করা হলো। মূলত পবিত্র কোরআনের সর্বজনীন আবেদন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রাপ্তির জন্যে এই সংকলন গ্রন্থটি ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার এবং পাঠক প্রিয়তা কামনা করি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

– এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

ভূমিকা

আসমানি কিতাব আল্ কোরআন প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র বয়ান। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর বুকে আদম জাতির পথচলা এবং জীবনাচারের দিক-নির্দেশনা হিসেবে আল্ কোরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ্‌র এই বার্তা মানব সমাজের নিকট মানব আকৃতিধারী আল্লাহ্ মনোনীত নির্ধারিত অনন্য গুণাবলি সম্পন্ন প্রতিনিধি নবির মাধ্যমেই প্রেরণ করেছেন। নবি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতি সমীপে আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে – “আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়ে আল্লাহ্ মু’মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে এই লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল” – (সূরা আলে ইমরান : ১৬৪)।

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে– হযরত আদম (আ.) হতে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত ক্রমধারায় প্রেরিত অসংখ্য নবি রাসুলের বিভিন্ন সহিফা (ছোট ছোট পুস্তিকা), বিশেষ বার্তা ও পরিপূর্ণ কিতাব আকারে আল্লাহ্ যে নির্দেশাবলি মানবজাতি সমীপে পেশ করেছেন এর সর্বশেষ আসমানি নিদর্শন হচ্ছে আল্ কোরআন। এই পবিত্র গ্রন্থ একদিকে অতীতের আসমানি গ্রন্থসমূহের যেমন সার-সংক্ষেপ, একইভাবে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের সর্বশেষ ঐশী নির্দেশনামা। এই মূল্যবান গ্রন্থ পৃথিবীর বুকে মানবজাতির সর্বোত্তম জীবনাচারের পূর্ণাঙ্গ বিধান। এই বিধান অনুশীলনে যারা তৎপর তাঁদের পরিচিতি হচ্ছে ‘মুসলমান’। সর্বশেষ এই আসমানি গ্রন্থ পৃথিবীবাসীর জন্য নাযিল হয়েছে আখেরী পয়গম্বর সৈয়দুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)’র উপর। পৃথিবীবাসীর জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষিত আল্ কোরআনের

তাৎপর্য অনন্ত অসীম। পবিত্র কালামে পাকের বিভিন্ন আয়াতে এর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পবিত্র কোরআন প্রকৃত অর্থে পৃথিবীবাসীর কর্মকাণ্ড, নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শবাদ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র অনন্য মূখ্য যোগসূত্র।

পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় বর্ণিত এবং প্রকাশিত মহাগ্রন্থ। বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (দ.) আরব ভূ-খণ্ডে আবির্ভূত আরবি ভাষাভাষী মানব আকৃতিধারী সুমহান ব্যক্তিত্ব। আবির্ভাব স্থান এবং ভাষার স্থানিকতার কারণে পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা এসেছে, 'আমি সব সময় প্রত্যেক রাসুলের নিকট তাঁর নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় আমার কালাম নাযিল করেছি, যেন তিনি সত্যকে স্পষ্ট করে তাদের কাছে (স্থানীয় ভাষাভাষীদের কাছে) তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু যে উচ্ছন্নে যেতে চায়, আল্লাহ্ তাকে উচ্ছন্নে যেতে দেন। আর যে খোঁজে, তাঁকে সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়− (সূরা ইব্‌রাহিম : ৪)। সুদূর অতীত থেকে পৃথিবীবাসীর জন্যে আসমানি গ্রন্থ এবং সহিফাসমূহ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্থানীয় ভাষায় নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে স্পষ্টভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং বিধি-বিধান অনুধাবন করে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল হবার যৌক্তিকতা সূরা ইব্‌রাহিমের ৪নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

অসংখ্য ভাষাভাষী, বিচিত্র ভৌগলিক আবহাওয়া, জলবাহু, পরিবেশ- প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে ওঠা মানব সম্প্রদায়ের বাসস্থান হচ্ছে এই ভুবন। প্রত্যেক ঐশীগ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে মানুষের জন্যে নৈতিক নির্দেশনামা হিসেবে পরিবেশ-পরিস্থিতির ছন্দ সৌন্দর্যের ধারণা দিয়ে। তাই ঐশীগ্রন্থের নির্দেশনা অনুধাবনের জন্যে ভাষাজ্ঞান জানা থাকা আবশ্যক। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। একমাত্র ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থের ভাব-মতবিনিময় ও কথোপকথনের তথ্য জ্ঞাত হয় এবং ভাষা মানুষের অনুধাবন শক্তিকে দীপ্ত ও সহজতর করে থাকে। তাই ভাষা মানব জীবনাচার নির্ধারণের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

আরবি ভাষায় নাযিল হবার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পণ্ডিত ও গবেষকদের কোরআন সম্পর্কে জ্ঞাত হবার প্রয়োজনে আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মূলত আরবি ভাষা থেকে পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তের পণ্ডিত গবেষকবর্গ নিজস্ব স্থানিক ভাষায় কোরআন অনুবাদ এবং এতদ্-সম্পর্কিত

জ্ঞানকোষ বিতরণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। একইভাবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেও ধীরে ধীরে পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদের কাজ শুরু হয়। তবে ১৯৫২ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির পর কোরআন এবং তাফসিরসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থ অনুবাদের কাজে প্রচণ্ড গতি সঞ্চার হয়। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমি, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পবিত্র কোরআনের ভাষাগত অনুবাদের আবশ্যকতা খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে অনারব ভূ-খণ্ডে ইসলাম প্রচারের স্বার্থে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই ফার্সী, উর্দু, তুর্কি প্রভৃতি ভাষায় কোরআন এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি দ্রুত অনূদিত হয়। কোরআনের পাশাপাশি বিভিন্ন তাফসির এবং হাদিস গ্রন্থ সংকলন ও অনুবাদ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় আল্ কোরআন ভিত্তিক ধর্মীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। কালক্রমে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়ে মানব সভ্যতায় নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটায়। পবিত্র কোরআনের তাফসির এবং শানে নুযুল থেকে মহাগ্রন্থের আয়াত সম্পর্কিত উৎসের সাধারণ ধারণা মানব জাতি দূর অতীত থেকে জ্ঞাত হলেও আয়াতের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের প্রসার খুব বেশি ঘটেনি। অথচ সময়ের প্রয়োজনে আয়াতের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সামাজিক প্রকৃতি নির্ধারণ ও গবেষণার জন্যে জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় নানামুখি উদ্যোগ-আয়োজন অবশ্যই ছিল।

আমরা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আরবি হরফ শিখে কোরআন পাঠ করে থাকি। এতে কোরআনের ভাষা ব্যঞ্জনা প্রচণ্ড আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি করলেও আরবি আমাদের মাতৃভাষা না হওয়ায় আবেদন অনুধাবনে আমরা অপারগ থেকেছি। বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদের পর কোরআনের আবেদন সম্পর্কে আমরা সাধারণ ধারণা অর্জনে পর্যায়ক্রমে সক্ষম হতে থাকি। তবে কোন্ আয়াত কী কারণে অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের সঙ্গে আয়াতের নির্দেশনা এবং সঙ্গতি-অসঙ্গতি কী– এ সম্পর্কে ধারণা অর্জন সুদূর পরাহত থাকে। বাংলা ভাষাভাষীদের এ ধরনের অবস্থান থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেন ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তিনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এবং মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে সুগভীর মনোযোগ সহকারে এ ধরনের জরুরী কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। পবিত্র কোরআন শরিফে বিভিন্ন

বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে যা উল্লেখ আছে জনাব হাবিবুর রহমান এই কষ্টসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকর্মটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করায় কোরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন মাত্রিকতায় রূপ নিয়েছে। তাঁর সংকলিত 'কোরআন সূত্র' কিতাবটি এক ধরনের কোষগ্রন্থ হিসেবে নন্দিত হয়ে আসছে।

সময়ের প্রয়োজনে ভিন্ন মেজাজে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের গবেষণা ও প্রকাশনা উইং পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শব্দ ভিত্তিক ভাবার্থ চিহ্নিত করে সংকলন সম্পাদনা সম্পন্ন করেছে। সংকলনটিতে পার্থিব জীবন যে পারলৌকিক জীবনের মূল কর্মক্ষেত্র তা সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে আয়াতের বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। ধর্ম-ঐশীগ্রন্থ শুধুমাত্র পারলৌকিক বিষয় নয় বরং পার্থিব জীবনাচারে সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রকৃত যে মানদণ্ড তা সূচিভুক্ত তালিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে। নবি-রাসুল-অলি-দরবেশ মূলত মানুষের সত্য পথ প্রদর্শক হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন তা আয়াতে করিমাসমূহে স্পষ্ট আছে। আল্ কোরাআন নবিদের অবস্থান, ইবাদতের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন উপাসনালয়, ইসলামি সমাজ বিজ্ঞানের মূলনীতি তাওহিদে আদ্ইয়ান, বনি ইসরাঈল, মিল্লাতে ইব্রাহিম, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, বিরূপ মন্তব্য, নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য, পৃথিবীতে চলার নীতিমালা, অন্যজাতিকে প্রতিস্থাপন করা প্রসঙ্গ, বৈরাগ্যবাদ, সুদ, আনাল হক্ব, ওয়াহ্দাতুল ওজুদ, তাওহিদ, শরিয়ত, হিকমত, ইল্ম, রূহ্, আলেম, ওয়ারেস প্রভৃতি প্রসঙ্গে দুই পর্বে সাজানো হয়েছে। প্রথম পর্বে ছত্রিশটি পরিচ্ছেদে আল কোরআনের বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয় পর্বে আল কোরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু পারিভাষিক শব্দের অর্থ–ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে "পবিত্র কোরআনের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি"।

গবেষণা, অধ্যয়ন এবং পবিত্র কোরআনের প্রকৃতি অনুধাবনের সুবিধার্থে নিঃসন্দেহে এটি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক কাজ হিসেবে মূল্যায়িত হবে। সম্মানিত পাঠক সংকলিত এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে। আমরা এ বিষয়ে সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

সূচিপত্র

পর্ব : প্রথম

বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাব্বুল আলামিন পক্ষপাত মুক্ত ২৯
আল্লাহ্ যাদেরকে ভালবাসেন না ৩১
আল্লাহ্ যাদেরকে ভালবাসেন ৩২
আল্লাহ্ বান্দার সহজতা চান ৩৩
ক্ষমতার উত্থান-পতন পরীক্ষা স্বরূপ ৩৩
বিবেকহীনরা আল্লাহ্র নিকট চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধম ৩৪
আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও পক্ষেই ঈমান আনা সম্ভব নয় ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ এবং রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না ৩৫
ইহকালে নবি-রাসুলগণের দায়িত্ব ৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোও হিদায়তের ধারক ও বাহক ৩৯
পবিত্র কোরআন মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করে ৩৯
আল্লাহ্র কিতাব বিকৃত করা মহাপাপ ৪০
আল্লাহ্র কালাম বিকৃত করার অধিকার কারও নেই ৪০
কোরআন হলো 'নুর' ৪০

কোরআন সংবিধান নয় বরং রহমত, শিফা এবং যিক্‌র তথা উপদেশবাণী ৪১
কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ ৪২
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ ৪২
কোরআন থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে ৪৩
পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের জ্ঞানের অধিকারীরাই আহলে যিক্‌র ৪৩
রাসুলুল্লাহ (দ.) এবং পবিত্র কোরআন পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিল্লাতে ইব্‌রাহিম ৪৭
আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক রাসুল (দ.)-কে মিল্লাতে ইব্‌রাহিম অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান ৫০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী সকল নবির ধর্ম ইসলাম এবং তাঁদের প্রকৃত অনুসারীদেরকে মুসলিম বলা হয় ৫০
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক রয়েছে ৫২
প্রত্যেক উম্মতের জন্য আলাদা আলাদা শরিয়ত রয়েছে ৫৩
প্রত্যেক উম্মতের ইবাদত পদ্ধতি ভিন্ন ৫৩
সকল রাসুলের জন্য ধর্মের মৌলিক বিধান এক ৫৩
প্রত্যেক নবির উম্মতগণের উপর নামায, রোযা, যাকাত ও কোরবানীর বিধান রয়েছে ৫৪
প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট সময় আছে ৫৫
ধর্মমত ভিন্ন হলেও গন্তব্য অভিন্ন ৫৬
সকল ধর্মের দাওয়াত হলো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস এবং তাঁর উপাসনা ৫৭
প্রত্যেক উপাসনালয়ে আল্লাহ্‌র নামই স্মরণ হয় ৫৮
সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং সিজদা করে ৫৮
ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ৫৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাফের এবং আহলে কিতাব এক নয় ৬০
তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তথা ইসলামি সমাজ বিজ্ঞানের মূলনীতি ৬২
একত্ববাদে বিশ্বাসীদের প্রতিদান ৬২
আহলে কিতাবের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ৬৩
আহলে কিতাবের মধ্যকার একদল তাদের কিতাবের যে অংশ গোপন করত তা আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) প্রকাশ করে দিতেন ৬৪
আহলে কিতাবের সাথে তর্ক করতে হবে উত্তম পন্থায় ৬৪
আহলে কিতাবকে তাদের ধর্মানুসারে চলার নির্দেশ ৬৪
আপন আপন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে যারা বিচার করে না তাদের পরিণাম ৬৫
আহলে কিতাবের মধ্যেও ইবাদতগুজার এবং নিরহংকারী ব্যক্তি আছে ৬৬
আহলে কিতাবের মধ্যে এমনও উম্মত আছে যারা সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায়বিচার করে ৬৭
যারা বলে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন' কোরআন তাদেরকে এরূপ না বলার জন্য সতর্ক করে ৬৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব কল্যাণময় কর্মের মধ্যেই নিহিত ৬৯
বনি ইসরাঈলকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ৬৯
হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ৭০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কামেল ব্যক্তির বিপরীত চিন্তাধারীরা তাঁর আহলের অন্তর্ভুক্ত নয় ৭১
অযোগ্য উত্তরসূরির ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য শিক্ষা রয়েছে ৭২
সুনেতৃত্বাধীন, সংগ্রামশীল জাতি-সমাজ-পরিবারের ভবিষ্যৎ অতি উত্তম ৭৩

সুনেতৃত্বহীন, সংগ্রামহীন জাতি-সমাজ-পরিবারের ভবিষ্যৎ অতি মন্দ ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ৭৪
মুসলমানরা যদি কোন কারণে বিমুখ হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ অন্য জাতিকে তাদের জায়গায় প্রতিস্থাপন করবেন ৭৫
আল্লাহ্ যাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৭৬
যে জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না আল্লাহ্ তাদের অবস্থা পরিবর্তন করেন না ৭৬
পৃথিবীর অধিকারী হবে সৎকর্মশীল বান্দারা ৭৭

নবম পরিচ্ছেদ

অনুকম্পা প্রদর্শন করাকে আল্লাহ্ নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন ৭৮
ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোলার নির্দেশ ৭৯
ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপকারীদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ ৭৯
রাসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের বিচার আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত, মানুষের হাতে নয় ৮০
আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ ৮০
কাফেরদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ক্ষমাও করে দিতে পারেন ৮০
আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) কারও জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন ৮১
ত্রিত্ববাদীদেরকেও ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবেন ৮১

দশম পরিচ্ছেদ

ইসলাম কর্তৃত্ববাদী ধর্ম নয় ৮৩

একাদশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ শান্তির দিকেই আহ্বান করেন ৮৫
ইসলাম উত্তেজনা পরিহার করার নির্দেশ দেয় ৮৫
মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত ৮৬
এক সম্প্রদায় বা ধর্ম অপর সম্প্রদায় বা ধর্মকে উপহাস না করার নির্দেশ ৮৬
ভিন্ন ধর্মের উপাস্যকে গালি না দেওয়ার নির্দেশ ৮৭
আশ্রয় প্রত্যাশী মুশরিকদেরকেও আশ্রয় প্রদান করার নির্দেশ ৮৭
ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া যাবে না ৮৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঝগড়া-ফাসাদ না করার নির্দেশ ৮৮
ঝগড়া-ফাসাদ না করার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ ৮৮
আল্লাহ্ ফাসাদ পছন্দ করেন না ৮৯
ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ ৮৯
ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম ৮৯

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করার কারণে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে ৯১

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয় ৯২
জ্ঞানীর উপরও জ্ঞানী থাকে ৯২

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যুগ পরিবর্তনের বাস্তবতা ৯৩
অবস্থাভেদে ধর্মীয় বিধান শিথিল হয় ৯৩
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অন্তরের স্বীকৃতিই ঈমানের জন্য যথেষ্ট ৯৬

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বশর্ত ৯৭

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আচার ধর্মের তুলনায় নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য ৯৯
কোরবানীর রক্ত-মাংস আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, পৌঁছে কেবল মানুষের তাক্বওয়া ৯৯

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষের প্রকৃতি ১০০
চোখ থাকতেও যারা অন্ধ ১০০
মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ১০০
মানুষের ইচ্ছার অধীনতা ১০১
প্রত্যেকেই আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে ১০১
বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ আল্লাহ্‌কে ডাকে, উদ্ধারের পর ভুলে যায় ১০২

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করার নির্দেশ ১০৩
কোমল চরিত্র অর্জন এবং কঠোরতা বর্জন ১০৩
দাম্ভিক-অহংকারীকে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না ১০৩
মন্দকে প্রতিহত করতে হবে ভাল দ্বারা ১০৪

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদোষ পরিহার ১০৫
নিজ দোষ ধ্যান ১০৬

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের মধ্যকার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কারণ ১০৭
আল্লাহ্‌ সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্ব শর্ত ১০৭
ধনীদের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের হক রয়েছে ১০৮
অভাবী ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেওয়ার নির্দেশ ১০৮

ন্যায্য হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইহ্‌সান প্রদর্শন করা ১০৮
ইয়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করার নির্দেশ ১১০

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যয় করতে হবে বস্তুর পছন্দনীয় অংশ হতে ১১১
মোত্তাকিরা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই ব্যয় করে ১১১
সৎকর্মশীলরা ক্ষুধার্ত থাকলেও অভাবগ্রস্তকে আহার দেয় এবং এর জন্য কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকারও কামনা করে না ১১১
যাকাতের একটি খাত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্ধারিত ১১২

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ১১৩
তথ্যের যথার্থতা নির্ণয় না করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না ১১৩

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র পথে বান্দার অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া ১১৪
আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টারত ব্যক্তি নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না ১১৪

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নাজাত লাভের উপায় হলো ঈমান ও সৎকর্ম ১১৫

ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশুদ্ধ অন্তরই কেয়ামতের দিন উপকারে আসবে ১১৭
বড় পাপ থেকে বিরত থাকলে ছোট পাপ মোচন হয়ে যায় ১১৭

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

খালাওয়াত তথা বৈরাগ্যবাদের বৈধতা প্রসঙ্গ ১১৮

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ইসলামে সুদ হারাম ১১৯
চক্রবৃদ্ধি হারে অতিরিক্ত নেওয়াই সুদ ১১৯

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মন্দ কাজগুলো চাকচিক্যময় হয় ১২০

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের আগে ও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মর্যাদাগত তারতম্য ১২১

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইহুদিরা ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা ১২২

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবি এবং অলিগণ আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক ১২৩
আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন ১২৩
সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র খলিফাগণের হুকুমের তাবেদার ১২৪
অলিউল্লাহ্‌গণ মানুষের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক কল্যাণ সাধন করেন ১২৪
অলিউল্লাহ্‌গণের রহস্যপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাসম্ভূত ১২৪

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ১২৫
আল্লাহ্‌র হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব ১২৮
আল্লাহ্‌র হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা ১৩০

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্র কুদরতী আকৃতি ১৩২

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্র তজল্লি প্রকাশ ১৩৬
সৃষ্টি থেকে 'আনাল হক্ব'-এর প্রকাশ ১৩৬

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়াহ্দাতুল ওজুদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ১৩৮

পর্ব : দ্বিতীয়
শব্দভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি
তাওহিদ

ওয়াহ্‌দাহু শব্দ দিয়ে ১৪৩
আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারী উম্মতগণ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং তাঁরই বন্দেগীতে বদ্ধপরিকর ১৪৩
তাওহিদ বিষয়ক অন্যান্য আয়াত ১৪৪

শরিয়ত ঃ ১৪৬

দ্বীন

সনাতন তথা সামগ্রিক ইসলাম অর্থে ১৪৮
ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত অর্থে ১৪৯
আইন অর্থে ১৫০
বিচার দিবস অর্থে ১৫০
আনুগত্য অর্থে ১৫১
প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ অর্থে ১৫১

হিকমত

হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ১৫২
আল্লাহ্‌ প্রজ্ঞাময় অর্থে ১৫৩
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাময় উপদেশ অর্থে ১৫৬
আল্লাহ্‌র বিধান অর্থে ১৫৬

বিধি-বিধান অর্থে ১৫৭
আল্লাহ্ কর্তৃক কেয়ামত দিবসে বিচার-মীমাংসা অর্থে ১৫৭
হিকমত তথা প্রজ্ঞা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ১৫৮
আল্লাহ্ আপন ইচ্ছানুসারে হিকমত দান করেন ১৫৮
হাকেম তথা মহাবিচারক অর্থে ১৫৯
হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ রাজত্বের সাথে হিকমতও দান করেছেন ১৬০
প্রজ্ঞা অর্থে ১৬০
সুবিচার অর্থে ১৬০
কর্তৃত্ব অর্থে ১৬১
আদেশ অর্থে ১৬১
নবিগণ মানুষকে হিকমত তথা প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন ১৬১
স্পষ্টতা অর্থে ১৬১
দুনিয়াবী বিরোধ-মীমাংসা অর্থে ১৬২
সালিশ অর্থে ১৬৫
সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থে ১৬৫
হুক্কাম তথা সাধারণ বিচারক অর্থে ১৬৬

ইল্‌ম

ওহি অর্থে ১৬৭
আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর রহমত এবং ইল্‌ম দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন ১৬৯
আল্লাহ্‌র ইল্‌মকে কোনকিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না ১৭১
নবিগণ আল্লাহ্‌র দেওয়া ইল্‌মের অধিকারী ১৭১
অলিউল্লাহ্‌গণ আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মের অধিকারী ১৭১
আসমানি কিতাবের ইল্‌মের অধিকারীরা রাসুল (দ.)-এর রেসালতের সাক্ষী ১৭২
আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মের অধিকারীরাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং সত্য স্বীকারকারী ১৭২

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্মের অধিকারীরা লাঞ্ছনামুক্ত থাকবেন ১৭৩
মানুষকে ইল্ম দেওয়া হয়েছে অতি সামান্য ১৭৩
আল্লাহ্ সম্পর্কে ইল্ম বিহীন তর্ককারীরা শয়তানের অনুসারী ১৭৩
বিদ্বেষপূর্ণ অন্তরের ইল্ম ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে ১৭৩
যারা নিজ প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে তাদের ইল্ম থাকলেও তারা পথভ্রষ্ট ১৭৪
ইল্মুল ইয়াকিনের অধিকারীরা প্রাচুর্যের মোহে মগ্ন থাকেন না ১৭৫

আলেম

আলেমের বৈশিষ্ট্য ১৭৬
আলেম হওয়ার পূর্ব শর্ত ১৭৬
আলেমের উচ্চ মর্যাদা ১৭৮

ওয়ারেস

আসমান-যমীনের সবকিছুর ওয়ারেস আল্লাহ্ ১৭৯
আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকারকারীদের শাস্তিদাতা এবং ওয়ারেস আল্লাহ্ ১৮০
নবুয়ত ও সাম্রাজ্যের ওয়ারেস ১৮১
আল্লাহ্র বাতেনী প্রশাসনের ওয়ারেস ১৮১
আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত বান্দারাই তাঁর কিতাবের ওয়ারেস ১৮১
আসমানি কিতাবের ওয়ারেস ১৮২
জান্নাতের ওয়ারেস ১৮৩
জান্নাতের ওয়ারেস হওয়ার পূর্বশর্ত ১৮৩
দুনিয়াবী সাম্রাজ্যের ওয়ারেস ১৮৪
বংশীয় ওয়ারেস ১৮৫
সম্পদের ওয়ারেস ১৮৬

শায়েরুল্লাহ্ ঃ ১৮৮

শায়েরুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১৮৯

রূহ্

রূহ্ আল্লাহ্‌র আমর ১৯০

আদমের ভেতরে আল্লাহ্ তাঁর নিজের রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন ১৯০

হযরত ঈসা (আ.) রূহুল্লাহ্ ১৯১

ওহি অর্থে ১৯২

হযরত জিবরাঈল (আ.) অর্থে ১৯২

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সকল রূহ্ এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবেন ১৯৫

নফ্‌স

প্রাণ অর্থে ১৯৬

ব্যক্তিসত্তা অর্থে ১৯৬

প্রবৃত্তি অর্থে ১৯৮

সদর ঃ ১৯৯

ক্বলব

ক্বলবে সালিম (বিশুদ্ধ অন্তর) ২০১

ক্বলবে সাক্বিম (রোগাক্রান্ত অন্তর) ২০১

ক্বলবে মাইয়াত (মৃত অন্তর) ২০২

আফ্‌ইদাহ্ ঃ ২১৯

জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত হবে মানুষের আফ্‌ইদাহ্‌র উপর ২০৭

উলুল আলবাব

উলুল আলবাব আল্লাহ্ সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করে ২০৮

উলুল আলবাব উত্তম বিষয়সমূহ অনুসরণ করে ২০৯

উলুল আলবাব কোরআন নিয়ে গবেষণা করে এবং এর উপদেশ গ্রহণ করে ২০৯
উলুল আলবাব সৃষ্টি জগত নিয়ে গবেষণা করে ২১১

তাক্বওয়া

খোদা সচেতনতা অর্থে ২১২
কেয়ামত দিবস সম্পর্কে সচেতনতা ২১৩
দুনিয়াবী সতর্কতা ২১৪

তাযকিয়া

বিশুদ্ধতম পদ্ধতি অর্থে ২১৬
তাযকিয়া অর্জনকারী বান্দার পুরস্কার ২১৬
নবিগণ পূতঃপবিত্র ২১৮
মানুষকে তাযকিয়া করা নবিগণের দায়িত্ব ২১৮
আসমানি কিতাবের অংশ গোপনকারীদেরকে আল্লাহ্ কেয়ামতের ময়দানেও তাযকিয়া করবেন না ২১৯
আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করেন ২১৯
তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধি দাবি করার বিষয় নয় বরং অর্জন করার বিষয় ২২০

তারগিব ঃ ২২১

হাওয়া

হাওয়ার অনুসরণ না করার নির্দেশ ২২২
বিচার করার ক্ষেত্রে হাওয়ার অনুসরণ না করার নির্দেশ ২২৪
নবিগণ হাওয়ার অনুসরণ করেন না ২২৫
নবিগণ মানুষকে হাওয়ার অনুসরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন ২২৫
হাওয়ার অনুসারীর পরিণাম ২২৫
আল্লাহ্ স্মরণ হতে যারা গাফেল তারাই হাওয়ার অনুসরণ করে ২২৭

যারা নিজের হাওয়াকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে তারা গোমরাহ্ ২২৮
হাওয়ার অনুসরণ হতে বিরত থাকার প্রতিদান ২২৮

আদল

স্ত্রীর প্রতি সুবিচার ২২৯
আদলে মোত্লক তথা বিচারসাম্য ২৩০
মু'মিনদের পারস্পরিক যুদ্ধের মীমাংসা করতে হবে আদলের ভিত্তিতে
.... ২৩৩
আল্লাহ্র কালাম সত্য এবং আদলসম্মত ২৩৩
নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সমান নয় ২৩৪

ক্বিস্ত

আল্লাহ্ সকল কিছু ক্বিস্ত তথা ন্যায়সঙ্গত পন্থায় বাস্তবায়ন করেন
.... ২৩৫
কেয়ামতের দিন মানুষের বিচার করা হবে ক্বিস্ত-এর পাল্লার মাধ্যমে
.... ২৩৬
রাসুলগণ ফায়সালা করার ক্ষেত্রে ক্বিস্ত-এর উপর অটল থাকেন ২৩৬
মানুষের মধ্যে ফায়সালা করার ক্ষেত্রে ক্বিস্ত-এর উপর অটল থাকার নির্দেশ
.... ২৩৭
ইয়াতিম শিশুদের প্রতি ক্বিস্ত তথা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ ২৩৯
শত্রুর সাথেও ক্বিস্ত তথা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ ২৪০
পরিমাপ ও ওজনে ক্বিস্ত তথা ন্যায়-নীতি অবলম্বনের নির্দেশ ২৪০
মুক্বসিত তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরাধ ২৪১
ক্বিস্ত বিষয়ে অন্যান্য আয়াত ২৪১

ইহ্সান

মানুষের প্রতি ইহ্সান করা আল্লাহ্র নির্দেশ ২৪৩
পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, ইয়াতিম-মিসকিনের প্রতি
ইহ্সান করার নির্দেশ ২৪৩
কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহ্সান ২৪৫

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহ্সান ২৪৬
মুহাজির এবং আনসারগণকে যারা ইহ্সানের সাথে অনুসরণ করে তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ২৪৬
ইহ্সানের প্রতিদানও ইহ্সান ২৪৬

ফালাহ্

ফালাহ্ তথা কল্যাণের দিকে আহ্বান ২৪৭
যে সকল কাজ ফালাহ্ তথা কল্যাণ বয়ে আনে ২৪৭
যাদের জন্য ফালাহ্ নেই ২৫৩

মশরব ঃ ২৫৬

ফিক্র

আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে ফিক্র তথা চিন্তা করা ২৫৭
আল্লাহ্র সৃষ্টিজগত নিয়ে ফিক্র তথা চিন্তা করা ২৫৭
একাকী এবং সম্মিলিতভাবে ফিক্র তথা চিন্তা করা ২৫৮
আল্লাহ্র বিধান নিয়ে ফিক্র তথা চিন্তা করা ২৫৮

তাদাব্বুর

পবিত্র কোরআন নিয়ে তাদাব্বুর তথা গবেষণা করা ২৬০

তাগুত

অবাধ্যতা-সীমালঙ্ঘন অর্থে ২৬১
অবাধ্য কওম অর্থে ২৬৩
অন্যায় আচরণ অর্থে ২৬৪
বিকট শব্দ অর্থে ২৬৪
বন্যা-প্লাবন অর্থে ২৬৪
দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত না হওয়া অর্থে ২৬৫
আল্লাহ্র বিপরীতে অনুসৃত পন্থাই তাগুত ২৬৫
ফিরআউন ও তার অনুসারীবৃন্দ সীমালঙ্ঘনকারী ২৬৭

অবাধ্যতা মানুষের প্রকৃতি ২৬৭
আল্লাহ্ যাদেরকে অবাধ্যতায় মশগুল রাখেন ২৬৭
সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম ২৬৮

বিদ্আত

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিদ্আত ২৬৯
বান্দার পক্ষ থেকে বিদ্আত ২৬৯

জিহাদ

চাপ প্রয়োগ অর্থে ২৭১
দৃঢ়তা অর্থে ২৭২
শ্রম অর্থে ২৭২
আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকার নির্দেশ ২৭২
মুহ্সিনরা আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠায় রত থাকেন ২৭৩
মানুষ মূলত নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায় ২৭৩
যারা আল্লাহ্র পথে প্রচেষ্টারত থাকে এবং ধৈর্যধারণ করে তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ২৭৪
সাধারণ মানুষ এবং আল্লাহ্র পথে প্রচেষ্টারত মুজাহিদ– এ উভয় শ্রেণি মর্যাদাগতভাবে সমান নয় ২৭৪
আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত ও ধৈর্যশীলরাই জান্নাতে যাবে ২৭৫
সন্ধিভুক্ত কারও সাথে সংগ্রাম করা যাবে না ২৭৫

ক্বিতাল

ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করার জন্য একান্ত নিরুপায় অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধ করা আবশ্যক ২৭৬
সবাই নয় বরং প্রয়োজনবশত নিরাপত্তাজনিত কারণে মুসলমানদের একটি দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে ২৭৮
শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে যারা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না ২৭৯

মুমিনরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে প্রথমে মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে, তারা মীমাংসা করতে না চাইলে প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসা করে দিতে হবে ২৮০
শত্রুপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে যুদ্ধ ত্যাগ করে সন্ধি করতে হবে ২৮০
মুসলমানদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কারকারী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলের সাথে বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র - নিষেধাজ্ঞা নেই ২৮১
যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ২৮১
পার্থিব কামনা নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অসহায় মানুষকে যুল্‌ম থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করা যাবে ২৮২

জালাল ঃ ২৮৩

জামাল

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের জন্য উপকারী এবং মনোমুগ্ধকর ২৮৪
সবরে জামিল তথা উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ ২৮৪
দুনিয়াবী আচার ব্যবহারে সৌন্দর্য (জামিল) প্রর্দশন ২৮৫

হিজাব

উম্মুল মু'মিনীনের হিজাব ২৮৭
সাধারণ নারী-পুরুষদের হিজাব ২৮৮

পর্ব : প্রথম

বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাব্বুল আলামিন পক্ষপাত মুক্ত

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَ لَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَ لَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ۝

অনুবাদঃ না তোমাদের আশায় আর না কিতাবিদের আশায় (কাজ হবে)। যেই মন্দকাজ করবে তাকেই তার প্রতিফল দেওয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া (তাঁর বিপরীতমুখী) কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না – (সূরা নিসা : ১২৩)।

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তারা বলে, 'ইহুদি কিংবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা।' বলুন, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।' হ্যাঁ, যে নিজকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছে এবং সে ইহ্সানের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনকারীও বটে, তবে তার জন্য রয়েছে তার রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না – (সূরা বাক্বারা : ১১১–১১২)।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ সুতরাং (সেদিন) কী অবস্থা হবে?– যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেককে তাদের অর্জিত কাজের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না – (সূরা আলে ইমরান : ২৫)।

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত – (সূরা নিসা : ৩২)।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ
اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ
سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ
وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যারা ইহ্‌সানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরও বেশি। কার্পণ্য-কলঙ্ক ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর যারা মন্দ কাজ করে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ মন্দ এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্ থেকে (তাঁর বিপরীতে) তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। তাদেও মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে – (সূরা ইউনুস : ২৬–২৭)।

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ اِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

অনুবাদঃ কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লাসমূহ। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট – (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)।

وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী। তা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সকলের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না – (সূরা আহকাফ : ১৯)।

وَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا
وَ يَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۞

অনুবাদঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। যাতে তিনি যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার – (সূরা নজম : ৩১)।

আল্লাহ্ যাদেরকে ভালবাসেন না

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না – (সূরা বাক্বারা : ১৯০)।

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞

অনুবাদঃ কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না – (সূরা বাক্বারা : ২০৫)।

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ-পাপীকে ভালবাসেন না – (সূরা বাক্বারা : ২৭৬)।

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না – (সূরা আলে ইমরান : ৩২)।

وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না – (সূরা আলে ইমরান : ৫৭)।

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না – (সূরা আনফাল : ৫৮)।

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী-পাপীকে পছন্দ করেন না – (সূরা নিসা : ১০৭)।

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না – (সূরা আরাফ : ৩১)।

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না – (সূরা কাসাস : ৭৬)।

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না – (সূরা নাহল : ২৩)

আল্লাহ্ যাদেরকে ভালবাসেন

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং তাদেরকেও ভালবাসেন যারা পবিত্র থাকে – (সূরা বাক্বারা : ২২২)।

فَاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর ব্যাপারে সচেতন বান্দাদেরকে (মোত্তাকিন) ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ৭৬)।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ এই ধরনের ইহ্সানের সাথে সৎকর্মকারীদেরকে ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)।

وَ اللهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)।

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদেরকে ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)।

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন – (সূরা মুমতাহিনা : ৮)।

আল্লাহ্ বান্দার সহজতা চান

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য চান না কাঠিন্য – (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)।

يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তোমাদের ভার কমাতে চান। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে – (সূরা নিসা : ২৮)।

ক্ষমতার উত্থান-পতন পরীক্ষা স্বরূপ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তারপর আমি তোমাদেরকে তাদের পর যমীনে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কীরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য – (সূরা ইউনুস : ১৪)।

বিবেকহীনরা আল্লাহ্‌র নিকট চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধম

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ঐ সব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বোঝে না (অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না) – (সূরা আনফাল : ২২)।

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না; তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক পথভ্রষ্ট! তারাই হল উদাসীন – (সূরা আরাফ : ১৭৯)।

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারও পক্ষেই ঈমান আনা সম্ভব নয়

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারও সাধ্যের মধ্যে নেই এবং যারা বোঝে না আল্লাহ্ তাদের উপর কলুষতা (রিজ্‌স) চাপিয়ে দেন – (সূরা ইউনুস : ১০০)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ এবং রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না

اِنَّ الَّذِیْنَ یَکْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ رُسُلِهٖ وَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّفَرِّقُوْا بَیْنَ اللهِ وَ رُسُلِهٖ وَ
یَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَّ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذُوْا بَیْنَ ذٰلِکَ
سَبِیْلًا ۝ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ حَقًّا وَ اَعْتَدْنَا لِلْکٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্ ও রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি’ এবং তারা এর মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়– তারাই হল প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি – (সূরা নিসা : ১৫০–১৫১)।

ইহকালে নবি-রাসুলগণের দায়িত্ব

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ
الْحِکْمَةَ وَ یُزَکِّیْهِمْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

অনুবাদঃ হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন, আর তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ১২৯)।

کَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِّنْکُمْ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَ یُزَکِّیْکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ
الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُمْ مَّا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে। যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এমন কিছু, যা তোমরা জানতে না – (সূরা বাক্বারা : ১৫১)।

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۚ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۚ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۞

অনুবাদঃ সুতরাং যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করছি এবং আমার অনুসারীগণও'। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়ত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা – (সূরা আলে ইমরান : ২০)।

وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۞

অনুবাদঃ আর তিনি তাঁকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইন্‌জিল – (সূরা আলে ইমরান : ৪৮)।

وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ لِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ۞

অনুবাদঃ আর (আমি এসেছি) আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে। আর আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর – (সূরা আলে ইমরান : ৫০)।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

অনুবাদঃ কোন ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্ তাঁকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও', বরং তিনি বলবেন, 'তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং অধ্যয়ন কর' – (সূরা আলে ইমরান : ৭৯)।

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছেন। যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল – (সূরা আলে ইমরান : ১৬৪)।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ প্রচার করাই শুধু রাসুলের কর্তব্য। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ, আল্লাহ্ তা জানেন – (সূরা মায়েদা : ৯৯)।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝

অনুবাদঃ লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট ওহি প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, আপনি লোকদেরকে সতর্ক করুন এবং বিশ্বাসীদেরকে এই সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর – (সূরা ইউনুস : ২)।

وَ اِنۡ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ الَّذِیۡ نَعِدُهُمۡ اَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيۡكَ الۡبَلٰغُ وَ عَلَيۡنَا الۡحِسَابُ ۝

অনুবাদঃ আমি তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিই, তার কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দিই অথবা যদি এর পূর্বে আপনার ওফাত তথা দুনিয়াবী সফরের ইতি ঘটিয়েই দিই, তাহলে আপনার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা। আর আমার কাজ হিসেব গ্রহণ করা – (সূরা রাদ : ৪০)।

يُنَزِّلُ الۡمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوۡحِ مِنۡ اَمۡرِهٖ عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖۤ اَنۡ اَنۡذِرُوۡۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوۡنِ ۝

অনুবাদঃ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে ওহিসহ (প্রত্যাদেশ) ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করেন এই মর্মে সতর্ক করাবার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর – (সূরা নাহল : ২)।

فَاِنَّمَا يَسَّرۡنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الۡمُتَّقِيۡنَ وَ تُنۡذِرَ بِهٖ قَوۡمًا لُّدًّا ۝

অনুবাদঃ আমি তো আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা সচেতন বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং বিতর্ক প্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন – (সূরা মরইয়াম : ৯৭)।

هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيۡهِمۡ وَ يُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ وَ اِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ۝

অনুবাদঃ তিনিই উম্মিদের মধ্যে তাদের মধ্য হতে একজনকে পাঠিয়েছেন রাসুল রূপে। যিনি তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে – (সূরা জুমুআ : ২)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোও হিদায়তের ধারক ও বাহক

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ
الْاِنْجِيْلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

অনুবাদঃ তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইন্‌জিল– ইতোপূর্বে মানুষের হেদায়তস্বরূপ। আর তিনি ফোরকান নাযিল করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ব্যাপারে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, শাস্তি প্রদানকারী – (সূরা আলে ইমরান : ৩–৪)।

পবিত্র কোরআন মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করে

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ
الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝
يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى
النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

অনুবাদঃ হে আহলে কিতাব, আমার রাসুল তোমাদের কাছে এসে গেছেন। তোমরা গোপন করে রাখতে আল্লাহ্‌র কিতাবের এমন অনেক কথা তোমাদের কাছে তিনি প্রকাশ করছেন এবং অনেক ব্যাপারে ক্ষমার চোখেও দেখছেন। অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক নুর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে

এসেছে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় তিনি তাদেরকে শান্তির সমূহ পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন – (সূরা মায়েদা : ১৫–১৬)।

আল্লাহ্‌র কিতাব বিকৃত করা মহাপাপ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۞

অনুবাদঃ কাজেই দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে'। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তাও তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ – (সূরা বাক্বারা : ৭৯)।

আল্লাহ্‌র কালাম বিকৃত করার অধিকার কারও নেই

وَ اتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۞

অনুবাদঃ আর আপনি আপনার প্রতি ওহি করা আপনার রবের কিতাব থেকে পড়ে শুনান। তাঁর বাক্যসমূহ পরিবর্তন করার অধিকার কারও নেই। আর আপনি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবেন না – (সূরা কাহাফ : ২৭)।

কোরআন হলো 'নুর'

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

অনুবাদঃ যারা অনুসরণ করে রাসুলের, উম্মি নবির, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত ও ইন্‌জিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের

আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। আর তাদেরকে তাদের ভার ও শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম – (সূরা আরাফ : ১৫৭)।

কোরআন সংবিধান* নয় বরং রহমত, শিফা এবং যিক্‌র তথা উপদেশবাণী

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

অনুবাদঃ আর আমি কোরআন নাযিল করি যা মু'মিনদের জন্য শিফা ও রহমত। কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয় – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮২)।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

অনুবাদঃ এ (কোরআন) মানবজাতিকে অন্তর্দৃষ্টি দানকারী এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত – (সূরা জাসিয়া : ২০)।

وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর এ (কোরআন) তো সৃষ্টিকুলের জন্য শুধুই যিক্‌র তথা উপদেশবাণী – (সূরা কলম : ৫২)।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের জন্য যিক্‌র তথা উপদেশ আছে। তা সত্ত্বেও কি তোমরা আকল-বিবেক ব্যবহার করে বোঝার চেষ্টা করবে না? – (সূরা আম্বিয়া : ১০)।

وَ هٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর এ (কোরআন) হল কল্যাণময় যিক্‌র তথা উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তা সত্ত্বেও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে? – (সূরা আম্বিয়া : ৫০)।

*** সংবিধানে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনের অবকাশ রয়েছে।**

إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۞

অনুবাদঃ এ (কোরআন) বিশ্বজগতের জন্য যিক্‌র তথা উপদেশ মাত্র – (সূরা সোয়াদ : ৮৭)।

وَ لَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ۞

অনুবাদঃ আর অবশ্যই আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যিক্‌র তথা উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? – (সূরা কামার : ২২)।

কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ اَمۡ عَلٰى قُلُوۡبٍ اَقۡفَالُهَا ۞

অনুবাদঃ তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? – (সূরা মোহাম্মদ : ২৪)।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ

الَّذِيۡنَ يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰى جُنُوۡبِهِمۡ وَ يَتَفَكَّرُوۡنَ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبۡحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

অনুবাদঃ যারা (উলুল আলবাব) দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে– 'হে আমাদের রব, আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন' – (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)।

اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ۞ وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ۞ وَ اِلَى الۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ۞ وَ اِلَى الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ۞

অনুবাদঃ তবে কি তারা তাকিয়ে দেখে না– উটের দিকে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে; আর আসমানের দিকে, কীভাবে তা সমুন্নত করা হয়েছে; আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে; আর ভূতলের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে? – (সূরা গাশিয়া : ১৭–২০)।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۞ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ ۞ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۞

অনুবাদঃ অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে– তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে। নিশ্চয় তিনি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। (সূরা ত্বারিক : ৫–৮)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞

অনুবাদঃ আপনার কি দৃষ্টিগোচর হয়নি (?), নিশ্চয় আল্লাহ্ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান; আর তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন কাজে নিয়োজিত, প্রত্যেকটিই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত – (সূরা লোকমান : ২৯)।

وَ فِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۞ وَ فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অনেক নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না? – (সূরা যারিয়াত : ২০–২১)।

কোরআন থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ ۞

অনুবাদঃ এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে হৃদয় অথবা যে নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করে আর সে রয়েছে (আত্মিক) দর্শনে – (সূরা ক্বাফ : ৩৭)।

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের জ্ঞানের অধিকারীরাই আহলে যিক্‌র

وَ مَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আপনার আগে আমি ওহিসহ পুরুষদেরকেই (রাসুল রূপে) পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে আহলে যিক্‌রকে জিজ্ঞেস কর – (সূরা আম্বিয়া : ৭)।

রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এবং পবিত্র কোরআন পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ۝

অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবিদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি আপনাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি, তারপর আপনাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসুল আসবেন– তখন আপনারা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন। তিনি বললেন, 'আপনারা কি স্বীকার করলেন? এবং এর উপর আমার অঙ্গীকার কি আপনারা গ্রহণ করলেন?' তাঁরা বললেন, 'আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, 'তবে আপনারা সাক্ষী থাকুন এবং আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষী রইলাম' – (সূরা আলে ইমরান : ৮১)।

وَ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا وَّ اِیَّایَ فَاتَّقُوْنِ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই এর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো – (সূরা বাক্বারা : ৪১)।

وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْنَا وَ یَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِیَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো। তারা বলে, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি। আর এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে। অথচ তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র নবিদেরকে হত্যা করেছিলে? – (সূরা বাক্বারা : ৯১)।

نَزَّلَ عَلَيۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَ اَنۡزَلَ التَّوۡرٰىةَ وَ الۡاِنۡجِيۡلَ ۝

অনুবাদঃ তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইন্জিল – (সূরা আলে ইমরান : ৩)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اٰمِنُوۡا بِمَا نَزَّلۡنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَکُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّطۡمِسَ وُجُوۡهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤی اَدۡبَارِهَاۤ اَوۡ نَلۡعَنَهُمۡ کَمَا لَعَنَّاۤ اَصۡحٰبَ السَّبۡتِ وَ کَانَ اَمۡرُ اللّٰهِ مَفۡعُوۡلًا ۝

অনুবাদঃ হে কিতাবপ্রাপ্তগণ, তোমাদের কাছে বিদ্যমান আসমানী কিতাবের সমর্থকরূপে আমি যা নাযিল করেছি তাতে তোমরা ঈমান আনো– আমি মুখমণ্ডলগুলোকে বিকৃত করে তারপর সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে অথবা 'আসহাবুস্ সাব্ত'কে যেরূপ লা'নত করেছিলাম সেরূপ তাদেরকে লা'নত করার আগে। আর আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে – (সূরা নিসা : ৪৭)।

وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ الۡکِتٰبِ وَ مُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ فَاحۡکُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ الۡحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡکُمۡ شِرۡعَةً وَّ مِنۡهَاجًا وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَکُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰکِنۡ لِّيَبۡلُوَکُمۡ فِيۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرٰتِ اِلَی اللّٰهِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِيۡعًا فَيُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আমি আপনার ওপর সত্য বিধানসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্বে নাযিল হওয়া কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্র বিধান অনুসারে আপনি পূর্ববর্তী কিতাবিদের বিচার-মীমাংসা করুন। যে সত্যবিধান আপনার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে (আলাদা) বিধান ও স্পষ্ট পথ-নির্দেশ প্রদান করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেন নি।) কারণ তিনি তোমাদের যে পথ-নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন, তার আলোকেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করো। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাবে। তখন তোমাদের মতভেদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ আসল সত্য প্রকাশ করবেন – (সূরা মায়েদা : ৪৮)।

وَ الَّذِیۡۤ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ مِنَ الۡکِتٰبِ هُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِیۡرٌۢ بَصِیۡرٌ ۝

অনুবাদঃ আর আমি কিতাব হতে আপনার প্রতি যে ওহি করেছি তা সত্য, যা আপনার হাতে বিদ্যমান এর আগের কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা – (সূরা ফাতির : ৩১)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিল্লাতে ইব্‌রাহিম

وَ مَنۡ یَّرۡغَبُ عَنۡ مِّلَّۃِ اِبۡرٰهٖمَ اِلَّا مَنۡ سَفِهَ نَفۡسَهٗ وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡنٰهُ فِی الدُّنۡیَا وَ اِنَّهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ لَمِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে সে ছাড়া ইব্‌রাহিমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাঁকে আমি মনোনীত করেছি। আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম – (সূরা বাক্বারা : ১৩০)।

وَ وَصّٰی بِهَاۤ اِبۡرٰهٖمُ بَنِیۡهِ وَ یَعۡقُوۡبُ ؕ یٰبَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصۡطَفٰی لَکُمُ الدِّیۡنَ فَلَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর এরই উপদেশ দিয়েছেন ইব্‌রাহিম তাঁর সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও (যে)– হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না – (সূরা বাক্বারা : ১৩২)।

وَ قَالُوۡا کُوۡنُوۡا هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰی تَهۡتَدُوۡا ؕ قُلۡ بَلۡ مِلَّۃَ اِبۡرٰهٖمَ حَنِیۡفًا ؕ وَ مَا کَانَ مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর তারা বলে, ইহুদি বা নাসারা হও, সঠিক পথ পাবে। বলুন, বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্‌রাহিমের মিল্লাত অনুসরণ করব এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না – (সূরা বাক্বারা : ১৩৫)।

قُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡنَا وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ اِسۡحٰقَ وَ یَعۡقُوۡبَ وَ الۡاَسۡبَاطِ وَ مَاۤ اُوۡتِیَ مُوۡسٰی وَ عِیۡسٰی وَ مَاۤ اُوۡتِیَ النَّبِیُّوۡنَ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ ۫ۖ وَ نَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা ইব্‌রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিগণকে তাঁদের রবের নিকট হতে দেওয়া হয়েছে সে সবের প্রতি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী – (সূরা বাক্বারা : ১৩৬)।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

অনুবাদঃ ইব্‌রাহিম ইহুদিও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না – (সূরা আলে ইমরান : ৬৭)।

قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

অনুবাদঃ বলুন, আল্লাহ্‌ সত্য বলেছেন। কাজেই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহিমের মিল্লাত অনুসরণ কর। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না – (সূরা আলে ইমরান : ৯৫)।

وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَ اتَّخَذَ اللهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۞

অনুবাদঃ আর দ্বীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে নিজকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করল এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহিমের আদর্শ অনুসরণ করল? আর আল্লাহ্‌ ইব্‌রাহিমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন – (সূরা নিসা : ১২৫)।

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

অনুবাদঃ বলুন, আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্‌রাহিমের মিল্লাত। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না – (সূরা আনআম : ১৬১)।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا
وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا
فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ
وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

অনুবাদঃ তিনি তোমাদের জন্য শরিয়ত তথা বিধি-বিধান দিয়েছেন দ্বীনের মধ্য থেকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমি ওহি করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহিম, মূসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি ডাকছেন তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তাঁর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি দ্বীনের দিকে হেদায়ত করেন – (সূরা শুরা : ১৩)।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ
اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ
لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

অনুবাদঃ অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্‌রাহিম ও তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মাঝে প্রকাশিত হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।' তবে ব্যতিক্রম ইব্‌রাহিমের পিতার প্রতি তাঁর উক্তি: 'আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; আর আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না।' ইব্‌রাহিম ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছিলেন, 'হে আমাদের রব, আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে' – (সূরা মুমতাহিনা : ৪)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক রাসুল (দ.)-কে মিল্লাতে ইব্রাহিম অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান

ثُمَّ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ اَنِ اتَّبِعۡ مِلَّۃَ اِبۡرٰهِیۡمَ حَنِیۡفًا ؕ وَ مَا کَانَ مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের মিল্লাত অনুসরণ করুন। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না – (সূরা নাহল : ১২৩)।

وَ جَاهِدُوۡا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجۡتَبٰىکُمۡ وَ مَا جَعَلَ عَلَیۡکُمۡ فِی الدِّیۡنِ مِنۡ حَرَجٍ ؕ مِلَّۃَ اَبِیۡکُمۡ اِبۡرٰهِیۡمَ ؕ هُوَ سَمّٰىکُمُ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ۬ۙ مِنۡ قَبۡلُ وَ فِیۡ هٰذَا لِیَکُوۡنَ الرَّسُوۡلُ شَهِیۡدًا عَلَیۡکُمۡ وَ تَکُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ ۚۖ فَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ اعۡتَصِمُوۡا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوۡلٰىکُمۡ ۚ فَنِعۡمَ الۡمَوۡلٰی وَ نِعۡمَ النَّصِیۡرُ ۞

অনুবাদঃ এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ মেনে চল); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও। যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক; কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! – (সূরা হজ : ৭৮)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী সকল নবির ধর্ম ইসলাম এবং তাঁদের প্রকৃত অনুসারীদেরকে মুসলিম বলা হয়

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ (বিলকিস) যখন পৌঁছলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার সিংহাসন কি এরূপই?' তিনি বললেন, 'এটা যেন সেটাই! আমরা ইতিপূর্বেই সমস্ত কিছুই অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) হয়েছি' – (সূরা নামল : ৪২)।

وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর মূসা বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক – (সূরা ইউনুস : ৮৪)।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۞

অনুবাদঃ (ইউসুফ বললেন) হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে ওফাত দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন – (সূরা ইউসুফ : ১০১)।

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَ عَلَی النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহিম ইসহাক এবং ইয়াকুবের মিল্লাত অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরিক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না – (সূরা ইউসুফ : ৩৮)।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক রয়েছে

وَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞

অনুবাদঃ আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, 'তাঁর (রাসুল) উপর তাঁর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?' আপনি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক কওমের জন্য রয়েছে হেদায়তকারী – (সূরা রাদ : ৭)।

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসুল। অতঃপর যখন তাদের রাসুল আসেন তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা হয় এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয় না – (সূরা ইউনুস : ৪৭)।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِیْ شِیَعِ الْاَوَّلِیْنَ ۞

অনুবাদঃ আর অবশ্যই আপনার আগে আমি আগেকার সম্প্রদায়ের কাছেও রাসুল পাঠিয়েছিলাম – (সূরা হিজর : ১০)।

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَی اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِیْنَ ۞

অনুবাদঃ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর ও তাগুত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ– যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে (?) – (সূরা নাহল : ৩৬)।

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا ؕ وَ اِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡهَا نَذِیۡرٌ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন উম্মত নেই, যাদের কাছে আগমন করেননি কোন সতর্ককারী – (সূরা ফাতির : ২৪)।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আলাদা আলাদা শরিয়ত রয়েছে

لِکُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡکُمۡ شِرۡعَۃً وَّ مِنۡهَاجًا ؕ وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ لٰکِنۡ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ فَاسۡتَبِقُوا الۡخَیۡرٰتِ ؕ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরিয়ত ও বিশেষ পন্থা। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর – (সূরা মায়েদা : ৪৮)।

প্রত্যেক উম্মতের ইবাদত পদ্ধতি ভিন্ন

لِکُلِّ اُمَّۃٍ جَعَلۡنَا مَنۡسَکًا هُمۡ نَاسِکُوۡهُ فَلَا یُنَازِعُنَّکَ فِی الۡاَمۡرِ وَ ادۡعُ اِلٰی رَبِّکَ ؕ اِنَّکَ لَعَلٰی هُدًی مُّسۡتَقِیۡمٍ ۝

অনুবাদঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি মানসাক (ইবাদত পদ্ধতি), যা তারা পালন করে। কাজেই তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আর আপনি আপনার রবের দিকে ডাকুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত – (সূরা হজ : ৬৭)।

সকল রাসুলের জন্য ধর্মের মৌলিক বিধান এক

سُنَّۃَ مَنۡ قَدۡ اَرۡسَلۡنَا قَبۡلَکَ مِنۡ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِیۡلًا ۝

অনুবাদঃ আমার রাসুলগণের মধ্যে আপনার আগে যাঁদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাঁদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম। আর আপনি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেন না – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৭৭)।

প্রত্যেক নবির উম্মতগণের উপর নামায, রোযা, যাকাত ও কোরবানীর বিধান রয়েছে

রোযাঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতার অধিকারী হতে পার – (সূরা বাক্বারা : ১৮৩)।

নামায ও যাকাতঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ۝

অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে– তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসুল, নবি। তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর রবের সন্তোষভাজন ব্যক্তিত্ব – (সূরা মরইয়াম : ৫৪–৫৫)।

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি তাদেরকে (ইব্‌রাহিমের বংশধর) করলাম সবার জন্য সরদার, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। তাদের কাছে আমি (রাসুলের মাধ্যমে) ওহি প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। তারা আমারই উপাসনা করত – (সূরা আম্বিয়া : ৭৩)।

কোরবানী:

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি। যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর। আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে – (সূরা হজ : ৩৪)।

প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট সময় আছে

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও পিছাতে বা এগুতে পারবে না – (সূরা ইউনুস : ৪৯)।

وَ مَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ পরিসীমা। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না – (সূরা হিজর : ৪–৫)।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ কোন জাতিই তাদের নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না – (সূরা মু'মিনুন : ৪৩)।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝

অনুবাদঃ আর অবশ্যই আমি আপনার আগে অনেক রাসুল পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন

নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসুলের দায়িত্ব নয়। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে – (সূরা রাদ : ৩৮)।

ধর্মমত ভিন্ন হলেও গন্তব্য অভিন্ন

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরিয়ে থাকে। অতএব তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে নিয়ে এনে একত্রিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান – (সূরা বাক্বারা : ১৪৮)।

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আমি আপনার ওপর সত্য বিধানসহ কিতাব নাজিল করেছি, যা পূর্বে নাজিল হওয়া কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্র বিধান অনুসারে আপনি পূর্ববর্তী কিতাবিদের বিচার-মীমাংসা করুন। যে সত্যবিধান আপনার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে (আলাদা) বিধান ও স্পষ্ট পথ-নির্দেশ প্রদান করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেননি।) কারণ তিনি তোমাদের যে পথ-নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন, তার আলোকেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করো। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাবে। তখন তোমাদের মতভেদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ আসল সত্য প্রকাশ করবেন – (সূরা মায়েদা : ৪৮)।

كَيۡفَ تَكۡفُرُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ كُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡيَاكُمۡ ثُمَّ يُمِيۡتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيۡكُمۡ ثُمَّ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ কীভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করছ, অথচ তোমরা ছিলে মৃত? অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন অতঃপর জীবিত করবেন। এরপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে – (সূরা বাক্বারা : ২৮)।

الَّذِيۡنَ يَظُنُّوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّلٰقُوۡا رَبِّهِمۡ وَ اَنَّهُمۡ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ (তারাই বিনীত) যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে – (সূরা বাক্বারা : ৪৬)।

সকল ধর্মের দাওয়াত হলো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস এবং তাঁর উপাসনা

وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِيۡ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ اجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ الضَّلٰلَةُ فَسِيۡرُوۡا فِي الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُكَذِّبِيۡنَ ۞

অনুবাদঃ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর ও তাগুত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ– যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে (?) – (সূরা নাহল : ৩৬)।

لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰى قَوۡمِهٖ فَقَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ اِنِّيۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ۞

অনুবাদঃ অবশ্যই আমি নূহ্‌কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা (কেবল) আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি – (সূরা আরাফ : ৫৯)।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি ও ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে আর যা অন্যান্য নবিগণ তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছেন, তাতেও (বিশ্বাস করি)। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণকারী – (সূরা বাক্বারা : ১৩৬)।

প্রত্যেক উপাসনালয়ে আল্লাহ্র নামই স্মরণ হয়

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত– যেখানে আল্লাহ্র নাম খুব বেশি স্মরণ করা হয় সেসব– সংসারবিরাগীদের উপাসনালয়, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ্কে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী – (সূরা হজ : ৪০)।

সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং সিজদা করে

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞

অনুবাদঃ আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যারা আছে আসমানসমূহে ও যারা আছে যমীনে; আর সিজদা করে সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমণ্ডলী,

পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন – (সূরা হজ : ১৮)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ وَ اللهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আপনি কি দেখেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখিরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাদের সালাতের পদ্ধতি ও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত – (সূরা নুর : ৪১)।

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۞

অনুবাদঃ আসমানে আর যমীনে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র প্রতি সিজদায় অবনত হয় আর তাদের ছায়াগুলোও – (সূরা রাদ : ১৫)।

ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা আল্লাহ্র নিদর্শন

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য – (সূরা রুম : ২২)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাফের এবং আহলে কিতাব এক নয়

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

অনুবাদঃ আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফের তারা এবং মুশরিকরা কখনোই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন কল্যাণ নাযিল হওয়া পছন্দ করে না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান নিজের রহমত দানের জন্য বাছাই করে নেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল – (সূরা বাক্বারা : ১০৫)।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদের ওপর দাউদ ও মরইয়াম পুত্র ঈসার ভাষায় অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল – (সূরা মায়েদা : ৭৮)।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَ اَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

অনুবাদঃ আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথম আক্রমণেই তাদের ঘরবাড়ি থেকে তিনিই বের করে দিয়েছেন। তোমরা কখনো ধারণাও

করোনি যে, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করে বসেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ্‌র হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ্ এমন এক দিক থেকে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন, যে দিকের ধারণাও তারা করতে পারেনি। তিনি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজ হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করেছিল এবং মুমিনদের হাত দিয়েও ধ্বংস করেছিল। অতএব, হে উলুল আবসার (দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা), এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো – (সূরা হাশর : ২)।

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ نَافَقُوۡا یَقُوۡلُوۡنَ لِاِخۡوَانِہِمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَہۡلِ الۡکِتٰبِ لَئِنۡ اُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَکُمۡ وَ لَا نُطِیۡعُ فِیۡکُمۡ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّ اِنۡ قُوۡتِلۡتُمۡ لَنَنۡصُرَنَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ یَشۡہَدُ اِنَّہُمۡ لَکٰذِبُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ তোমরা কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা মুনাফেকির আচরণ গ্রহণ করেছে? আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফের তারা তাদের সে ভাইদের বলে, যদি তোমাদের বহিষ্কার করা হয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে কারও কথাই আমরা শুনবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা পাকা মিথ্যাবাদী – (সূরা হাশর : ১১)।

لَمۡ یَکُنِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَہۡلِ الۡکِتٰبِ وَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ مُنۡفَکِّیۡنَ حَتّٰی تَاۡتِیَہُمُ الۡبَیِّنَۃُ ۞

অনুবাদঃ আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত না – (সূরা বাইয়িনাহ্ : ১)।

اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَہۡلِ الۡکِتٰبِ وَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ فِیۡ نَارِ جَہَنَّمَ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا ؕ اُولٰٓئِکَ ہُمۡ شَرُّ الۡبَرِیَّۃِ ۞

অনুবাদঃ আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারা সৃষ্টির মধ্যে অধম – (সূরা বাইয়িনাহ্ : ৬)।

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তথা ইসলামি সমাজ বিজ্ঞানের মূলনীতি

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ (হে রাসূল) বলুন, হে আহলে কিতাব, আস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবো না, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, 'তোমরা স্বাক্ষী থাক অবশ্যই আমরা মুসলিম' – (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

অনুবাদঃ যারা খোদা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, নাসারা (খ্রিস্টান) বা সাবেয়ীন যে-ই হোক না কেন, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাদের কোন ভয়-ভীতি এবং অনুতাপ নেই – (সূরা বাক্বারা : ৬২)।

একত্ববাদে বিশ্বাসীদের প্রতিদান

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ যারা বলে আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা এবং এতে আস্থাশীল থাকে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কোনরূপ তিক্ততাও ভোগ করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে তারা যা করত তার পুরস্কার স্বরূপ – (সূরা আহক্বাফ : ১৩–১৪)।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

অনুবাদঃ যারা খোদা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, নাসারা (খ্রিস্টান) বা সাবেয়ীন যে-ই হোক না কেন, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাদের কোন ভয়-ভীতি এবং অনুতাপ নেই – (সূরা বাক্বারা : ৬২)।

আহলে কিতাবের সাথে সুসম্পর্ক রাখা

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِىۤ اَخْدَانٍ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হল সব ভাল বস্তু এবং আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ আর তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী এবং আহলে কিতাবের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপনপত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত – (সূরা মায়েদা : ৫)।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞

অনুবাদঃ দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন – (সূরা মুমতাহিনা : ৮)।

আহলে কিতাবের মধ্যকার একদল তাদের কিতাবের যে অংশ গোপন করত তা আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) প্রকাশ করে দিতেন

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝

অনুবাদঃ হে কিতাবিরা, আমার রাসুল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখছেন। অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক নুর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে – (সূরা মায়েদা : ১৫)।

আহলে কিতাবের সাথে তর্ক করতে হবে উত্তম পন্থায়

وَ لَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلٰـهُنَا وَ اِلٰـهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্‌ম করেছে। আর তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ্‌ ও তোমাদের ইলাহ্‌ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী' – (সূরা আনকাবুত : ৪৬)।

আহলে কিতাবকে তাদের ধর্মানুসারে চলার নির্দেশ

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তারা যদি তাওরাত, ইন্‌জিল ও তাদের রবের কাছ থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত, তাহলে তারা অবশ্যই তাদের উপর থেকে ও পায়ের নিচ থেকে আহারাদি লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে

যারা সত্যপন্থী; আর তাদের অধিকাংশ যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট – (সূরা মায়েদা : ৬৬)।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ বলুন, 'হে কিতাবিগণ, তাওরাত, ইন্‌জিল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই।' আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না – (সূরা মায়েদা : ৬৮)।

আপন আপন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে যারা বিচার করে না তাদের পরিণাম

وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর ইন্‌জিলের অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুসারে হুকুম দেয়। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক – (সূরা মায়েদা : ৪৭)।

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ مَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তারা আপনার উপর কীভাবে বিচার ভার ন্যস্ত করবে, কেননা তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত, যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিধান। তা সত্ত্বেও তারা এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মু'মিন নয় – (সূরা মায়েদা : ৪৩)।

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম। এতে ছিল হেদায়ত ও নুর। নবিগণ– যারা ছিলেন অনুগত– তাঁরা ইহুদিদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন। আর রব্বানী ও বিদ্বানগণও (তদনুসারে হুকুম দিতেন)। কারণ তাঁদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল। আর তাঁরা ছিলেন এর উপর সাক্ষী। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের – (সূরা মায়েদা : ৪৪)।

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম – (সূরা মায়েদা : ৪৫)।

আহলে কিতাবের মধ্যেও ইবাদতগুজার এবং নিরহংকারী ব্যক্তি আছে

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ۞ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ وَ مَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ وَ اللهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۞

অনুবাদঃ তারা সবাই সমান নয়। কিতাবিদের মধ্যে অবিচলিত এক দল আছে, তারা রাতে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে। তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে ঈমান আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। আর তারাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আর উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তা থেকে

তাদেরকে কখনো বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ্ মোত্তাকিদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত – (সূরা আলে ইমরান : ১১৩–১১৫)।

وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যার নিকট বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও সে ফেরত দেবে, আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার উপর সর্বোচ্চ তাগাদা না দিলে সে তা ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মিদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই'। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা বলে। হ্যাঁ অবশ্যই, কেউ যদি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সচেতন বান্দাদের (মোত্তাকিন) ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ৭৫–৭৬)।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ অবশ্যই মু'মিনদের শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র দেখবেন। আর যারা বলে, 'আমরা নাসারা'– মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মু'মিনদের কাছাকাছি বন্ধুত্বে দেখবেন। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী (বৈরাগ্যবাদী) রয়েছে। আর এজন্যেও যে, তারা অহংকার করে না – (সূরা মায়েদা : ৮২)।

আহলে কিতাবের মধ্যে এমনও উম্মত আছে যারা সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায়বিচার করে

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা (অন্যকে) ন্যায় পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে – (সূরা আরাফ : ১৫৯)।

যারা বলে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন' কোরআন তাদেরকে এরূপ না বলার জন্য সতর্ক করে

وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

অনুবাদঃ যারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন' কোরআন তাদেরকে এরূপ না বলার জন্য সতর্ক করে – (সূরা কাহাফ : ৪)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব কল্যাণময় কর্মের মধ্যেই নিহিত

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমরাই উত্তম উম্মত (জাতি); মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমরা মনোনীত। (নিজেরা সৎকর্মশীল হওয়ার পর) তোমরা মানুষকে সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসে অটল থাকবে। হায়! পূর্ববর্তী কিতাবিরা যদি সত্য বিশ্বাস করত তাহলে তাদের জন্য কত না ভাল হত! তাদের মধ্যে কিছু মুমিন আছে কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ফাসেক – (সূরা আলে ইমরান : ১১০)।

বনি ইসরাঈলকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰـهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ তিনি (মূসা) বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা'বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন! – (সূরা আরাফ : ১৪০)।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর অবশ্যই আমি বনি ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও (নবির মাধ্যমে) নবুয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করেছিলাম উত্তম

বস্তু হতে, আর দিয়েছিলাম তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব – (সূরা জাসিয়া : ১৬)।

وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আমি জেনে-শুনেই ওদেরকে (বনি ইসরাঈল) বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম – (সূরা দুখান : ৩২)।

হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা, নিশ্চয় আমি আপনার জীবনকালে পূর্ণতা দেব, আপনাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের থেকে আপনাকে পবিত্র করব। আর যারা আপনার আনুগত্য করেছে তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব'। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব, যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করতে – (সূরা আলে ইমরান : ৫৫)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কামেল ব্যক্তির বিপরীত চিন্তাধারীরা তাঁর আহলের অন্তর্ভুক্ত নয়

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَـيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ জবাবে (আল্লাহ্) বললেন, 'হে নূহ্, (আপনার) সে (পুত্র) আপনার আহল তথা পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মপরাছু। কাজেই আপনি আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করবেন না, যে বিষয়ে আপনি অবগত নন। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে জাহেলদের নিকট থেকে সাবধানে রাখুন' – (সূরা হুদ : ৪৬)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ۝ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝

অনুবাদঃ এরা তাঁরাই, যাঁদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; নবিগণের মধ্যে আদম এবং সেসব লোকের সন্তানদের যাদেরকে আমি (মহাপ্লাবন থেকে বাঁচাতে) নূহ্'র সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইব্‌রাহিম, ইসরাঈল (ইয়াকুব) এবং সেসব হেদায়ত প্রাপ্ত ও মনোনীত লোকের বংশধরকে যাদেরকে আমি হেদায়ত দান করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের নিকট মহা-অনুগ্রহশীল আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা (অত্যধিক) কান্নারত অবস্থায় সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এইরূপ পবিত্র লোকদের পরবর্তীতে এইরকম লোকও থাকে, যারা নামায (যাহের ও বাতেন) পড়ে না বা তরক করে

এবং কামনার বশবর্তী হয়ে অতি শীঘ্র নরকের নিম্নস্তরে পতিত হয় – (সূরা মরইয়াম : ৫৮–৫৯)।

অযোগ্য উত্তরসূরির ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য শিক্ষা রয়েছে

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (আল কোরআনে বর্ণিত) তাদের (পূর্ববর্তীদের) কাহিনীসমূহে উলুল আলবাবগণের (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী– যা মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা – (সূরা ইউসুফ : ১১১)।

وَ اِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ (স্মরণ করুন) যখন ইব্‌রাহিমকে তাঁর রব কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষা তিনি পুরোপুরি পূর্ণ করলেন। তখন তিনি বললেন, ‘আমি আপনাকে সকল মানুষের ইমামের পদে অধিষ্ঠিত করবো।’ তিনি (ইব্‌রাহিম) বললেন, ‘আর আমার সন্তানদেরকেও?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘(হ্যাঁ, তবে তাদের মধ্যে) যারা যালেম, আমার এ অঙ্গীকার তাদের ব্যাপারে নয়’ – (সূরা বাক্বারা : ১২৪)।

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ জবাবে (আল্লাহ্‌) বললেন, ‘হে নূহ্‌, (আপনার) সে (পুত্র) আপনার আহল তথা পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মপরায়ণ। কাজেই আপনি আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করবেন না, যে বিষয়ে আপনি অবগত নন। আমি

আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে জাহেলদের নিকট থেকে সাবধানে রাখুন' – (সূরা হুদ : ৪৬)।

সুনেতৃত্বাধীন, সংগ্রামশীল জাতি-সমাজ-পরিবারের ভবিষ্যৎ অতি উত্তম

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

অনুবাদঃ যদি অন্ধ, পঙ্গু ও রোগাক্রান্ত লোক সংগ্রামশীল না হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নেতৃত্বাধীন থেকে আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ্ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন – (সূরা ফাতাহ্ : ১৭)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ۝ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝

অনুবাদঃ এরা তাঁরাই, যাঁদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; নবিগণের মধ্যে আদম এবং সেসব লোকের সন্তানদের যাদেরকে আমি (মহাপ্লাবন থেকে বাঁচাতে) নূহ্'র সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইব্‌রাহিম, ইসরাঈল (ইয়াকুব) এবং সেসব হেদায়ত প্রাপ্ত ও মনোনীত লোকের বংশধরকে যাদেরকে আমি হেদায়ত দান করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের নিকট মহা-অনুগ্রহশীল আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা (অত্যধিক) কান্নারত অবস্থায় সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এইরূপ পবিত্র লোকদের পরবর্তীতে এইরকম লোকও থাকে, যারা নামায (যাহের ও বাতেন) পড়ে না বা তরক করে এবং কামনার বশবর্তী হয়ে অতি শীঘ্র নরকের নিম্নস্তরে পতিত হয় – (সূরা মরইয়াম : ৫৮–৫৯)।

সুনেতৃত্বহীন, সংগ্রামহীন জাতি-সমাজ-পরিবারের ভবিষ্যৎ অতি মন্দ ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত

فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ অবশেষে (সালেহ্ আ.-এর কওমের অবাধ্য অংশ সুনেতৃত্ব মেনে না নিয়ে অহংকারী নেতার নেতৃত্বাধীন হয়ে যাওয়ার দরুন) একটি প্রলয়ংকর দুর্যোগ তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল – (সূরা আরাফ : ৭৮)।

وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ مَّطَرًا فَانۡظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর (লূত আ.-এর কওমের অবাধ্য অংশ সুনেতৃত্ব মেনে না নেওয়ার দরুন) এ সম্প্রদায়ের ওপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল দেখুন – (সূরা আরাফ : ৮৪)।

فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ এরপর (শোয়াইব আ.-এর কওমের অবাধ্য অংশ সুনেতৃত্ব মেনে না নিয়ে অহংকারী নেতার নেতৃত্বাধীন হয়ে যাওয়ার দরুন) ভূমিকম্পে ওদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেল। আর ওরা উপুড় হয়ে পড়ে রইল ধ্বংসস্তূপের ভেতরে – (সূরা আরাফ : ৯১)।

لَیۡسَ عَلَی الۡاَعۡمٰی حَرَجٌ وَّ لَا عَلَی الۡاَعۡرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَی الۡمَرِیۡضِ حَرَجٌ وَ مَنۡ یُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ یُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَ مَنۡ یَّتَوَلَّ یُعَذِّبۡهُ عَذَابًا اَلِیۡمًا ۞

অনুবাদঃ যদি অন্ধ, পঙ্গু ও রোগাক্রান্ত লোক সংগ্রামশীল না হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নেতৃত্বাধীন থেকে আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ্ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন – (সূরা ফাতাহ্ : ১৭)।

মুসলমানরা যদি কোন কারণে বিমুখ হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ অন্য জাতিকে তাদের জায়গায় প্রতিস্থাপন করবেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টারত থাকবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ্, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় – (সূরা মায়েদা : ৫৪)।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং আমার রব তোমাদের থেকে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী – (সূরা হুদ : ৫৭)।

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اللّٰهُ الْغَنِىُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝

অনুবাদঃ দেখ, তোমরা তো তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমাদের কিছু লোক কৃপণতা করছে। যে কৃপণতা করে, সে কৃপণতা করে কেবল নিজের আত্মার সাথে। আল্লাহ্ তো অভাবহীন, আর তোমরাই অভাবী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তিনি তোমাদের

পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, তখন তারা তোমাদের মত হবে না – (সূরা মোহাম্মদ : ৩৮)।

আল্লাহ্ যাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক – (সূরা নুর : ৫৫)।

যে জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না আল্লাহ্ তাদের অবস্থা পরিবর্তন করেন না

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللهِ اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَ اِذَآ اَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝

অনুবাদঃ আর মানুষের জন্য রয়েছে তাঁর সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী। তারা আল্লাহ্র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই – (সূরা রাদ : ১১)।

ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ لَمۡ یَکُ مُغَیِّرًا نِّعۡمَۃً اَنۡعَمَہَا عَلٰی قَوۡمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ ۙ وَ اَنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ۙ

অনুবাদঃ এটা এজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ – (সূরা আনফাল : ৫৩)।

পৃথিবীর অধিকারী হবে সৎকর্মশীল বান্দারা

وَ لَقَدۡ کَتَبۡنَا فِی الزَّبُوۡرِ مِنۡۢ بَعۡدِ الذِّکۡرِ اَنَّ الۡاَرۡضَ یَرِثُہَا عِبَادِیَ الصّٰلِحُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আমি (যাবুর) কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে – (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)।

নবম পরিচ্ছেদ

অনুকম্পা প্রদর্শন করাকে আল্লাহ্ নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন

وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঈমান আনয়নকারীরা যখন আপনার কাছে আসে, তখন তাদেরকে বলুন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক অনুকম্পা প্রদর্শন করাকে তাঁর নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ না জেনে খারাপ কাজ করার পর তওবা করলে এবং কর্মপন্থা সংশোধন করে সঠিক পথ অনুসরণ করলে– জেনে রাখ, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা আনআম : ৫৪)।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তাদের জিজ্ঞেস করুন, 'মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার?' জবাবে বলুন, এ সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র! অনুকম্পা প্রদর্শন করাকে তিনি তাঁর নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। সন্দেহ নেই, মহাবিচার দিবসে তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই সমবেত করবেন। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তারা তা বিশ্বাস করবে না – (সূরা আনআম : ১২)।

ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোলার নির্দেশ

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং সৎকাজের নির্দেশ দিন। আর জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলুন – (সূরা আরাফ : ১৯৯)।

ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপকারীদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۝

অনুবাদঃ সুতরাং আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আমিই যথেষ্ট – (সূরা হিজর : ৯৪–৯৫)।

وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ لٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আপনি যখন দেখেন, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি দূরে সরে পড়ুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি আপনাকে অসচেতনতা এনে দেয়, তাহলে সচেতনতা আসার সাথে সাথে আপনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে আর বসবেন না। তাদের কোন কাজের হিসেব দেওয়ার দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্ সচেতন বান্দাদের উপর নেই। কিন্তু উপদেশ দেওয়া যায়, যাতে ওরাও আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করে – (সূরা আনআম : ৬৮–৬৯)।

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

অনুবাদঃ এবং রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' – (সূরা ফোরকান : ৬৩)।

রাসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের বিচার আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত, মানুষের হাতে নয়

وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَ اٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ۝ وَ كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ
الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۝ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَ مَا
خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

অনুবাদঃ আর অবশ্যই হিজরবাসীরা রাসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, তবে তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বসবাসের জন্য। অতঃপর ভোরে বিকট চিৎকার তাদের পাকড়াও করল। আর তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের কাজে আসল না। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। আর কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আপনি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন – (সূরা হিজর : ৮০–৮৫)।

আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলুন, এরা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহ্‌র দিবসসমূহ প্রত্যাশা করে না। যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেক কওমকে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন – (সূরা জাসিয়া : ১৪)।

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ক্ষমাও করে দিতে পারেন

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তিনি তাদের (কাফের) তওবা কবুল করবেন বা তাদেরকে শাস্তি দেবেন– এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা তো যালেম – (সূরা আলে ইমরান : ১২৮)।

আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) কারও জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দেন

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র আনুগত্য করার জন্যই আমি রাসুল প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে – (সূরা নিসা : ৬৪)।

ত্রিত্ববাদীদেরকেও ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবেন

وَ اِذْ قَالَ اللهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ اُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ لَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্‌ যখন বলবেন, ‘হে মরইয়ামের পুত্র ঈসা, আপনি কি মানুষদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর?’ তিনি বলবেন, ‘আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয় আপনি গায়েবী বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত। আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, ‘তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র ইবাদত কর’। আর

যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর উপর সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' – (সূরা মায়েদা : ১১৬–১১৮)।

দশম পরিচ্ছেদ

ইসলাম কর্তৃত্ববাদী ধর্ম নয়

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ
وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ مَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۞

অনুবাদঃ (হে রাসুল) বলুন, ‘হে মানুষ সকল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে, তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে। আর যারা ভ্রষ্ট পথে যাবে, তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই জন্য। আর আমি তোমাদের উপর (তোমাদের বিষয়াদির) অভিভাবক নই’ – (সূরা ইউনুস : ১০৮)।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلٰغُ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۞

অনুবাদঃ যদি তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, ‘আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও।’ আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলুন, ‘তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?’ যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা হেদায়ত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য তো কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা – (সূরা আলে ইমরান : ২০)।

وَ مَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۞

অনুবাদঃ আর সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র বিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া ব্যতীত আমাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব নেই – (সূরা ইয়াসিন : ১৭)।

رَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِكُمۡ اِنۡ يَّشَاۡ يَرۡحَمۡكُمۡ اَوۡ اِنۡ يَّشَاۡ يُعَذِّبۡكُمۡ وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيۡلًا ۝

অনুবাদঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। (হে রাসুল) আমি আপনাকে তাদের উপর (তাদের বিষয়াদির) অভিভাবক হিসেবে প্রেরণ করিনি – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৫৪)।

وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوۡمُكَ وَ هُوَ الۡحَقُّ قُلۡ لَّسۡتُ عَلَيۡكُمۡ بِوَكِيۡلٍ ۝

অনুবাদঃ আপনার সম্প্রদায় তো এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা সত্য! বলে দিন, 'আমি তোমাদের উপর (তোমাদের বিষয়াদির) অভিভাবক নই' – (সূরা আনআম : ৬৬)।

وَ لَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنۡ فِى الۡاَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيۡعًا اَفَاَنۡتَ تُكۡرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ۝

অনুবাদঃ আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনত। তবে কি আপনি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জোর-জবরদস্তি করবেন? – (সূরা ইউনুস : ৯৯)।

لَسۡتَ عَلَيۡهِمۡ بِمُصَيۡطِرٍ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আপনি তাদের প্রতি কর্তৃত্বকারী শাসক (হিসেবে) প্রেরিত হননি – (সূরা গাশিয়া : ২২)।

فَاِنۡ اَعۡرَضُوۡا فَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيۡظًا اِنۡ عَلَيۡكَ اِلَّا الۡبَلٰغُ وَ اِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنَّا رَحۡمَةً فَرِحَ بِهَا وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ فَاِنَّ الۡاِنۡسَانَ كَفُوۡرٌ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে রাসুল) আমি তো আপনাকে তাদের জন্য রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি। আপনার দায়িত্ব তো কেবল (সত্যের বার্তা) পৌঁছে দেওয়া। আর অবশ্য যখন আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন আনন্দিত হয়। আর তাদের কৃতকর্মের দরুন যদি তাদের কোন বিপদাপদ ঘটে, তৎপর বাস্তবেই তারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে – (সূরা শুরা : ৪৮)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ শান্তির দিকেই আহ্বান করেন

وَ اللّٰهُ يَدۡعُوۡۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ۞

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন – (সূরা ইউনুস : ২৫)।

ইসলাম উত্তেজনা পরিহার করার নির্দেশ দেয়

وَ اِنۡ جَنَحُوۡا لِلسَّلۡمِ فَاجۡنَحۡ لَهَا وَ تَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ۞

অনুবাদঃ আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ – (সূরা আনফাল : ৬১)।

وَ اِنۡ كَذَّبُوۡكَ فَقُلۡ لِّىۡ عَمَلِىۡ وَ لَكُمۡ عَمَلُكُمۡ اَنۡتُمۡ بَرِيۡٓـُٔوۡنَ مِمَّاۤ اَعۡمَلُ وَ اَنَا بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন, ‘আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত – (সূরা ইউনুস : ৪১)।

وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغۡوَ اَعۡرَضُوۡا عَنۡهُ وَ قَالُوۡا لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَ لَكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِى الۡجٰهِلِيۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর তারা যখন অসার বাক্য শুনে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়াতে চাই না – (সূরা কাসাস : ৫৫)

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে আছে। নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না – (সূরা শুরা : ৪০)।

وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আপনি যখন দেখেন, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি দূরে সরে পড়ুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি আপনাকে অসচেতনতা এনে দেয়, তাহলে সচেতনতা আসার সাথে সাথে আপনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে আর বসবেন না – (সূরা আনআম : ৬৮)।

মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অনুবাদঃ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে তার নির্দেশে, যে নির্দেশ দেয় সদ্‌কাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহা পুরস্কার দেব – (সূরা নিসা : ১১৪)।

এক সম্প্রদায় বা ধর্ম অপর সম্প্রদায় বা ধর্মকে উপহাস না করার নির্দেশ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে – (সূরা হুজুরাত : ১১)।

ভিন্ন ধর্মের উপাস্যকে গালি না দেওয়ার নির্দেশ

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِکَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ শোভিত করেছি। তারপর তাদের রবের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের করা কাজগুলো সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন – (সূরা আনআম : ১০৮)।

আশ্রয় প্রত্যাশী মুশরিকদেরকেও আশ্রয় প্রদান করার নির্দেশ

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَکَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন। যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা জানে না – (সূরা তওবা : ৬)।

ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া যাবে না

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের, দলের প্রতি হিংসা, শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা আল্লাহ্‌ সচেতনতার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত – (সূরা মায়েদা : ৮)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঝগড়া-ফাসাদ না করার নির্দেশ

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং পৃথিবীর বুকে অনর্থ (শান্তি-ভঙ্গ) করে বেড়িওনা – (সূরা বাক্বারা : ৬০)।

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যমীনে মীমাংসার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশার সাথে ডাকো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের খুব নিকটে – (সূরা আরাফ : ৫৬)।

فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ সুতরাং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িওনা – (সূরা আরাফ : ৭৪)।

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۝

অনুবাদঃ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না – (সূরা আরাফ : ৮৫)।

ঝগড়া-ফাসাদ না করার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম– তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছ – (সূরা বাক্বারা : ৮৪)।

আল্লাহ্ ফাসাদ পছন্দ করেন না

وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

অনুবাদঃ আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ ফাসাদ-অশান্তি ভালবাসেন না – (সূরা বাক্বারা : ২০৫)।

وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না – (সূরা মায়েদা : ৬৪)।

ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَ اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর (স্মরণ করুন) আমি মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম এবং আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম। অতঃপর তাঁর রবের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাত পূর্ণ হল। আর মূসা তাঁর ভাই হারূনকে বললেন, 'আমার কওমের মধ্যে আপনি আমার প্রতিনিধিত্ব করুন, সংশোধন করুন এবং ফাসাদকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না' – (সূরা আরাফ : ১৪২)।

ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম

وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ (মানুষকে) ধমকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথেঘাটে বসে থেকো না। স্মরণ কর, যখন তোমরা অল্প ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের সমৃদ্ধি দিলেন এবং লক্ষ্য কর, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছে (?) – (সূরা আরাফ : ৮৬)।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡئِہٖ فَظَلَمُوْا بِہَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর তাদের পরে আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ সহকারে ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছি। অতঃপর তারা এর সাথে যুল্‌ম করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, ফাসাদকারীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল (?) – (সূরা আরাফ : ১০৩)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করার কারণে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝

অনুবাদঃ বলুন, হে কিতাবিরা, তোমরা তোমাদের দ্বীনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না। আর যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না – (সূরা মায়েদা : ৭৭)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়

وَ لَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَ الۡبَصَرَ وَ الۡفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنۡہُ مَسۡـُٔوۡلًا ﴿۳۶﴾

অনুবাদঃ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়– এদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৬)।

জ্ঞানীর উপরও জ্ঞানী থাকে

فَبَدَاَ بِاَوۡعِیَتِہِمۡ قَبۡلَ وِعَآءِ اَخِیۡہِ ثُمَّ اسۡتَخۡرَجَہَا مِنۡ وِّعَآءِ اَخِیۡہِ ؕ کَذٰلِکَ کِدۡنَا لِیُوۡسُفَ ؕ مَا کَانَ لِیَاۡخُذَ اَخَاہُ فِیۡ دِیۡنِ الۡمَلِکِ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰہُ ؕ نَرۡفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنۡ نَّشَآءُ ؕ وَ فَوۡقَ کُلِّ ذِیۡ عِلۡمٍ عَلِیۡمٌ ﴿۷۶﴾

অনুবাদঃ অতঃপর তিনি তাঁর (সহোদর) ভ্রাতার মালপত্র তল্লাশি করার পূর্বে ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলেন, পরে তাঁর সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করলেন। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য তদবির করলাম। রাজার আইনে তাঁর সহোদরকে আটক করা সঙ্গত হতো না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিক জ্ঞানী – (সূরা ইউসুফ : ৭৬) ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যুগ পরিবর্তনের বাস্তবতা

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۞

অনুবাদঃ আর অবশ্যই আমি আপনার আগে অনেক রাসুল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসুলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে – (সূরা রাদ : ৩৮)।

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না – (সূরা আরাফ : ৩৪)।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ই পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করি, যাতে তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে বুঝে নিতে পার – (সূরা হাদিদ : ১৭)।

অবস্থাভেদে ধর্মীয় বিধান শিথিল হয়

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۞

অনুবাদঃ তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত 'কসর' করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু – (সূরা নিসা : ১০১)।

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لَا
تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى
مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ
سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

অনুবাদঃ আর তোমরা হজ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদ্‌ই (কোরবানী) প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত হাদ্‌ই (কোরবানী) তার স্থানে না পৌঁছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সদ্‌কা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদ্‌ইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চাইলে সে সহজলভ্য হাদ্‌ই (কোরবানী) যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর – (সূরা বাক্বারা : ১৯৬)।

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ
تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে (যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ– এই তিন দিন মীনায় অবস্থান কালে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে, তবে তাতে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তবে তারও কোন পাপ নেই। এ (নিয়ম)

তার জন্য, যে ধর্মভীরু। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে সমবেত করা হবে – (সূরা বাক্বারা : ২০৩)।

وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ্ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর – (সূরা মায়েদা : ৬)।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকর-গোশ্ত, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গিত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু। তবে তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর যা মূর্তি পূজার বেদির উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসীগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম জিনিস খেতে) বাধ্য হয় কিন্তু

ইচ্ছা করে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (সে প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করবে) তার জন্য আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা মায়েদা : ৩)।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অন্তরের স্বীকৃতিই ঈমানের জন্য যথেষ্ট

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত – (সূরা নাহল : ১০৬)।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বশর্ত

বি-ইযনিল্লাহ:

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنَا لَہُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّیَّۃً وَ مَا کَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ یَّاْتِیَ بِاٰیَۃٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللہِ لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ ۝

অনুবাদ: (হে রাসুল) আপনার আগেও আমি অনেক রাসুল পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকেও স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নিদর্শন এনে দেখানোটা রাসুলের দায়িত্বে নেই। প্রত্যেক যুগের জন্য একটি কিতাব রয়েছে – (সূরা রাদ : ৩৮)।

وَّ دَاعِیًا اِلَی اللہِ بِاِذْنِہٖ وَ سِرَاجًا مُّنِیْرًا ۝

অনুবাদ: (হে রাসুল, আপনাকে পাঠিয়েছি) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে – (সূরা আহযাব : ৪৬)।

বিল-হিকমত:

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَ الْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ وَ جَادِلْہُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِہٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِیْنَ ۝

অনুবাদ: আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রবের পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি অধিক অবগত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জানেন – (সূরা নাহল : ১২৫)।

‘আলা বাসিরাতঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِىْ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি ডাকি অন্তর্দৃষ্টির (বাসিরাত) আলোকে– আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ্ কতই না পবিত্র-মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই – (সূরা ইউসুফ : ১০৮)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আচার ধর্মের তুলনায় নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে সৎকর্ম নেই, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবিগণের প্রতি ঈমান আনবে; আর সম্পদ দান করবে তাঁর ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মূসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য; এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতন – (সূরা বাক্বারা : ১৭৭)।

কোরবানীর রক্ত-মাংস আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না, পৌঁছে কেবল মানুষের তাক্বওয়া

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর (কোরবানীর) গোশ্ত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্বওয়া। এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়ত করেছেন। কাজেই আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্ম পরাছুদেরকে – (সূরা হজ : ৩৭)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষের প্রকৃতি

ثُمَّ اَوۡرَثۡنَا الۡکِتٰبَ الَّذِیۡنَ اصۡطَفَیۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا فَمِنۡہُمۡ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِہٖ وَ مِنۡہُمۡ مُّقۡتَصِدٌ وَ مِنۡہُمۡ سَابِقٌۢ بِالۡخَیۡرٰتِ بِاِذۡنِ اللّٰہِ ذٰلِکَ ہُوَ الۡفَضۡلُ الۡکَبِیۡرُ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর আমি এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তারপর তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি যুল্ম করেছে এবং কেউ কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর কতক আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হয়েছে। এটাই (মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র) মহা অনুগ্রহ – (সূরা ফাতির : ৩২)।

চোখ থাকতেও যারা অন্ধ

وَ لَقَدۡ ذَرَاۡنَا لِجَہَنَّمَ کَثِیۡرًا مِّنَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ لَہُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا یَفۡقَہُوۡنَ بِہَا وَ لَہُمۡ اَعۡیُنٌ لَّا یُبۡصِرُوۡنَ بِہَا وَ لَہُمۡ اٰذَانٌ لَّا یَسۡمَعُوۡنَ بِہَا اُولٰٓئِکَ کَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ ہُمۡ اَضَلُّ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡغٰفِلُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক পথভ্রষ্ট, তারাই হল উদাসীন – (সূরা আরাফ : ১৭৯)।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা

وَ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکُمۡ فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ فَلۡیَکۡفُرۡ ۞

অনুবাদঃ আর বলুন, সত্য তোমাদের রবের কাছ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক – (সূরা কাহাফ : ২৯)।

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۞ كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۞ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۞

অনুবাদঃ বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র। অতএব যার ইচ্ছা সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক – (সূরা মুদ্দাস্‌সির : ৫২–৫৫)।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۞

অনুবাদঃ যে কেউ আখেরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে দেই। আর আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না – (সূরা শুরা : ২০)।

মানুষের ইচ্ছার অধীনতা

وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না – (সূরা তাকভির : ২৯)।

وَ مَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۞

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তাঁরই ব্যাপারে বান্দার সচেতনতা অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী – (সূরা মুদ্দাস্‌সির : ৫৬)।

প্রত্যেকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۞

অনুবাদঃ বলুন, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আপনার রব সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সবচেয়ে নির্ভুল – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৪)।

বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ আল্লাহ্‌কে ডাকে, উদ্ধার হওয়ার পর ভুলে যায়

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ
عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর যখন কোন বিপদ-আপদ মানুষকে স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন তাকে আমি আমার কোন নেয়ামতের অধিকারী করি তখন সে বলে, 'আমাকে এটা দেওয়া হয়েছে কেবল আমার জ্ঞানের কারণে'। বরং এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই তা জানে না – (সূরা যুমার : ৪৯)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করার নির্দেশ

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

অনুবাদঃ এবং রহমানের বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম – (সূরা ফোরকান : ৬৩)।

কোমল চরিত্র অর্জন এবং কঠোরতা বর্জন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর কাজে, কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)।

দাম্ভিক-অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

অনুবাদঃ (হযরত লোকমান আ. তাঁর পুত্রকে উপদেশ স্বরূপ বললেন) আর তুমি অহংকারবশত মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে

বিচরণ কর না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না – (সূরা লোকমান : ১৮)।

মন্দকে প্রতিহত করতে হবে ভাল দ্বারা

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ
وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর। তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত – (সূরা হা-মিম সাজদা : ৩৪)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদোষ পরিহার

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা অধিক অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ কোন কোন অনুমান পাপ। আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু – (সূরা হুজুরাত : ১২)।

وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝

অনুবাদঃ আর আপনি অনুসরণ করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির, যে অধিক শপথকারী, লাঞ্ছিত, পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ – (সূরা কলম : ১০–১২)।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝

অনুবাদঃ দুর্ভোগ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে – (সূরা হুমাযা : ১)।

اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝

অনুবাদঃ যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা, নির্মলচিত্ত, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা তো দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি – (সূরা নুর : ২৩)।

নিজ দোষ ধ্যান

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلَیْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا یَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের কথাই চিন্তা কর। অন্য কারও অসত্য পথ অবলম্বনে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, যদি তোমরা নিজেরা সত্য-সঠিক পথে থেকে থাক। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কী করছিলে, তা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন – (সূরা মায়েদা : ১০৫)।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তোমরা কি অন্যকে সৎ কাজ করতে বলে থাক, আর নিজেরা তা পালন করতে ভুলে যাও? অথচ তোমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ কর। তোমরা কি তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধিও প্রয়োগ করবে না? – (সূরা বাক্বারা : ৪৪)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের মধ্যকার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কারণ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

অনুবাদঃ এরা কি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে? আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর – (সূরা যুখ্‌রুফ : ৩২)।

وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ আর যদি আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা যমীনে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করত। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা – (সূরা শুরা : ২৭)।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্বশর্ত

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِکَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অতএব আত্মীয়কে দাও তার হক এবং মিস্‌কিন ও মূসাফিরকেও, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের জন্য এটা উত্তম এবং তারাই তো সফলকাম – (সূরা রুম : ৩৮)।

ধনীদের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের হক রয়েছে

وَ فِيْٓ اَمْوَالِہِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ۝

অনুবাদঃ আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক – (সূরা যারিয়াত : ১৯)।

وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর (কোরবানীর) উটকে করেছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওগুলোর উপর (নহর করার সময়) তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নাও। অতঃপর যখন ওগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্য্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এইভাবে আমি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর – (সূরা হজ : ৩৬)।

وَ الَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِہِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ۝

অনুবাদঃ আর যাদের (ধনীদের) সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে– অভাগ্রস্ত ও বঞ্চিতের – (সূরা মাআরিজ : ২৪–২৫)।

অভাবী ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেওয়ার নির্দেশ

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যদি (ঋণ গ্রহীতা) অভাবী হয়, তাহলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। যদি তোমরা উপলব্ধি কর – (সূরা বাক্বারা : ২৮০)।

ন্যায্য হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইহ্‌সান প্রদর্শন করা

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা এ ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণ করতে পার, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য উত্তম – (সূরা নাহল : ১২৬)।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহ্সান (দয়ার্দ্র আচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর – (সূরা নাহল : ৯০)।

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম – (সূরা মায়েদা : ৪৫)।

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

অনুবাদঃ আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও অথচ তাদের জন্য মাহর ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক, তবে যা স্ত্রীগণ অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয় এবং মাফ করে দেওয়াই তাক্বওয়া তথা ধার্মিকতার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী – (সূরা বাক্বারা : ২৩৭)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে বিশ্বাসীগণ, নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (শাস্তি বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে – (সূরা বাক্বারা : ১৭৮)।

ইয়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করার নির্দেশ

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَ بِعَهْدِ اللهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ ইয়াতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরোপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর – (সূরা আনআম : ১৫২)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যয় করতে হবে বস্তুর পছন্দনীয় অংশ হতে

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত – (সূরা আলে ইমরান : ৯২)।

মোত্তাকিরা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই ব্যয় করে

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ্ এমন (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

সৎকর্মশীলরা ক্ষুধার্ত থাকলেও অভাবগ্রস্তকে আহার দেয় এবং এর জন্য কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকারও কামনা করে না

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ۝

অনুবাদঃ তারা (সৎকর্মশীলরা) খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে এবং বলে, শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয় – (সূরা দাহর : ৮–৯)।

যাকাতের একটি খাত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্ধারিত

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় সদ্‌কা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের (ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে) জন্য, (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং মূসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা তওবা : ৬০)।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আপসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে – (সূরা শুরা : ৩৮)।

তথ্যের যথার্থতা নির্ণয় না করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ। আর তা এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে। ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে – (সূরা হুজুরাত : ৬)।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র পথে বান্দার অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّشۡرِىۡ نَفۡسَهُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ ۝

অনুবাদঃ পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র – (সূরা বাক্বারা : ২০৭)।

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝

অনুবাদঃ বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা আলে ইমরান : ৩১)।

আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টারত ব্যক্তি নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ يَّرۡتَدَّ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ فَسَوۡفَ يَاۡتِى اللّٰهُ بِقَوۡمٍ يُّحِبُّهُمۡ وَ يُحِبُّوۡنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ۫ يُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوۡنَ لَوۡمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ۝

অনুবাদঃ হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টারত থাকবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় – (সূরা মায়েদা : ৫৪)।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নাজাত লাভের উপায় হলো ঈমান ও সৎকর্ম

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে সৎকর্ম নেই, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবিগণের প্রতি ঈমান আনবে; আর সম্পদ দান করবে তাঁর ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মূসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য; এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতন – (সূরা বাক্বারা : ১৭৭)।

وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর তোমরা ইহ্সান কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন – (সূরা বাক্বারা : ১৯৫)।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

অনুবাদঃ আর যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে, অচিরেই আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত; যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে আমি চির-স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব – (সূরা নিসা : ৫৭)।

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۝

অনুবাদঃ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সদ্‌কাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহা পুরস্কার দেব – (সূরা নিসা : ১১৪)।

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

অনুবাদঃ আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না – (সূরা নিসা : ১২৪)।

ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশুদ্ধ অন্তরই কেয়ামতের দিন উপকারে আসবে

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ۞ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۞

অনুবাদঃ যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে – (সূরা শুয়ারা : ৮৮–৮৯)।

বড় পাপ থেকে বিরত থাকলে ছোট পাপ মোচন হয়ে যায়

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا۞

অনুবাদঃ তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবিরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকলে আমি তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব – (সূরা নিসা : ৩১)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

খালাওয়াত তথা বৈরাগ্যবাদের বৈধতা প্রসঙ্গ

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤی اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তারপর আমি তাদের পিছনে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসুলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মরইয়াম-তনয় ঈসাকে, আর তাঁকে আমি দিয়েছিলাম ইন্‌জিল এবং তাঁর অনুসারীদের দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর বৈরাগ্যবাদ– এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এটার বিধান দেইনি; অথচ এটাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক – (সূরা হাদিদ : ২৭)।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অবশ্যই মু'মিনদের শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র দেখবেন। আর যারা বলে, 'আমরা নাসারা'– মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মু'মিনদের কাছাকাছি বন্ধুত্বে দেখবেন। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী (বৈরাগ্যবাদী) রয়েছে। আর এজন্যও যে, তারা অহংকার করে না – (সূরা মায়েদা : ৮২)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ইসলামে সুদ হারাম

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে – (সূরা বাক্বারা : ২৭৫)।

চক্রবৃদ্ধি হারে অতিরিক্ত নেওয়াই সুদ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা আলে ইমরান : ১৩০)।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মন্দ কাজগুলো চাকচিক্যময় হয়

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

অনুবাদঃ বলুন, মন্দ ও ভাল এক নয়– (ওহে শ্রোতা) যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে। কাজেই হে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা মায়েদা : ১০০)।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের আগে ও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মর্যাদাগত তারতম্য

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا وَ كُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের কী হলো যে– তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহ্রই? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয় বরং মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত – (সূরা হাদিদ : ১০)।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইহুদিরা ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা

يٰقَوۡمِ ادۡخُلُوا الۡاَرۡضَ الۡمُقَدَّسَۃَ الَّتِیۡ کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمۡ وَ لَا تَرۡتَدُّوۡا عَلٰۤی اَدۡبَارِکُمۡ فَتَنۡقَلِبُوۡا خٰسِرِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ (মূসা বললেন) হে আমার সম্প্রদায় (ইহুদি), আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করে লিখে দিয়েছেন, তাতে তোমরা প্রবেশ করো এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে – (সূরা মায়েদা : ২১)।

وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰی وَ اَخِیۡهِ اَنۡ تَبَوَّاٰ لِقَوۡمِکُمَا بِمِصۡرَ بُیُوۡتًا وَّ اجۡعَلُوۡا بُیُوۡتَکُمۡ قِبۡلَۃً وَّ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ بَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি মূসা ও তাঁর ভাইয়ের কাছে ওহি পাঠালাম যে, আপনারা আপনাদের কওমের জন্য মিসরে (প্রাচীন মিসরের অংশ ফিলিস্তিনে) গৃহ তৈরি করুন এবং গৃহগুলোকে কিবলা বানান আর সালাত কায়েম করুন এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিন – (সূরা ইউনুস : ৮৭)।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবি এবং অলিগণ আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম। এতে ছিল হেদায়ত ও নুর। নবিগণ– যারা ছিলেন অনুগত– তাঁরা ইহুদিদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন। আর রব্বানী ও বিদ্বানগণও (তদনুসারে হুকুম দিতেন), কারণ তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল। আর তাঁরা ছিলেন এর উপর সাক্ষী। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো। আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের – (সূরা মায়েদা : ৪৪)।

আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অনুবাদঃ এ সব আমার দান, সুতরাং আপনি (তা হতে) অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পারেন। এতে কোন হিসেবের প্রয়োজন নেই – (সূরা সোয়াদ : ৩৯)।

সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র খলিফাগণের হুকুমের তাবেদার

وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর সোলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বাতাসকে, যা তাঁর আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি বরকত রেখেছি। আর প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আমি অবগত – (সূরা আম্বিয়া : ৮১)।

অলিউল্লাহ্‌গণ মানুষের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক কল্যাণ সাধন করেন

فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ۝

অনুবাদঃ তাই আমি (হযরত খিযির আ.) চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভাল হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশি আশা করা যাবে – (সূরা কাহাফ : ৮১)।

অলিউল্লাহ্‌গণের রহস্যপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাসম্ভূত

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ۝

অনুবাদঃ তাঁরা দুজন (মূসা ও খিযির আ.) যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা পৌঁছলেন সমুদ্রতীরে। (সাগর পাড়ি দিয়ে) নৌকা থেকে নামার সময় তিনি (খিযির) নৌকা ফুটো করে দিলেন। এ ঘটনা দেখে মূসা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনি এ কী করলেন? আপনি কি আরোহীসমেত নৌকা ডুবানোর জন্য তলায় ফুটো করলেন? এ–তো বড় অসঙ্গত কাজ!' – (সূরা কাহাফ : ৭১)।

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

অনুবাদঃ দুজন আবার যাত্রা শুরু করলেন। পথে দেখা হলো এক তরুণের সাথে। তিনি (খিযির) তরুণকে হত্যা করে ফেললেন। তখন তিনি (মূসা) আবার বলে উঠলেন, 'আপনি এক নিষ্পাপ তরুণকে খুন করলেন, যে কাউকে খুন করে নি! আপনি মহা অন্যায় করেছেন' – (সূরা কাহাফ : ৭৪)।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা

اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَ اَزۡوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمۡ ؕ وَ اُولُوا الۡاَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلٰی بِبَعۡضٍ فِیۡ کِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُهٰجِرِیۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَفۡعَلُوۡۤا اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِکُمۡ مَّعۡرُوۡفًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا ۝

অনুবাদঃ এ (মহিমান্বিত) নবি মু'মিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর-নিকটতর এবং তাঁর (পবিত্র) স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আর আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ (অপরাপর) মু'মিনগণ এবং মুহাজিরগণের চেয়ে (উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে) একে অপরের নিকটতর, তবে তোমাদের বন্ধুদের ব্যতীত যাদেরকে তোমরা অনুগ্রহ করতে চাও। এ নির্দেশ (আল্লাহ্‌র) কিতাবে লিপিবদ্ধ – (সূরা আহযাব : ৬)।

لَقَدۡ کَانَ لَکُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَۃٌ حَسَنَۃٌ لِّمَنۡ کَانَ یَرۡجُوا اللّٰهَ وَ الۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَ ذَکَرَ اللّٰهَ کَثِیۡرًا ۝

অনুবাদঃ অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসুলুল্লাহ্‌র মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ। এটি তার জন্য, যে আশা রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহ্‌কে বেশি স্মরণ করে – (সূরা আহযাব : ২১)।

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیۡرًا ۝ وَّ دَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِذۡنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِیۡرًا ۝

অনুবাদঃ হে নবি, অবশ্যই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও নুর বিচ্ছুরণকারী প্রদীপরূপে – (সূরা আহযাব : ৪৫–৪৬)।

کَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا فِیۡکُمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡکُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡکُمۡ اٰیٰتِنَا وَ یُزَکِّیۡکُمۡ وَ یُعَلِّمُکُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُعَلِّمُکُمۡ مَّا لَمۡ تَکُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে। যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এমন কিছু, যা তোমরা জানতে না – (সূরা বাক্বারা : ১৫১)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর কাজে, কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন – (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার উলুল আমরদের। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসুলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর – (সূরা নিসা : ৫৯)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্ ও রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' এবং তারা এর মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন

করতে চায়– তারাই হল প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি – (সূরা নিসা : ১৫০–১৫১)।

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاِذۡنِ اللّٰہِ وَ لَوۡ اَنَّہُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَہُمۡ جَآءُوۡکَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰہَ وَ اسۡتَغۡفَرَ لَہُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰہَ تَوَّابًا رَّحِیۡمًا ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র আনুগত্য করার জন্যই আমি রাসুল প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে – (সূরা নিসা : ৬৪)।

مَآ اٰتٰىکُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡہُ وَ مَا نَہٰىکُمۡ عَنۡہُ فَانۡتَہُوۡا وَ اتَّقُوا اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ۝

অনুবাদঃ রাসুল যা কিছু তোমাদের (নির্দেশ) দান করেন– গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন– বিরত থাক। সবসময় আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতন থাক। আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর – (সূরা হাশর : ৭)।

مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ وَ الَّذِیۡنَ مَعَہٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الۡکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیۡنَہُمۡ تَرٰىہُمۡ رُکَّعًا سُجَّدًا یَّبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰہِ وَ رِضۡوَانًا سِیۡمَاھُمۡ فِیۡ وُجُوۡہِہِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ ؕ ذٰلِکَ مَثَلُہُمۡ فِی التَّوۡرٰىۃِ وَ مَثَلُہُمۡ فِی الۡاِنۡجِیۡلِ کَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔہٗ فَاٰزَرَہٗ فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوٰی عَلٰی سُوۡقِہٖ یُعۡجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیۡظَ بِہِمُ الۡکُفَّارَ وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنۡہُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ۝

অনুবাদঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসুল; আর যারা তাঁর সাহচর্যে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। আপনি তাদেরকে দেখবেন রুকু ও সেজদায় অবনত, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের লক্ষণ– তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট। তাদের এ উপমা তাওরাতে রয়েছে এবং ইন্জিলেও রয়েছে। তারা কর্ষিত চারাগাছের ন্যায়, যা (সবার আগে) ক্ষুদ্র কিশলয় নির্গত করে, অতঃপর তা শক্তিশালী ও পুষ্ট হয় এবং পরে তা দৃঢ় হয়ে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়। (আর যখন তা সবুজ ও সতেজ হয়ে

দুলতে থাকে) তখন তা কৃষককে আনন্দ দেয়। তিনি তাদের মাধ্যমে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের – (সূরা ফাতাহ্ : ২৯)।

আল্লাহ্র হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব

اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ নবির উপর দরূদ পাঠ করেন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণও নবির উপর দরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবির উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাঁকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও – (সূরা আহযাব : ৫৬)।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

অনুবাদঃ আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি? আর আমি অপসারণ করেছি আপনার (উম্মতের ব্যাপারে চিন্তার) ভার, যা আপনার পৃষ্ঠে ভারী ঠেকছিল। আর আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি – (সূরা ইনশিরাহ্ : ১–৪)।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

অনুবাদঃ আমি অবশ্যই আপনাকে কাউসার (প্রাচুর্য) দান করেছি – (সূরা কাউসার : ১)।

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

অনুবাদঃ আর নিশ্চয় আপনি (সৃষ্টি জগতে উপমাহীন) মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত – (সূরা কলম : ৪)।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি তো আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি – (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)।

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি তো আপনাকে (নির্দিষ্ট কোন দল বা গোত্রের জন্য নয় বরং) সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না – (সূরা সাবা : ২৮)।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি (এসেছি) আল্লাহ্‌র রাসুল (হিসেবে), যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসুল উম্মি নবির প্রতি, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হেদায়তপ্রাপ্ত হও – (সূরা আরাফ : ১৫৮)।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى
بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

অনুবাদঃ তিনিই তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট – (সূরা ফাতাহ্ : ২৮)।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ۝ وَ هُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝

অনুবাদঃ তাঁকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী, সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন। আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে – (সূরা নজম : ৫–৭)।

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ
اِصْرِيْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর (স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন আল্লাহ্ নবিগণের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন– 'যখন আমি আপনাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করব, অতঃপর আপনাদের নিকট আগমন করবেন একজন রাসুল,

যিনি সত্যায়ন করবেন সেসব কিতাব যা আপনাদের সাথে থাকবে। তখন আপনারা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবেন এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন।' তিনি বললেন, 'আপনারা কি স্বীকার করে নিলেন এবং আমার দেওয়া এ গুরুদায়িত্ব দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেন?' সবাই বললেন, 'আমরা স্বীকার করে নিলাম'। তিনি বললেন, 'আপনারা সাক্ষী থাকুন আর আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম' – (সূরা আলে ইমরান : ৮১)।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র রাসুল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল এবং সর্বশেষ নবি। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত – (সূরা আহযাব : ৪০)।

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

অনুবাদঃ পূতঃপবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি রাতের কিয়দংশে তাঁর বান্দাকে (তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বসায় নিয়ে গিয়েছেন; যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা – (সূরা বনি ইসরাঈল : ১)।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝

অনুবাদঃ ফলে (মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্ এবং তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) উভয়ের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল কিংবা (চূড়ান্ত নৈকট্যে) তার চেয়েও কম – (সূরা নজম : ৯)।

আল্লাহ্‌র হাবিব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা আলে ইমরান : ৩১)।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসুলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাবে এবং তাঁর জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে। কারণ আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা পেয়ে বসে এবং কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে তাদের এমন প্রতিটি পদক্ষেপ আর শত্রুদেরকে কোন কষ্ট প্রদান করে, তা তাদের জন্য সৎকাজরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুহসিনদের কাজের প্রতিফল নষ্ট করেন না – (সূরা তওবা : ১২০)।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু – (সূরা তওবা : ১২৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট নিজেদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ্‌ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাক্বওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান – (সূরা হুজুরাত : ৩)।

চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র কুদরতী আকৃতি

কুদরতী চেহারাঃ

وَّ یَبۡقٰی وَجۡہُ رَبِّکَ ذُو الۡجَلٰلِ وَ الۡاِکۡرَامِ ۚ﴿۲۷﴾

অনুবাদঃ আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব – (সূরা আর রহমান : ২৭)।

وَ لَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰـہًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۟ کُلُّ شَیۡءٍ ہَالِکٌ اِلَّا وَجۡہَہٗ ؕ لَہُ الۡحُکۡمُ وَ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۸﴾

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তাঁর চেহারা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে – (সূরা কাসাস : ৮৮)।

وَ لِلّٰہِ الۡمَشۡرِقُ وَ الۡمَغۡرِبُ ٭ فَاَیۡنَمَا تُوَلُّوۡا فَثَمَّ وَجۡہُ اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۱۵﴾

অনুবাদঃ পূর্ব ও পশ্চিম (সর্বদিক) আল্লাহ্‌রই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিদ্যমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী, সর্বজ্ঞ – (সূরা বাক্বারা : ১১৫)।

কুদরতী চোখঃ

وَ اصۡنَعِ الۡفُلۡکَ بِاَعۡیُنِنَا وَ وَحۡیِنَا وَ لَا تُخَاطِبۡنِیۡ فِی الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا ۚ اِنَّہُمۡ مُّغۡرَقُوۡنَ ﴿۳۷﴾

অনুবাদঃ আর আপনি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহি অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন, আর যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন না। নিশ্চয় তাদেরকে ডুবানো হবে – (সূরা হুদ : ৩৭)।

فَاَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡہِ اَنِ اصۡنَعِ الۡفُلۡکَ بِاَعۡیُنِنَا وَ وَحۡیِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمۡرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوۡرُ فَاسۡلُکۡ فِیۡہَا مِنۡ کُلٍّ زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ وَ اَہۡلَکَ اِلَّا مَنۡ سَبَقَ عَلَیۡہِ الۡقَوۡلُ مِنۡہُمۡ وَ لَا تُخَاطِبۡنِیۡ فِی الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا اِنَّہُمۡ مُّغۡرَقُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর আমি তাঁর কাছে ওহি করলাম, আপনি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহি অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ করুন। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিবেন প্রত্যেক যুগল (জীবের) এক এক জোড়া এবং আপনার পরিবার পরিজনকে। তবে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তারা ব্যতীত। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, তারা অবশ্যই ডুবে মরবে – (সূরা মু'মিনুন : ২৭)।

لَا تُدۡرِکُہُ الۡاَبۡصَارُ وَ ہُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ وَ ہُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ ۞

অনুবাদঃ দৃষ্টিসমূহ তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত – (সূরা আনআম : ১০৩)।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ مِنَ الۡاَنۡعَامِ اَزۡوَاجًا یَذۡرَؤُکُمۡ فِیۡہِ لَیۡسَ کَمِثۡلِہٖ شَیۡءٌ وَ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ۞

অনুবাদঃ তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সবই শুনেন, সবই দেখেন – (সূরা শুরা : ১১)।

কুদরতী হাতঃ

قَالَ یٰۤاِبۡلِیۡسُ مَا مَنَعَکَ اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِیَدَیَّ اَسۡتَکۡبَرۡتَ اَمۡ کُنۡتَ مِنَ الۡعَالِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ বললেন, ‘হে ইবলিস, আমি আমার দুহাত দিয়ে যাঁকে তৈরি করেছি তাঁকে সিজদা করতে তোমাকে কীসে বাঁধা দিয়েছে? তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?’ – (সূরা সোয়াদ : ৭৫)।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۝

অনুবাদঃ বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান – (সূরা মুলক : ১)।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ
كُفْرًا وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا
لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর ইহুদিরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ। বস্তুত তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ্‌র উভয় হাতই প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আপনার রবের কাছ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা অবশ্যই তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। আর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় তখনই আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা দুনিয়ায় ফাসাদ করে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না – (সূরা মায়েদা : ৬৪)।

وَ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ
مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তারা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কেয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরিক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে – (সূরা যুমার : ৬৭)।

وَ لَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ
مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ
اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না। বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা এজন্য যে, তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেওয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সামনে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। বলুন, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ – (সূরা আলে ইমরান : ৭৩)।

কুদরতী পাঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

অনুবাদঃ স্মরণ করুন সে দিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে। সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না – (সূরা কলম : ৪২)।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র তজল্লির প্রকাশ

وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ وَ لٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِىْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব, আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। আপনি বরং পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, সেটা যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন'। যখন তাঁর রব পাহাড়ে তজল্লি (জ্যোতি) প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, মহিমাময় আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তওবাহ্ করছি এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম – (সূরা আরাফ : ১৪৩)।

সৃষ্টি থেকে 'আনাল হক্ব'-এর প্রকাশ

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর তিনি যখন আগুনের নিকট এলেন তখন তাঁকে ডেকে বলা হল, যিনি (এই) আগুনে এবং এর চারপাশে আছেন তিনি বরকতপ্রাপ্ত, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (আগুন থেকে আওয়াজ এলো) হে মূসা, আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা নামল : ৮–৯)।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ
لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝ فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর মূসা যখন তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করলেন, তখন তিনি তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে বললেন, আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে আপনাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জলন্ত কাঠ আনতে পারি, যাতে আপনারা আগুন পোহাতে পারেন। অতঃপর যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার ডান পাশে বরকতময় ভূমির উপর অবস্থিত সুনির্দিষ্ট গাছের ভেতর থেকে তাঁকে ডেকে বলা হল, হে মূসা, আমিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকুলের রব – (সূরা কাসাস : ২৯–৩০)।

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى اِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝ اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন তখন আগুনের ভেতর থেকে ডেকে বলা হল, হে মূসা, নিশ্চয় আমি আপনার রব, অতএব আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন। কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। আর আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহি পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনুন। আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই। অতএব আমারই ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করুন – (সূরা ত্বহা : ১১–১৪)।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর তিনি যখন আগুনের নিকট এলেন তখন তাঁকে ডেকে বলা হল, যিনি (এই) আগুনে এবং এর চারপাশে আছেন তিনি বরকতপ্রাপ্ত, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (আগুন থেকে আওয়াজ এলো) হে মূসা, আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সূরা নামল : ৮–৯)।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর মূসা যখন তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করলেন, তখন তিনি তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে বললেন, আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে আপনাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জলন্ত কাঠ আনতে পারি, যাতে আপনারা আগুন পোহাতে পারেন। অতঃপর যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার ডান পাশে বরকতময় ভূমির উপর অবস্থিত সুনির্দিষ্ট গাছের ভেতর থেকে তাঁকে ডেকে বলা হল, হে মূসা, আমিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকুলের রব – (সূরা কাসাস : ২৯–৩০)।

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۞ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন তখন আগুনের ভেতর থেকে ডেকে বলা হল, হে মূসা, নিশ্চয় আমি আপনার রব, অতএব আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন। কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। আর আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহি পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনুন। আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই। অতএব আমারই ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করুন – (সূরা ত্বহা : ১১–১৪)।

فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ যখন আমি তাঁকে (আদম আ.) পূর্ণ অবয়ব দান করবো এবং তাঁর মধ্যে আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা (ফেরেশ্তাগণ) সবাই তাঁর সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবে – (সূরা হিজর : ২৯)।

فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ তারপর যখন আমি তাঁকে (আদম আ.) পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ্ থেকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা (ফেরেশ্তাগণ) তাঁকে সিজদা করবে – (সূরা সোয়াদ : ৭২)।

وَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর সেই মহিলা (মরইয়াম আ.)– যিনি নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রূহ্ থেকে এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে (ঈসা আ.) সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম – (সূরা আম্বিয়া : ৯১)।

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

অনুবাদঃ (আল্লাহ্) ইমরানের কন্যা মরইয়ামের উদাহরণও পেশ করছেন, যিনি তাঁর লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছিলেন। অতঃপর আমি (আল্লাহ্) আমার রূহ্ থেকে তাঁর মধ্যে রূহ্ ফুৎকার করেছিলাম। তিনি তাঁর রবের বাণীসমূহ এবং

কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি ছিলেন আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত – (সূরা তাহরিম : ১২)।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তারপর তাঁকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন। তোমরা তো খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক – (সূরা সাজদাহ্ : ৯)।

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত। আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত – (সূরা হাদিদ : ৩)।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন মূলত আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এটা মু'মিনদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ – (সূরা আনফাল : ১৭)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, রাসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন– যা তোমাদেরকে জীবন দান করে– তখন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অবস্থান করেন। আর নিশ্চয় তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে – (সূরা আনফাল : ২৪)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তাবে তারই উপর এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন – (সূরা ফাতাহ্ : ১০)।

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝

অনুবাদঃ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার নফ্‌স (কুপ্রবৃত্তি) যে তাকে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের রগ অপেক্ষাও নিকটতর – (সূরা কাফ : ১৬)।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন– যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা – (সূরা হাদিদ : ৪)।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে – (সূরা বাক্বারা : ১৮৬)।

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি (আল্লাহ্) তোমাদের অপেক্ষা তার (মৃত্যু পথযাত্রীর) অধিক নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না – (সূরা ওয়াকিয়া : ৮৫)।

পর্ব : দ্বিতীয়

শব্দভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

তাওহিদ

ওয়াহ্‌দাহু শব্দ দিয়ে

وَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যখন শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মন কষ্ট অনুভব করে। আর যখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে – (সূরা যুমার : ৪৫)।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

অনুবাদঃ তারা জবাব দিলো– তুমি (হূদ আ.) কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করবো? বেশ, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো, তা নিয়ে এসো – (সূরা আরাফ : ৭০)।

আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারী উম্মতগণ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং তাঁরই বন্দেগীতে বদ্ধপরিকর

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰـهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰـهًا وَّاحِدًا وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন? মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন– 'আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে?' তারা সবাই জবাব দিল– 'আমরা সেই এক ইলাহ্‌র বন্দেগী করবো, যাঁকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্‌রাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ্ হিসেবে মেনে এসেছেন। আর আমরা তাঁরই অনুগত মুসলিম' – (সূরা বাক্বারা : ১৩৩)।

তাওহিদ বিষয়ক অন্যান্য আয়াত

وَ لَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلٰـهُنَا وَ اِلٰـهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না, তবে তাদের মধ্যে যারা যালেম তাদেরকে বলো, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও। আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী – (সূরা আনকাবুত : ৪৬)।

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্। কিন্তু যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয় তাদের অন্তরে অস্বীকৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে – (সূরা নাহল : ২২)।

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۞

অনুবাদঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি মানসাক (কোরবানীর নিয়ম) ঠিক করে দিয়েছি, যাতে (সে উম্মতের) লোকেরা সে পশুদের ওপর যবেহকালে আল্লাহ্‌র নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। (এ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই) কাজেই তোমাদের ইলাহ্‌ও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও। আর (হে নবী) সুসংবাদ দিয়ে দিন বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদেরকে – (সূরা হজ : ৩৪)।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য এবং এটি পাঠানো হয়েছে এ জন্য– যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, আসলে আল্লাহ্ মাত্র একজনই। আর যারা উলুল আলবাব (নুরে কুদ্স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) তারা সচেতন হয়ে যায় – (সূরা ইব্রাহিম : ৫২)।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

অনুবাদঃ হে আহলে কিতাব, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করো না। মরইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র একজন রাসূল ও কালিমা, যা আল্লাহ্ মরইয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি একটি রূহ্ ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (যিনি মরইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন)। কাজেই তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং 'তিন' বলো না। নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহ্ই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর পুত্র হবে, তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট – (সূরা নিসা : ১৭১)।

শরিয়ত

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ
اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

অনুবাদঃ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহ্‌কে দিয়েছিলেন এবং (হে রাসুল) যা এখন আমি আপনার কাছে ওহির মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্‌রাহিম (আ.), মূসা (আ.) ও ঈসাকে (আ.)। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (হে রাসুল) এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় যার দিকে আপনি তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে – (সূরা শূরা : ১৩)।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর হে নবি, আমি আপনাকে আমার নির্দেশনাভুক্ত শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এরই অনুসরণের উপর থাকুন এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না – (সূরা জাসিয়া : ১৮)।

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসূল) আমি আপনার ওপর সত্য বিধানসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্বে নাযিল হওয়া কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে আপনি পূর্ববর্তী কিতাবিদের বিচার-মীমাংসা করুন। যে সত্যবিধান আপনার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে (আলাদা) বিধান ও স্পষ্ট পথ-নির্দেশ প্রদান করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেন নি।) কারণ তিনি তোমাদের যে পথ-নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন, তার আলোকেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে (নিজের সাথে) প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করো। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যাবে। তখন তোমাদের মতভেদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ আসল সত্য প্রকাশ করবেন – (সূরা মায়েদা : ৪৮)।

দ্বীন

সনাতন* তথা সামগ্রিক ইসলাম অর্থে

قُلْ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসূল) বলুন, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছি। আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আর ইব্‌রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের ওপর যা নাযিল হয়েছে এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীর নিকট আল্লাহ্‌র যে বিধিবিধান নাযিল হয়েছে তার সবকিছুর ওপরই আমরা ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর আমরা মুসলিম – (সূরা আলে ইমরান : ৮৪)।

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত– (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

* এখানে ইসলামের প্রাচীনত্ব ও সামগ্রিকত্ব অর্থে সনাতন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুবাদঃ তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। বিধান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে– এটাই শাশ্বত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না– (সূরা ইউসুফ : ৪০)।

ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত অর্থে

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কেন জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল– যা কখনো ভাঙবে না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী – (সূরা বাক্বারা : ২৫৬)।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার – (সূরা কাফিরুন : ৬)।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়ত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে – (সূরা তওবা : ৩৩)।

وَ ذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّ لَهْوًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ ذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِىٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের পরিত্যাগ করুন। আর আপনি এ

কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ছাড়া (তাঁর বিপরীতমুখী) কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী সে বান্দার জন্য থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হয়েছে; কুফরীর কারণে এদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় ও কষ্টদায়ক শাস্তি – (সূরা আনআম : ৭০)।

আইন অর্থে

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর তিনি তাঁর সহোদরের মালপত্র তল্লাশির আগে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলেন, পরে তাঁর সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করলেন। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য তদবির করেছিলাম। রাজার আইনে তাঁর ভাইকে আটক করা সঙ্গত হতো না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিক জ্ঞানী – (সূরা ইউসুফ : ৭৬)।

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে– যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে – (সূরা নুর : ২)।

বিচার দিবস অর্থে

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

অনুবাদঃ (যিনি) বিচার দিবসের মালিক – (সূরা ফাতিহা : ৩)।

وَ مَآ اَدۡرٰىكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ ۞

অনুবাদঃ আপনি কী জানেন প্রতিদান দিবস কী? – (সূরা ইনফিতার : ১৭)।

আনুগত্য অর্থে

اِنَّآ اَنۡزَلۡنَآ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ فَاعۡبُدِ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لَّهُ الدِّيۡنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আপনার কাছে এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। কাজেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে – (সূরা যুমার : ২)।

প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ অর্থে

وَ قَالَ فِرۡعَوۡنُ ذَرُوۡنِىۡۤ اَقۡتُلۡ مُوۡسٰى وَ لۡيَدۡعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّىۡۤ اَخَافُ اَنۡ يُّبَدِّلَ دِيۡنَكُمۡ اَوۡ اَنۡ يُّظۡهِرَ فِى الۡاَرۡضِ الۡفَسَادَ ۞

অনুবাদঃ আর ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে আহ্বান করুক। নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দ্বীন (প্রচলিত নিয়ম-নীতি) পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে – (সূরা মু'মিন : ২৬)।

হিকমত

হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ ۞

অনুবাদঃ বলুন, নিশ্চয় আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা এতে মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা আমার দায়িত্বে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং ফায়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ – (সূরা আনআম : ৫৭)।

ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَی اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ ۞

অনুবাদঃ তারপর তাদেরকে প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। জেনে রাখুন, হুকুম তো তাঁরই এবং তিনি সবচেয়ে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী – (সূরা আনআম : ৬২)।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। হুকুম দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহ্‌রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে– এটাই শাশ্বত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না – (সূরা ইউসুফ : ৪০)।

وَ قَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدۡخُلُوۡا مِنۡۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادۡخُلُوۡا مِنۡ اَبۡوَابٍ مُّتَفَرِّقَۃٍ ؕ وَ مَاۤ اُغۡنِیۡ عَنۡکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ ؕ عَلَیۡہِ تَوَکَّلۡتُ ۚ وَ عَلَیۡہِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُتَوَکِّلُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর তিনি (ইয়াকুব আ.) বললেন, হে আমার পুত্রগণ, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। হুকুমের মালিক তো আল্লাহ্‌ই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। আর আল্লাহ্‌রই উপর যেন নির্ভরকারীরা নির্ভর করে – (সূরা ইউসুফ : ৬৭)।

وَ ھُوَ اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ؕ لَہُ الۡحَمۡدُ فِی الۡاُوۡلٰی وَ الۡاٰخِرَۃِ ۫ وَ لَہُ الۡحُکۡمُ وَ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; হুকুম তাঁরই। আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে – (সূরা কাসাস : ৭০)।

ذٰلِکُمۡ بِاَنَّہٗۤ اِذَا دُعِیَ اللّٰہُ وَحۡدَہٗ کَفَرۡتُمۡ ۚ وَ اِنۡ یُّشۡرَکۡ بِہٖ تُؤۡمِنُوۡا ؕ فَالۡحُکۡمُ لِلّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡکَبِیۡرِ ۞

অনুবাদঃ এ (শাস্তি) এজন্য যে, যখন একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকা হত তখন তোমরা কুফরী করতে, আর যখন তাঁর সাথে শির্‌ক করা হত তখন তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় হুকুম সমুচ্চ-মহান আল্লাহ্‌রই – (সূরা মু'মিন : ১২)।

আল্লাহ্ প্রজ্ঞাময় অর্থে

قَالُوۡا سُبۡحٰنَکَ لَا عِلۡمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَا ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَلِیۡمُ الۡحَکِیۡمُ ۞

অনুবাদঃ তাঁরা (ফেরেশ্‌তারা) বললেন, আপনি পবিত্র-মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' – (সূরা বাক্বারা : ৩২)।

رَبَّنَا وَ ابۡعَثۡ فِیۡہِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡہُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُزَکِّیۡہِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ۞

অনুবাদঃ হে আমাদের রব, আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' – (সূরা বাক্বারা : ১২৯)।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ২০৯)।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ২২০)।

وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশি হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ২২৮)।

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ২৪০)।

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর যখন ইব্‌রাহিম বললেন, ‘হে আমার রব, কীভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান’। আল্লাহ্ বললেন, তবে কি আপনি ঈমান আনেননি? তিনি বললেন, অবশ্যই এনেছি, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়! আল্লাহ্ বললেন, তবে চারটি পাখি নিন এবং সেগুলোকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ২৬০)।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদঃ তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা আলে ইমরান : ৬)।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ ও উলুল ইল্‌ম (জ্ঞানী) ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি

ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা আলে ইমরান : ১৮)।

اِنَّ هٰذَا لَہُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِنْ اِلٰہٍ اِلَّا اللّٰہُ وَ اِنَّ اللّٰہَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় এগুলো সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক ইলাহ্ নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা আলে ইমরান : ৬২)।

الٓرٰ کِتٰبٌ اُحْکِمَتْ اٰیٰتُہٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ۝

অনুবাদঃ আলিফ লা-ম রা। এ (কোরআন) এমন গ্রন্থ যার আয়াতগুলো মজবুত (সুবিন্যস্ত) করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ্)র পক্ষ হতে – (সূরা হুদ : ১)।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাময় উপদেশ অর্থে

ذٰلِکَ نَتْلُوْہُ عَلَیْکَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَ الذِّکْرِ الْحَکِیْمِ ۝

অনুবাদঃ যা আমি আপনার কাছে তিলাওয়াত করছি, তা হল আয়াত (নিদর্শনাবলি) ও প্রজ্ঞাময় উপদেশ – (সূরা আলে ইমরান : ৫৮)।

আল্লাহ্র বিধান অর্থে

یٰٓاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَکُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُہٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْہُنَّ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِاِیْمَانِہِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْہُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْہُنَّ اِلَی الْکُفَّارِ لَا ہُنَّ حِلٌّ لَّہُمْ وَ لَا ہُمْ یَحِلُّوْنَ لَہُنَّ وَ اٰتُوْہُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوْہُنَّ اِذَآ اٰتَیْتُمُوْہُنَّ اُجُوْرَہُنَّ وَ لَا تُمْسِکُوْا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَ سْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ذٰلِکُمْ حُکْمُ اللّٰہِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللّٰہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমাদের নিকট মু'মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিও না। মু'মিনা নারীরা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরেরা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফেরেরা যা ব্যয়

করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফেরেরা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় – (সূরা মুমতাহিনা : ১০)।

বিধি-বিধান অর্থে

اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্‌র চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর? – (সূরা মায়েদা : ৫০)।

আল্লাহ্ কর্তৃক কেয়ামত দিবসে বিচার-মীমাংসা অর্থে

وَ قَالَتِ الۡيَهُوۡدُ لَيۡسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىۡءٍ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيۡسَتِ الۡيَهُوۡدُ عَلٰى شَىۡءٍ وَّ هُمۡ يَتۡلُوۡنَ الۡكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ مِثۡلَ قَوۡلِهِمۡ فَاللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فِيۡمَا كَانُوۡا فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর ইহুদিরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং নাসারারা বলে, 'ইহুদিদের কোন ভিত্তি নেই'। অথচ তারা কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও একই কথা বলে। কাজেই যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে (সে বিষয়ে) মীমাংসা করবেন – (সূরা বাক্বারা : ১১৩)।

الَّذِيۡنَ يَتَرَبَّصُوۡنَ بِكُمۡ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَكُنۡ مَّعَكُمۡ وَ اِنۡ كَانَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نَصِيۡبٌ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَ نَمۡنَعۡكُمۡ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ فَاللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَ لَنۡ يَّجۡعَلَ اللّٰهُ لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَبِيۡلًا ۞

অনুবাদঃ যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে সক্ষম ছিলাম না, অথচ আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা

করিনি?’ আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনোই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না – (সূরা নিসা : ১৪১)।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۞

অনুবাদঃ অহংকারীরা বলবে, নিশ্চয় আমরা সকলেই এতে রয়েছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন – (সূরা মু'মিন : ৪৮)।

হিকমত তথা প্রজ্ঞা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ وَ لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللهِ هُزُوًا وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ مَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ যখনই তোমরা স্ত্রীদের (রজয়ী) তালাক দাও এবং তারা ‘ইদ্দত’ (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে বিধিমতে বহাল কর অথবা সদ্ভাবে বিদায় দাও। তাদের প্রতি নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করে, সে নিজের ক্ষতি করে এবং তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলিকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না। তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, কিতাব ও হিকমত– যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময় – (সূরা বাক্বারা : ২৩১)।

আল্লাহ্ আপন ইচ্ছানুসারে হিকমত দান করেন

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

অনুবাদঃ তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন। আর যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে তো প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। আর উলুল আলবাবগণই (নুরে কুদ্স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) শুধু উপদেশ গ্রহণ করে – (সূরা বাক্বারা : ২৬৯)।

হাকেম তথা মহাবিচারক অর্থে

اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন? – (সূরা ত্বীন : ৮)।

وَ اتَّبِعۡ مَا یُوۡحٰۤی اِلَیۡکَ وَ اصۡبِرۡ حَتّٰی یَحۡکُمَ اللّٰہُ ۚ وَ ہُوَ خَیۡرُ الۡحٰکِمِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর আপনার প্রতি যে ওহি নাযিল হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং আপনি ধৈর্যধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফায়সালা করেন। আর তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালা প্রদানকারী – (সূরা ইউনুস : ১০৯)।

وَ اِنۡ کَانَ طَآئِفَۃٌ مِّنۡکُمۡ اٰمَنُوۡا بِالَّذِیۡۤ اُرۡسِلۡتُ بِہٖ وَ طَآئِفَۃٌ لَّمۡ یُؤۡمِنُوۡا فَاصۡبِرُوۡا حَتّٰی یَحۡکُمَ اللّٰہُ بَیۡنَنَا ۚ وَ ہُوَ خَیۡرُ الۡحٰکِمِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য্য ধর– যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী – (সূরা আরাফ : ৮৭)।

اَفَغَیۡرَ اللّٰہِ اَبۡتَغِیۡ حَکَمًا وَّ ہُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ اِلَیۡکُمُ الۡکِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَ الَّذِیۡنَ اٰتَیۡنٰہُمُ الۡکِتٰبَ یَعۡلَمُوۡنَ اَنَّہٗ مُنَزَّلٌ مِّنۡ رَّبِّکَ بِالۡحَقِّ فَلَا تَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُمۡتَرِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ (বলুন) তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ফায়সালাকারী হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব নাযিল করেছেন! আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা আপনার রবের নিকট থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না – (সূরা আনআম : ১১৪)।

وَ نَادٰی نُوۡحٌ رَّبَّہٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِیۡ مِنۡ اَہۡلِیۡ وَ اِنَّ وَعۡدَکَ الۡحَقُّ وَ اَنۡتَ اَحۡکَمُ الۡحٰکِمِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর নূহ্ তাঁর রবকে ডেকে বললেন, হে আমার রব, নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য; আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক – (সূরা হুদ : ৪৫)।

হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ রাজত্বের সাথে হিকমতও দান করেছেন

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ্ তাঁকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাঁকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল – (সূরা বাক্বারা : ২৫১)।

প্রজ্ঞা অর্থে

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۞

অনুবাদঃ (আল্লাহ্ বললেন) 'হে ইয়াহ্ইয়া, এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন'; আমি শৈশবেই তাকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা – (সূরা মরইয়াম : ১২)।

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۞

অনুবাদঃ হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দিন – (সূরা শুয়ারা : ৮৩)।

সুবিচার অর্থে

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۞

অনুবাদঃ (আল্লাহ্ বললেন), হে দাউদ, আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না, করলে তা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে থাকে – (সূরা সোয়াদ : ২৬)।

কর্তৃত্ব অর্থে

أُولَٓئِکَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا
بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ এরাই তারা, যাদেরকে আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত দান করেছি। অতঃপর যদি তারা এগুলোর সাথে কুফরী করে, তবে আমি এমন এক সম্প্রদায়কে এগুলোর জন্য নিযুক্ত করে রেখেছি যারা এগুলোর প্রত্যাখ্যানকারী নয় – (সূরা আনআম : ৮৯)।

আদেশ অর্থে

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَ اللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ
لِحُكْمِهٖ وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

অনুবাদঃ তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের দেশ) পৃথিবীকে চারদিক হতে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা করার সক্ষমতা কারও নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর – (সূরা রাদ : ৪১)।

নবিগণ মানুষকে হিকমত তথা প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِکَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ يُزَكِّيْهِمْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

অনুবাদঃ হে আমাদের রব, আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসুল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা বাক্বারা : ১২৯)।

স্পষ্টতা অর্থে

هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلَيْکَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ
ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللهُ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا
بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

অনুবাদঃ তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট (মুহ্‌কামাত)। এগুলো কিতাবের মূল অংশ। যার অন্যগুলো রূপক (মুতাশাবিহাত)। যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। বস্তুত উলুল আলবাবগণই (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) উপদেশ গ্রহণ করে – (সূরা আলে ইমরান : ৭)।

দুনিয়াবী বিরোধ-মীমাংসা অর্থে

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَ اللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

অনুবাদঃ সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবিগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হেদায়ত করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে হেদায়ত করেন – (সূরা বাক্বারা : ২১৩)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। তারপর তাদের একদল ফিরে যায় বিমুখ হয়ে – (সূরা আলে ইমরান : ২৩)।

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ مَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তারা আপনার উপর কীভাবে বিচার ভার ন্যস্ত করবে? অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত! যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিধান। অতঃপর তারা এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মু'মিন নয় – (সূরা মায়েদা : ৪৩)।

وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞

অনুবাদঃ ইন্‌জিলের অনুসারীগণ তাতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যেন ফায়সালা করে। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক – (সূরা মায়েদা : ৪৭)।

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

অনুবাদঃ (হে রাসূল) আমি আপনার ওপর সত্য বিধানসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্বে নাযিল হওয়া কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে আপনি পূর্ববর্তী কিতাবিদের বিচার-মীমাংসা করুন। যে সত্যবিধান আপনার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে (আলাদা) বিধান ও স্পষ্ট পথ-নির্দেশ প্রদান করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেন নি।) কারণ তিনি তোমাদের যে পথ-নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন, তার আলোকেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করো। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যাবে। তখন তোমাদের মতভেদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ আসল সত্য প্রকাশ করবেন – (সূরা মায়েদা : ৪৮)।

وَ اَنِ احْکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْکَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْکَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন ও তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, যাতে আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা এর কোন কিছু হতে আপনাকে বিচ্যুত না করে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসেক – (সূরা মায়েদা : ৪৯)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۞

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক– পবিত্র কাবায় পাঠানো কোরবানীরূপে। বা সেটার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারও করলে আল্লাহ্ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী – (সূরা মায়েদা : ৯৫)।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা – (সূরা নিসা : ৫৮)।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ وَ لَا تَكُنۡ لِّلۡخَآئِنِيۡنَ خَصِيۡمًا ۞

অনুবাদঃ আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসঘাতকদের স্বপক্ষে বিতর্ককারী হবেন না – (সূরা নিসা : ১০৫)।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا التَّوۡرٰىةَ فِيۡهَا هُدًى وَّ نُوۡرٌ ۚ يَحۡكُمُ بِهَا النَّبِيُّوۡنَ الَّذِيۡنَ اَسۡلَمُوۡا لِلَّذِيۡنَ هَادُوۡا وَ الرَّبّٰنِيُّوۡنَ وَ الۡاَحۡبَارُ بِمَا اسۡتُحۡفِظُوۡا مِنۡ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوۡا عَلَيۡهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخۡشَوُا النَّاسَ وَ اخۡشَوۡنِ وَ لَا تَشۡتَرُوۡا بِاٰيٰتِىۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ وَ مَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম। এতে ছিল হেদায়ত ও নুর। নবিগণ– যারা ছিলেন অনুগত– তাঁরা ইহুদিদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন। আর রব্বানী ও বিদ্বানগণও (তদনুসারে হুকুম দিতেন), কারণ তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল। আর তাঁরা ছিলেন এর উপর সাক্ষী। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের – (সূরা মায়েদা : ৪৪)।

সালিশ অর্থে

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ يُّرِيۡدَاۤ اِصۡلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيۡنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا خَبِيۡرًا ۞

অনুবাদঃ আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত – (সূরা নিসা : ৩৫)।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থে

مَا لَكُمۡ ۟ كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? – (সূরা কলম : ৩৬)।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সত্য পথের সন্ধান দেয়?' আপনি বলে দিন যে, 'আল্লাহ্ই সত্য পথ প্রদর্শন করেন। তবে কি যিনি সত্য পথ প্রদর্শন করেন, তিনিই অনুসরণীয় হওয়ার সমধিক যোগ্য, না ঐ ব্যক্তি– যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথপ্রাপ্ত হয় না? তাহলে তোমাদের কী হল? তোমরা কীরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ?' – (সূরা ইউনুস : ৩৫)।

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য।' যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছে। তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কত নিকৃষ্ট! – (সূরা আনআম : ১৩৬)।

হুক্কাম তথা সাধারণ বিচারক অর্থে

وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে, বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না – (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)।

ইল্‌ম

ওহি অর্থে

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝

অনুবাদঃ আর ইহুদি ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়তই প্রকৃত হেদায়ত। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন আপনার কাছে ইল্‌ম আসার পরও, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও – (সূরা বাক্বারা : ১২০)।

وَ لَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَ مَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবু তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন। আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট ইল্‌ম আসার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন – (সূরা বাক্বারা : ১৪৫)।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট ইল্‌ম আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ব্যাপারে কুফরী করলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর – (সূরা আলে ইমরান : ১৯)।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ
اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ
عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর আপনার নিকট ইল্‌ম আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করলে তাকে বলুন, এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা মুবাহালা (বিনীত প্রার্থনা) করি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত – (সূরা আলে ইমরান : ৬১)।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا وَاقٍ ۝

অনুবাদঃ আর এভাবেই আমি কোরআনকে নাযিল করেছি আরবি ভাষায় বিধানরূপে। আর ইল্‌ম পাওয়ার পর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না – (সূরা রাদ : ৩৭)।

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

অনুবাদঃ (ইব্‌রাহিম বললেন) হে আমার পিতা, আমার কাছে তো এসেছে ইল্‌ম যা আপনার কাছে আসেনি। কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব – (সূরা মরইয়াম : ৪৩)।

وَ لُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর লুতকে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ইল্‌ম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে; নিশ্চয় তারা ছিল এক অত্যন্ত মন্দ ফাসেক সম্প্রদায় – (সূরা আম্বিয়া : ৭৪)।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَ كُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাঁদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ইল্‌ম। আর আমি পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তাঁর সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। আর আমিই ছিলাম এ সবের কর্তা – (সূরা আম্বিয়া : ৭৯)।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে ইল্‌ম দান করেছিলাম এবং তাঁরা উভয়ে বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন – (সূরা নামল : ১৫)।

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলেন তখন আমি তাঁকে হিকমত ও ইল্‌ম দান করলাম। আর এভাবেই আমি মুহসিনদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি – (সূরা কাসাস : ১৪)।

আল্লাহ্‌ সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর রহমত এবং ইল্‌ম দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

অনুবাদঃ যাঁরা (আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তা) আরশ ধারণ করে আছেন এবং যাঁরা এর চারপাশে আছেন, তাঁরা তাঁদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন প্রশংসার সাথে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখেন। আর মু'মিনদের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করে বলেন, হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও ইল্‌ম দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আপনি তাদের রক্ষা করুন – (সূরা মু'মিন : ৭)।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও। ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, অবশ্যই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং ইল্‌মে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন – (সূরা ত্বালাক : ১২)।

وَ حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ وَ لَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ
بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তাঁর (ইব্‌রাহিম আ.) সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো? অথচ তিনি আমাকে হেদায়ত দিয়েছেন। আমার রব অন্য কোন ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরিক কর তাকে আমি ভয় করি না। আমার রব ইল্‌ম দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? – (সূরা আনআম : ৮০)।

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَ مَا
يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

অনুবাদঃ যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই– তা থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে নাজাত দেওয়ার পর। তবে তা তো আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে। আর আমাদের জন্য উচিত হবে না তাতে ফিরে যাওয়া। তবে আমাদের রব আল্লাহ্ চাইলে (সেটা ভিন্ন কথা)। আমাদের রব ইল্‌ম দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আল্লাহ্‌রই উপর আমরা নির্ভর করি। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফায়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী – (সূরা আরাফ : ৮৯)।

আল্লাহ্‌র ইল্‌মকে কোনকিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰـہَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্; তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে– যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর ইল্‌মের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম – (সূরা বাক্বারা : ২৫৫)।

নবিগণ আল্লাহ্‌র দেওয়া ইল্‌মের অধিকারী

وَ لَمَّا دَخَلُوۡا مِنۡ حَیۡثُ اَمَرَهُمۡ اَبُوۡهُمۡ مَا کَانَ یُغۡنِیۡ عَنۡهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ اِلَّا حَاجَۃً فِیۡ نَفۡسِ یَعۡقُوۡبَ قَضٰهَا وَ اِنَّهٗ لَذُوۡ عِلۡمٍ لِّمَا عَلَّمۡنٰهُ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ যখন তারা, তাদের পিতা (ইয়াকুব আ.) তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে আসলো না; ইয়াকুব শুধু তাঁর একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিলেন এবং তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন। কারণ আমি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয় – (সূরা ইউসুফ : ৬৮)।

অলিউল্লাহ্‌গণ আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মের অধিকারী

فَوَجَدَا عَبۡدًا مِّنۡ عِبَادِنَاۤ اٰتَیۡنٰهُ رَحۡمَۃً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَ عَلَّمۡنٰهُ مِنۡ لَّدُنَّا عِلۡمًا ۞

অনুবাদঃ এরপর তাঁরা (মূসা আ. ও তাঁর সঙ্গী) সাক্ষাৎ পেলেন আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের (খিযির আ.), যাঁকে আমি আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ ইল্‌ম (ইলমে লাদুন্নি) – (সূরা কাহাফ : ৬৫)।

আসমানি কিতাবের ইল্‌মের অধিকারীরা রাসুল (দ.)-এর রেসালতের সাক্ষী

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۞

অনুবাদঃ আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তুমি আল্লাহ্‌র পাঠানো নও। বলুন, আল্লাহ্ এবং (উম্মতের মধ্যে) যাঁদের কাছে কিতাবের ইল্‌ম আছে, তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট – (সূরা রাদ : ৪৩)।

আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মের অধিকারীরাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং সত্য স্বীকারকারী

وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

অনুবাদঃ আর এজন্যও যে, যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারেন যে, এটা আপনার রবের কাছ থেকে পাঠানো সত্য। ফলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনে ও তাদের অন্তর তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী – (সূরা হজ : ৫৪)।

وَ يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

অনুবাদঃ আর যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে, তারা জানেন যে, আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য এবং এটা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে – (সূরা সাবা : ৬)।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর যাদেরকে ইল্‌ম ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র লিপিবদ্ধ বিধান অনুযায়ী পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। সুতরাং এটাই তো পুনরুত্থান দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না – (সূরা রুম : ৫৬)।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্মের অধিকারীরা লাঞ্ছনামুক্ত থাকবেন

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সেসব শরিক যাদের সম্বন্ধে তোমরা ঘোর বিতণ্ডা করতে?' যাঁদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছিল তাঁরা বলবেন, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফেরদের উপর' – (সূরা নাহল : ২৭)।

মানুষকে ইল্ম দেওয়া হয়েছে অতি সামান্য

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

অনুবাদঃ আর আপনাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ্ আমার রবের আম্র (বিষয়) এবং (তোমরা এর প্রকৃতি বুঝবে না, কারণ) তোমাদেরকে ইল্ম দেওয়া হয়েছে অতি সামান্যই – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)।

আল্লাহ্ সম্পর্কে ইল্ম বিহীন তর্ককারীরা শয়তানের অনুসারী

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۞

অনুবাদঃ মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে, যারা ইল্ম না থাকায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং সে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে – (সূরা হজ : ৩)।

বিদ্বেষপূর্ণ অন্তরের ইল্ম ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে

وَ مَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۞

অনুবাদঃ আর তাদের কাছে ইল্ম আসার পর শুধুমাত্র পারস্পারিক বিদ্বেষবশত তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়। আর এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে

যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের ওয়ারেস হয়েছে নিশ্চয় তারা তো সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে – (সূরা শুরা : ১৪)।

وَ اٰتَيۡنٰهُمۡ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَمَا اخۡتَلَفُوۡۤا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡيًۢا بَيۡنَهُمۡ اِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِيۡ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فِيۡمَا كَانُوۡا فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছিলাম। তাদের কাছে ইল্‌ম আসার পরও তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছিল। তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করত, নিশ্চয় আপনার রব কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন – (সূরা জাসিয়া : ১৭)।

যারা নিজ প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে তাদের ইল্‌ম থাকলেও তারা পথভ্রষ্ট

اَفَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰٮهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلۡمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰی سَمۡعِهٖ وَ قَلۡبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنۡ يَّهۡدِيۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশিকে (হাওয়া) নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পরও আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্‌র পরে (তাঁর বিরোধীদের মধ্যে) কে তাকে হেদায়ত দিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? – (সূরা জাসিয়া : ২৩)।

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّسۡتَمِعُ اِلَيۡكَ حَتّٰۤی اِذَا خَرَجُوۡا مِنۡ عِنۡدِكَ قَالُوۡا لِلَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ وَ اتَّبَعُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ ۞

অনুবাদঃ আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আপনার কথা মনোযোগের সাথে শুনে। অবশেষে আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যারা ইল্‌মপ্রাপ্ত তাদেরকে বলে, 'এ মাত্র সে কী বলল?' এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা অনুসরণ করেছে নিজেদের খেয়াল-খুশির – (সূরা মোহাম্মদ : ১৬)।

ইল্‌মুল ইয়াকিনের অধিকারীরা প্রাচুর্যের মোহে মগ্ন থাকেন না

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ۝

অনুবাদঃ তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। কখনো এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। অতপর, কখনো এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। কখনো নয়! তোমরা এমনটা করতে না যদি তোমরা ইল্‌মুল ইয়াকিন তথা নিশ্চিত জ্ঞানে জ্ঞানী হতে! – (সূরা তাকাসুর : ১–৫)।

আলেম

আলেমের বৈশিষ্ট্য

অন্তর বিনয়ী হওয়া

وَّ لِيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ اَنَّهُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکَ فَيُؤۡمِنُوۡا بِهٖ فَتُخۡبِتَ لَهٗ قُلُوۡبُهُمۡ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ۝

অনুবাদঃ আর এজন্যও যে, যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার রবের কাছ থেকে পাঠানো সত্য। ফলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনে ও তাদের অন্তর তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী – (সূরা হজ : ৫৪)।

অন্তর খোদা ভয়ে ভীত থাকা

وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الۡاَنۡعَامِ مُخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ کَذٰلِکَ ؕ اِنَّمَا يَخۡشَی اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ غَفُوۡرٌ ۝

অনুবাদঃ অনুরূপ মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশুর মাঝেও বিচিত্র বর্ণ রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তথা জ্ঞানী তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল – (সূরা ফাতির : ২৮)।

আলেম হওয়ার পূর্ব শর্ত

'রাসেখুনা ফিল ইল্‌ম'-এর অধিকারী হওয়া

هُوَ الَّذِيۡۤ اَنۡزَلَ عَلَيۡکَ الۡکِتٰبَ مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡکِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِيۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِيۡلِهٖ ۚ وَ مَا يَعۡلَمُ تَاۡوِيۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ يَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ۝

অনুবাদঃ তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট (মুহ্‌কামাত)। এগুলো কিতাবের মূল অংশ। যার অন্যগুলো রূপক (মুতাশাবিহাত)। যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিত্‌না (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা রাসেখুনা ফিল ইল্‌ম তথা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'। এবং উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না – (সূরা আলে ইমরান : ৭)।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰۤئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অনুবাদঃ কিন্তু তাদের মধ্যে যারা রাসেখুনা ফিল ইল্‌ম তথা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মু'মিনগণ আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে। আর সালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসে ঈমান আনয়নকারী। তাদেরকে অচিরেই আমি মহা পুরস্কার দেব – (সূরা নিসা : ১৬২)।

অন্তরে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়া

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বরং যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কোরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে – (সূরা আনকাবুত : ৪৯)।

আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝতে পারা

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু কেবল আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে – (সূরা আনকাবুত : ৪৩)।

ঐশীবাণীকে সত্য এবং হেদায়ত হিসেবে মেনে নেওয়া

وَ يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَ يَهْدِىْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

অনুবাদঃ আর যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য এবং এটা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে – (সূরা সাবা : ৬)।

আলেমের উচ্চ মর্যাদা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও– আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠ', তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত – (সূরা মুজাদালাহ : ১১)।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান, যে তা করে না?)। বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না– তারা কি সমান? উলুল আলবাবগণই (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) শুধু উপদেশ গ্রহণ করে – (সূরা যুমার : ৯)।

ওয়ারেস
[উত্তরাধিকারী]

আসমান-যমীনের সবকিছুর ওয়ারেস আল্লাহ্

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ
اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন এ ধারণা না করে যে– তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কেয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের মিরাস আল্লাহ্রই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত – (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)।

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا
يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের কী হলো যে– তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহ্রই? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয় বরং মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত – (সূরা হাদিদ : ১০)।

وَ اِنَّا لَنَحۡنُ نُحۡیٖ وَ نُمِیۡتُ وَ نَحۡنُ الۡوٰرِثُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ আমিই জীবন দেই আর মৃত্যু ঘটাই। আর আমিই চূড়ান্ত ওয়ারেস – (সূরা হিজর : ২৩)।

وَ زَکَرِیَّاۤ اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗ رَبِّ لَا تَذَرۡنِیۡ فَرۡدًا وَّ اَنۡتَ خَیۡرُ الۡوٰرِثِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন যাকারিয়ার কথা, যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন– ‘হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একা (সন্তানহীন অবস্থায়) ছেড়ে দিবেন না। আপনিই সর্বোত্তম ওয়ারেস – (সূরা আম্বিয়া : ৮৯)।

وَ کَمۡ اَهۡلَکۡنَا مِنۡ قَرۡیَۃٍۭ بَطِرَتۡ مَعِیۡشَتَہَا فَتِلۡکَ مَسٰکِنُہُمۡ لَمۡ تُسۡکَنۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا وَ کُنَّا نَحۡنُ الۡوٰرِثِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের অহংকার করত! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ি; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আপনিই তো চূড়ান্ত ওয়ারেস (প্রকৃত মালিক)! – (সূরা কাসাস : ৫৮)।

اِنَّا نَحۡنُ نَرِثُ الۡاَرۡضَ وَ مَنۡ عَلَیۡہَا وَ اِلَیۡنَا یُرۡجَعُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে তার চূড়ান্ত ওয়ারেস আমিই এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে – (সূরা মরইয়াম : ৪০)।

আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকারকারীদের শাস্তিদাতা এবং ওয়ারেস আল্লাহ্‌

اَفَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ کَفَرَ بِاٰیٰتِنَا وَ قَالَ لَاُوۡتَیَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا ۝ اَطَّلَعَ الۡغَیۡبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنۡدَ الرَّحۡمٰنِ عَہۡدًا ۝ کَلَّا ؕ سَنَکۡتُبُ مَا یَقُوۡلُ وَ نَمُدُّ لَہٗ مِنَ الۡعَذَابِ مَدًّا ۝ وَّ نَرِثُہٗ مَا یَقُوۡلُ وَ یَاۡتِیۡنَا فَرۡدًا ۝

অনুবাদঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, ‘অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে’। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা পরম দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই নয়, সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধিই করতে থাকব। সে যার কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট একাকী আসবে – (সূরা মরইয়াম : ৭৭–৮০)।

নবুয়ত ও সাম্রাজ্যের ওয়ারেস

وَ وَرِثَ سُلَيۡمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمۡنَا مَنۡطِقَ الطَّيۡرِ وَ اُوۡتِيۡنَا مِنۡ كُلِّ شَىۡءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡفَضۡلُ الۡمُبِيۡنُ ۝

অনুবাদঃ সুলাইমান ছিলেন দাউদের ওয়ারেস তথা উত্তরাধিকারী এবং তিনি বলেছিলেন, হে লোক সকল, আমাকে পাখির বুলি শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু প্রদান করা হয়েছে। এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ – (সূরা নামল : ১৬)।

আল্লাহ্‌র বাতেনী প্রশাসনের ওয়ারেস

قَالَ مُوۡسٰى لِقَوۡمِهِ اسۡتَعِيۡنُوۡا بِاللّٰهِ وَ اصۡبِرُوۡا ۚ اِنَّ الۡاَرۡضَ لِلّٰهِ ۙ يُوۡرِثُهَا مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ ؕ وَ الۡعَاقِبَةُ لِلۡمُتَّقِيۡنَ ۝

অনুবাদঃ মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর; নিশ্চয় যমীন আল্লাহ্‌রই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর ওয়ারেস বানান। আর শুভ পরিণাম তো আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতন বান্দাদের জন্যই – (সূরা আরাফ : ১২৮)।

وَ لَقَدۡ كَتَبۡنَا فِى الزَّبُوۡرِ مِنۡۢ بَعۡدِ الذِّكۡرِ اَنَّ الۡاَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ আমি যাবুর কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, 'নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর ওয়ারেস হবে' – (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)।

আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত বান্দারাই তাঁর কিতাবের ওয়ারেস

ثُمَّ اَوۡرَثۡنَا الۡكِتٰبَ الَّذِيۡنَ اصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا ۚ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مُّقۡتَصِدٌ ۚ وَ مِنۡهُمۡ سَابِقٌۢ بِالۡخَيۡرٰتِ بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَضۡلُ الۡكَبِيۡرُ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর আমি কিতাবের ওয়ারেস করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ – (সূরা ফাতির : ৩২)।

আসমানি কিতাবের ওয়ারেস

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝

অনুবাদঃ আমি মূসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং ইসরাঈল বংশধরদেরকে ওয়ারেস করেছিলাম কিতাবের – (সূরা মু'মিন : ৫৩)।

وَ مَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

অনুবাদঃ আর তাদের কাছে ইল্‌ম আসার পর শুধুমাত্র পারস্পারিক বিদ্বেষবশত তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়। আর এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের ওয়ারেস হয়েছে নিশ্চয় তারা তো সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে – (সূরা শুরা : ১৪)।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ اِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوْا مَا فِيْهِ وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তারা কিতাবেরও ওয়ারেস হয়। তারা এ তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।' কিন্তু এর অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট এলে সেটিকেও তারা গ্রহণ করে। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে নেওয়া হয়নি যে, 'তারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত (অসত্য) বলবে না?' অথচ তারা তো তাতে যা আছে, তা অধ্যয়নও করেছে। যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতন হয়, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? – (সূরা আরাফ : ১৬৯)।

জান্নাতের ওয়ারেস

وَ نَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ نُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দেব। তাদের নিম্নদেশে প্রবাহিত হবে নদীপ্রবাহ এবং তারা বলবে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রাসুলগণ সত্য (বাণী) এনেছিলেন।' আর তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে যে, 'তোমরা যা করতে তারই প্রতিদানে তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারেস তথা উত্তরাধিকারী করা হয়েছে' – (সূরা আরাফ : ৪৩)।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞

অনুবাদঃ এ হল সেই জান্নাত, যার ওয়ারেস করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে আমার ব্যাপারে সচেতনদেরকে – (সূরা মরইয়াম : ৬৩)।

وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার ওয়ারেস তথা অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কাজের ফলস্বরূপ – (সূরা যুখ্‌রুফ : ৭২)।

وَ اجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۞

অনুবাদঃ আর আপনি আমাকে সুখময় জান্নাতের ওয়ারেসদের অন্তর্ভুক্ত করুন – (সূরা শুয়ারা : ৮৫)।

জান্নাতের ওয়ারেস হওয়ার পূর্বশর্ত

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۞ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

অনুবাদঃ এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে; আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে। তারাই হবে ওয়ারেস তথা উত্তরাধিকারী। ওয়ারেস তথা

উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে – (সূরা মু'মিনুন : ৮–১১)।

দুনিয়াবী সাম্রাজ্যের ওয়ারেস

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ۞

অনুবাদঃ এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত, তাদেরকে (বনি ইসরাঈল) আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ওয়ারেস করলাম এবং বনি ইসরাঈল সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল, তা ধ্বংস করে দিলাম – (সূরা আরাফ : ১৩৭)।

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۞ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۞ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۞

অনুবাদঃ পরিণামে আমি ফিরআউন গোষ্ঠীকে ওদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে বহিষ্কার করলাম এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। এরূপই ঘটল এবং বনি ইসরাঈলকে এ সমুদয়ের ওয়ারেস করলাম – (সূরা শুয়ারা : ৫৭–৫৯)

وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۞

অনুবাদঃ আর তিনি তোমাদেরকে ওয়ারেস করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করনি। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান – (সূরা আহযাব : ২৭)।

وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তারা (প্রবেশ করে) বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন এবং আমাদেরকে ওয়ারেস

করেছেন এ যমীনের। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাসের জায়গা করে নেব'। অতএব নেক আমলকারীদের পুরস্কার কত উত্তম! – (সূরা যুমার : ৭৪)।

كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের ওয়ারেস করলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে – (সূরা দুখান : ২৮)।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَـعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْـى نِسَآءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় ফিরআউন যমীনের বুকে অহংকারী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে সে হীনবল করেছিল। তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলাম, আর (ইচ্ছা করলাম) তাদেরকে নেতা ও ওয়ারেস করার – (সূরা কাসাস : ৪–৫)।

اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۞

অনুবাদঃ কোন দেশের অধিবাসীর ধ্বংসের পর যারা তার ওয়ারেস হয়েছে, তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? আর তাদের হৃদয়ে মোহর করে দিতে পারি– ফলে তারা শুনবে না – (সূরা আরাফ : ১০০)।

বংশীয় ওয়ারেস

وَ اِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۞ يَّرِثُنِىْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে আশঙ্কা করি। আর আমার স্ত্রী তো সন্তান ধারণে অক্ষম, সুতরাং আপনি আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন একজন ওয়ারেস তথা উত্তরাধিকারী। যে ওয়ারেস হবে

আমার এবং ওয়ারেস হবে ইয়াকুবের বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক, তাঁকে আপনি সন্তোষভাজন করুন' – (সূরা মরইয়াম : ৫–৬)।

সম্পদের ওয়ারেস

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ
فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ
دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন– এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ; আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই ওয়ারেস হলে, তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ (সবই) সে যা অসিয়ত করে, তা কার্যকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় – (সূরা নিসা : ১১)।

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗٓ
اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً
مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ত করে তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ তোমরা যা অসিয়ত কর তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কাউকে ওয়ারেস করে এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এ যা অসিয়ত করা হয় তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর এবং এ যেন কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা হল আল্লাহ্‌র নির্দেশ। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল – (সূরা নিসা : ১২)।

وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۞ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞

অনুবাদঃ আর তোমরা তো মিরাসের (উত্তরাধিকারীত্ব) সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো। এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবেসে থাকো – (সূরা ফাজর : ১৯–২০)।

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَ اِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ লোকেরা আপনার নিকট ফত্ওয়া জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন– কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে (ভগিনী) যদি সন্তানহীনা হয়, তবে তার ভাই তার ওয়ারেস হবে; আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত – (সূরা নিসা : ১৭৬)।

শায়েরুল্লাহ্
[আল্লাহ্‌র নিদর্শন]

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া শায়েরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা) ঘরের হজ বা উমরা সম্পন্ন করে, এ দুটির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ – (সূরা বাক্বারা : ১৫৮)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا
الْقَلَآئِدَ وَ لَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا وَ اِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা শায়েরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ, পবিত্র মাস, কোরবানীর জন্য কা'বায় পাঠানো পশু, গলায় মানতের চিহ্নবিশিষ্ট পশু এবং নিজ রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখে যাত্রীদের অবমাননা করাকে বৈধ মনে করবে না। আর যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। নেক কাজ ও আল্লাহ্ সচেতনতায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর – (সূরা মায়েদা : ২)।

وَ الۡبُدۡنَ جَعَلۡنٰہَا لَکُمۡ مِّنۡ شَعَآئِرِ اللّٰہِ لَکُمۡ فِیۡہَا خَیۡرٌ فَاذۡکُرُوا اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتۡ جُنُوۡبُہَا فَکُلُوۡا مِنۡہَا وَ اَطۡعِمُوا الۡقَانِعَ وَ الۡمُعۡتَرَّ کَذٰلِکَ سَخَّرۡنٰہَا لَکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۳۶﴾

অনুবাদঃ আর (কোরবানীর) উটকে করেছি শায়েরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওগুলোর উপর (নহর করার সময়) তোমরা আল্লাহ্র নাম নাও। অতঃপর যখন এগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এইভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর – (সূরা হজ : ৩৬)।

শায়েরুল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ذٰلِکَ وَ مَنۡ یُّعَظِّمۡ شَعَآئِرَ اللّٰہِ فَاِنَّہَا مِنۡ تَقۡوَی الۡقُلُوۡبِ ﴿۳۲﴾

অনুবাদঃ এটাই আল্লাহ্র বিধান। আর কেউ শায়েরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার ক্বলবের তাক্বওয়ার তথা আল্লাহ্র ব্যাপারে তার সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ – (সূরা হজ : ৩২)।

রূহ্

রূহ্ আল্লাহ্‌র আমর

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

অনুবাদঃ আর আপনাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ্ আমার রবের আম্‌র (বিষয়) এবং (তোমরা এর প্রকৃতি বুঝবে না, কারণ) তোমাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে অতি সামান্যই – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)।

আদমের ভেতরে আল্লাহ্ তাঁর নিজের রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ যখন আমি তাঁকে (আদম) সুঠাম করব এবং তাঁর মধ্যে আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা (ফেরেশ্‌তাগণ) তাঁর প্রতি সিজদাবনত হয়ো – (সূরা হিজর : ২৯)।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তারপর তিনি তাঁকে (আদম) সুঠাম করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর – (সূরা সাজদাহ্ : ৯)।

وَ الَّتِیۡۤ اَحۡصَنَتۡ فَرۡجَہَا فَنَفَخۡنَا فِیۡہَا مِنۡ رُّوۡحِنَا وَ جَعَلۡنٰہَا وَ ابۡنَہَاۤ اٰیَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন সেই নারী (মরইয়াম)–এর কথা, যিনি নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিলেন। অতঃপর তাঁর মধ্যে আমি আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন – (সূরা আম্বিয়া : ৯১)।

یٰۤاَہۡلَ الۡکِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِیۡ دِیۡنِکُمۡ وَ لَا تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰہِ اِلَّا الۡحَقَّ اِنَّمَا الۡمَسِیۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ وَ کَلِمَتُہٗ اَلۡقٰہَاۤ اِلٰی مَرۡیَمَ وَ رُوۡحٌ مِّنۡہُ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَ رُسُلِہٖ وَ لَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَۃٌ اِنۡتَہُوۡا خَیۡرًا لَّکُمۡ اِنَّمَا اللّٰہُ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ سُبۡحٰنَہٗۤ اَنۡ یَّکُوۡنَ لَہٗ وَلَدٌ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ وَ کَفٰی بِاللّٰہِ وَکِیۡلًا ۞

অনুবাদঃ হে আহলে কিতাব, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করো না। মরইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র একজন রাসুল ও কালিমা, যা আল্লাহ্ মরইয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি একটি রূহ্ ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (যিনি মরইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন)। কাজেই তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং 'তিন' বলো না। নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহ্ই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট – (সূরা নিসা : ১৭১)।

وَ مَرۡیَمَ ابۡنَتَ عِمۡرٰنَ الَّتِیۡۤ اَحۡصَنَتۡ فَرۡجَہَا فَنَفَخۡنَا فِیۡہِ مِنۡ رُّوۡحِنَا وَ صَدَّقَتۡ بِکَلِمٰتِ رَبِّہَا وَ کُتُبِہٖ وَ کَانَتۡ مِنَ الۡقٰنِتِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ আর (তিনি আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান তনয়া মরইয়াম–এর, যিনি তাঁর সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন, ফলে আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ্ হতে ফুঁকে দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন অনুগতদের একজন – (সূরা তাহ্রিম : ১২)।

ওহি অর্থে

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝

অনুবাদঃ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁর প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে রূহ্-ওহিসহ ফেরেশ্‌তা পাঠান এ বলে যে, আপনারা মানুষকে সতর্ক করুন, নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। কাজেই তোমরা আমার ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর – (সূরা নাহল : ২)।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝

অনুবাদঃ তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁর প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশ হতে ওহি প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সতর্ক করেন সম্মেলন দিবস সম্পর্কে – (সূরা মু'মিন : ১৫)।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

অনুবাদঃ আর এভাবে আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রূহ্ তথা ওহি করেছি। আপনি তো (বাহ্যিকভাবে) অবগত ছিলেন না– কিতাব কী এবং ঈমান কী! কিন্তু আমি এটাকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়ত দান করি। আর আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশ করেন – (সূরা শুরা : ৫২)।

হযরত জিবরাঈল (আ.) অর্থে

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, আপনার রবের কাছ থেকে রূহুল-কুদুস (জিবরাঈল) যথাযথভাবে একে নাযিল করেছেন– যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হেদায়ত ও সুসংবাদস্বরূপ অনুগত বান্দাদের জন্য – (সূরা নাহল : ১০২)।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছি এবং তাঁর পরে পর্যায়ক্রমে রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি, মরইয়াম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়েছি এবং পবিত্র রূহ্ (জিবরাঈল ফিরিশ্‌তা) দ্বারা তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেছি। অতঃপর যখনই কোন রাসুল এমন কিছু নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। পরিশেষে একদলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা – (সূরা বাক্বারা : ৮৭)।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

অনুবাদঃ অতঃপর তাদের নিকট হতে তিনি (মরইয়াম আ.) নিজেকে আড়াল করলেন। এরপর আমি তাঁর নিকট আমার রূহ্ (জিবরাঈল)–কে পাঠালাম, তিনি তাঁর নিকট পূর্ণ মানুষ আকারে আত্মপ্রকাশ করলেন – (সূরা মরইয়াম : ১৭)।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝

অনুবাদঃ বিশ্বস্ত রূহ্ (জিবরাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন – (সূরা শুয়ারা : ১৯৩)।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَ لٰكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

অনুবাদঃ এ রাসুলগণ, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন, আর কাউকে (কারও তুলনায়) উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মরইয়াম-পুত্র ঈসাকে আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি প্রদান করেছি এবং তাঁকে পবিত্র রূহ্ (জিবরাঈল) দ্বারা শক্তিশালী করেছি। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাঁদের (রাসুলদের) পরবর্তী লোকেরা– তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলি আসার পরে পারস্পরিক ঝগড়া-

বিবাদ (ক্বিতাল) করত না। কিন্তু তারা মতভেদ ঘটালো, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে (ক্বিতাল) লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন – (সূরা বাক্বারা : ২৫৩)।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ
بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا
فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى
بِاِذْنِىْ وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

অনুবাদঃ যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মরইয়ামের পুত্র ঈসা, আপনার প্রতি ও আপনার জননীর প্রতি আমার নেয়ামত স্মরণ করুন– যখন রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) দিয়ে আমি আপনাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতেন; আপনাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইন্‌জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম; আপনি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করতেন এবং তাতে ফুঁ দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদেরকে আপনি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতেন এবং আমার অনুমতিক্রমে আপনি মৃতকে জীবিত করতেন। আর যখন আমি আপনার থেকে ইসরাঈল সন্তানগণকে বিরত রেখেছিলাম, আপনি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলি এনেছিলেন, তখন তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলেছিল, এটা তো স্পষ্ট জাদু – (সূরা মায়েদা : ১১০)।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝

অনুবাদঃ ঐ রাত্রিতে ফেরেশ্‌তাগণ ও রূহ্ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক বিষয়ে তাঁদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে – (সূরা ক্বদর : ৪)।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সকল রূহ্ এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবেন

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ۝

অনুবাদঃ সেদিন রূহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ কথা বলবে না, তবে 'রহমান' যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া এবং সে সঠিক কথা বলবে – (সূরা নাবা : ৩৮)।

নফ্‌স

প্রাণ অর্থে

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য তার পাপের কাফ্‌ফারা হবে। আর আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম – (সূরা মায়েদা : ৪৫)।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ اللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۞

অনুবাদঃ মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণও বিকিয়ে দেয়। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু – (সূরা বাক্বারা : ২০৭)।

ব্যক্তিসত্তা অর্থে

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۞

অনুবাদঃ পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজ সত্তাকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল – (সূরা নাযিয়াত : ৪০–৪১)।

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَ اللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে তারপর একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করেছিলে, আর তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্ তা ব্যক্তকারী – (সূরা বাক্বারা : ৭২)।

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা সে দিনের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না; আর কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না – (সূরা বাক্বারা : ৪৮)।

قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য রব খুঁজব? অথচ তিনিই সবকিছুর রব। প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের রবের দিকেই। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে, তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন – (সূরা আনআম : ১৬৪)।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّ سَعِيْدٌ ۝

অনুবাদঃ যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান – (সূরা হুদ : ১০৫)।

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

অনুবাদঃ অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন, অবশেষে তাঁদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে তিনি (খিযির আ.) তাকে হত্যা করলেন। তখন মূসা বললেন,

আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন! (সূরা কাহাফ : ৭৪)।

প্রবৃত্তি অর্থে

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর তার প্রবৃত্তি (নফ্স) তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেলল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল – (সূরা মায়েদা : ৩০)।

সদর

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

অনুবাদঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ যাকে সত্যপথ দেখাবার সংকল্প করেন তার সদর (বক্ষদেশ) ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার সদর সংকীর্ণ করে দেন – (সূরা আনআম : ১২৫)।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ এটি আপনার প্রতি নাযিল করা একটি কিতাব। কাজেই আপনার সদর–এ যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে। এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে আপনি (অস্বীকারকারীদেরকে) ভয় দেখাবেন এবং মু'মিনদের জন্য এটি হবে একটি স্মারক – (সূরা আরাফ : ২)।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ ضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

অনুবাদঃ কাজেই (হে রাসুল) এমন যেন না হয়, আপনার প্রতি যা ওহি করা হচ্ছে আপনি তার মধ্য থেকে কোন জিনিস (বর্ণনা করা) বাদ দেবেন এবং একথায় আপনার সদর সংকুচিত হবে এজন্য যে, তারা বলবে, 'এ ব্যক্তির ওপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন?' অথবা 'এর সাথে কোন ফেরেশ্তা আসেনি কেন?' আপনি তো কেবল সতর্ককারী। এরপর আল্লাহ্ই সব কাজের ব্যবস্থাপক – (সূরা হুদ : ১২)।

وَ لَقَدۡ نَعۡلَمُ اَنَّکَ یَضِیۡقُ صَدۡرُکَ بِمَا یَقُوۡلُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আমি জানি, এরা আপনার সম্বন্ধে যেসব কথা বানিয়ে বলে, তাতে আপনার সদর ভীষণ ব্যথিত হয় – (সূরা হিজর : ৯৭)।

قَالَ رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ۞

অনুবাদঃ তিনি (মূসা) বললেন, "হে আমার রব, আমার সদর প্রশস্ত করে দিন – (সূরা ত্বহা : ২৫)।

وَ یَضِیۡقُ صَدۡرِیۡ وَ لَا یَنۡطَلِقُ لِسَانِیۡ فَاَرۡسِلۡ اِلٰی هٰرُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ (মূসা বললেন) আমার সদর সংকুচিত হচ্ছে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল না। আপনি হারুনের প্রতি রিসালাত পাঠান – (সূরা শুয়ারা : ১৩)।

اَفَمَنۡ شَرَحَ اللّٰهُ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوۡرٍ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَوَیۡلٌ لِّلۡقٰسِیَةِ قُلُوۡبُهُمۡ مِّنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۞

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তির সদর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে সে কি সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এরূপ নয়? ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র উপদেশ বাণীতে আরও বেশি কঠোর হয়ে গিয়েছে। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে – (সূরা যুমার : ২২)।

اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَکَ صَدۡرَکَ ۞

অনুবাদঃ হে নবি, আমি কি আপনার সদর (বক্ষদেশ) আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি? – (সূরা ইনশিরাহ্ : ১)।

ক্বল্ব

ক্বল্বে সালিম (বিশুদ্ধ অন্তর)

وَ لَا تُخۡزِنِیۡ یَوۡمَ یُبۡعَثُوۡنَ ۝ یَوۡمَ لَا یَنۡفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوۡنَ ۝ اِلَّا مَنۡ اَتَی اللّٰهَ بِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ ۝

অনুবাদঃ এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থানের দিনে, যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ ক্বল্ব নিয়ে – (সূরা শুয়ারা : ৮৭–৮৯)।

مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ وَ مَنۡ یُّؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ یَهۡدِ قَلۡبَهٗ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখলে তিনি তার ক্বল্‌বকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত – (সূরা তাগাবুন : ১১)।

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ۝

অনুবাদঃ যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের ক্বল্ব প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই ক্বল্ব প্রশান্ত হয় – (সূরা রাদ : ২৮)।

ক্বল্বে সাক্বিম (রোগাক্রান্ত অন্তর)

اِنَّمَا یَسۡتَاۡذِنُکَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ ارۡتَابَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ فَهُمۡ فِیۡ رَیۡبِهِمۡ یَتَرَدَّدُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে শুধু তারাই, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। আর তাদের ক্বল্‌বসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত – (সূরা তওবা : ৪৫)।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তাদের ক্বল্‌বসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী – (সূরা বাক্বারা : ১০)।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তবে সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অবস্থান করে বা দেয়ালের পেছন হতে। তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রবল শক্তিধর মনে করে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছেন অথচ তাদের ক্বল্‌বসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায় – (সূরা হাশর : ১৪)।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۞

অনুবাদঃ পরিণামে আল্লাহ্ তাদের ক্বলবে মুনাফেকী রেখে দিলেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত– তারা আল্লাহ্‌র কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল সে কারণে – (সূরা তওবা : ৭৭)।

ক্বল্‌বে মাইয়াত (মৃত অন্তর)

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য। সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের ক্বল্‌ব সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী – (সূরা নাহল : ২২)।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِہِمْ وَ عَلٰى سَمْعِہِمْ ؕ وَ عَلٰۤى اَبْصَارِہِمْ غِشَاوَۃٌ ۫ وَّ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۟

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাদের ক্বল্‌বসমূহ ও তাদের শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি – (সূরা বাক্বারা : ৭)।

وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِیْۤ اَکِنَّۃٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَیْہِ وَ فِیْۤ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّ مِنْۢ بَیْنِنَا وَ بَیْنِکَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۟

অনুবাদঃ আর তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের ক্বল্‌ব আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে পর্দা। কাজেই তুমি তোমার কাজ কর, নিশ্চয় আমরা আমাদের কাজ করব – (সূরা হা-মিম সাজদাহ্ : ৫)।

আফ্ইদাহ্*

وَ نُقَلِّبُ اَفْـدَتَہُمۡ وَ اَبۡصَارَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُوۡا بِہٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ نَذَرُهُمۡ فِیۡ طُغۡيَانِہِمۡ يَعۡمَہُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমিও তাদের আফ্ইদাহ্ তথা হৃদয়সমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেব এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারার মত ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব – (সূরা আনআম : ১১০)।

وَ لِتَصۡغٰۤی اِلَيۡہِ اَفۡـِٕدَةُ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ وَ لِيَرۡضَوۡهُ وَ لِيَقۡتَرِفُوۡا مَا هُمۡ مُّقۡتَرِفُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর তারা এ উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের আফ্ইদাহ্ তথা হৃদয় যেন সে চমকপ্রদ কথার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয়। আর তারা যে অপকর্ম করে তাই যেন তারা করতে থাকে – (সূরা আনআম : ১১৩)।

وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِہٖ فُؤَادَكَ وَ جَآءَكَ فِیۡ هٰذِهِ الۡحَقُّ وَ مَوۡعِظَةٌ وَّ ذِكۡرٰی لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝

অনুবাদঃ রাসুলগণের ঐ সব ইতিহাস আমি আপনার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি আপনার (পবিত্রতম) ফুয়াদ তথা হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে আপনার কাছে এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু – (সূরা হুদ : ১২০)।

* আফ্ইদাহ্ (اَفْئِدَةٍ) শব্দটি বহুবচন; একবচনে ফুয়াদ (فواد)। অর্থঃ হৃদয়। মানুষের চেতনা, জ্ঞান, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংকল্প, নিয়ত ইত্যাদির কেন্দ্রস্থলকেই এই শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

رَبَّنَآ اِنِّيٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরের একাংশকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করার জন্য ছেড়ে দিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করুন। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে – (সূরা ইব্‌রাহিম : ৩৭)।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۞

অনুবাদঃ ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে। নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের আফ্‌ইদাহ্ তথা হৃদয় হবে শূন্য – (সূরা ইব্‌রাহিম : ৪৩)।

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং আফ্‌ইদাহ্ তথা হৃদয়। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর – (সূরা নাহল : ৭৮)।

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۞

অনুবাদঃ আর (হে মানব) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না; কান, চোখ, ফুয়াদ তথা হৃদয়– এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৬)।

وَ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও আফ্‌ইদাহ্ তথা হৃদয়সমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক – (সূরা মু'মিনুন : ৭৮)।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

অনুবাদঃ অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কোরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন?' এ আমি আপনার নিকট এভাবেই (স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছু কিছু করে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি আপনার (পবিত্রতম) ফুয়াদ তথা হৃদয়কে দৃঢ় করার জন্য – (সূরা ফোরকান : ৩২)।

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْ لَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মূসা-জননীর ফুয়াদ তথা হৃদয় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আমি তাঁর ক্বল্‌বকে দৃঢ় করে না দিলে তিনি তাঁর পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতেন – (সূরা কাসাস : ১০)।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ্ থেকে। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ ও আফ্‌ইদাহ্ তথা হৃদয়। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর – (সূরা সাজদাহ্ : ৯)।

وَ لَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْـِٕدَةً فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَاۤ اَبْصَارُهُمْ وَ لَاۤ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি তাদেরকে (আ'দ সম্প্রদায়কে) যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দেইনি। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও আফ্‌ইদাহ্ তথা হৃদয়। কিন্তু তাদের সে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি, কেননা তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল – (সূরা আহ্‌কাফ : ২৬)।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۞

অনুবাদঃ যা তিনি দেখেছেন, তাঁর ফুয়াদ তথা হৃদয় তা অসত্যতায় ফেলেনি। (সূরা নজম : ১১)

قُلْ هُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও আফ্ইদাহ্ তথা হৃদয়। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক – (সূরা মুল্ক : ২৩)।

জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত হবে মানুষের আফ্ইদাহ্র উপর

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۞

অনুবাদঃ আর আপনি (দুনিয়াবী প্রেক্ষিতে) কীভাবে অবগত হবেন হুতামা কী? এটা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত আগুন, যা আফ্ইদাহ্ তথা হৃদয়কে গ্রাস করবে – (সূরা হুমাযা : ৫–৭)।

উলুল আলবাব

[নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি]

উলুল আলবাব আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করে

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, মন্দ ও ভাল এক নয়। (হে শ্রোতা) যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। কাজেই হে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি), তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা মায়েদা : ১০০)।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَ اتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ সুবিদিত মাসে হজ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ করার সংকল্প করে, সে যেন হজের সময় স্ত্রী-সহবাস, পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ্‌ তা জানেন। আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি), তোমরা আমাকেই ভয় কর – (সূরা বাক্বারা : ১৯৭)।

اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَاتَّقُوا اللهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌ তাদের (পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ) জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, হে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি), যারা

ঈমান এনেছ। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন উপদেশ – (সূরা ত্বালাক : ১০)।

উলুল আলবাব উত্তম বিষয়সমূহ অনুসরণ করে

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ
اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে এবং এর মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে– তাদেরকেই আল্লাহ্ হেদায়ত দান করেছেন। আর তারাই উলুল আলবাব (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) – (সূরা যুমার : ১৮)।

উলুল আলবাব কোরআন নিয়ে গবেষণা করে এবং এর উপদেশ গ্রহণ করে

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ আমি এ কল্যাণময় কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং গ্রহণ করে উপদেশ – (সূরা সোয়াদ : ২৯)।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ
تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (আল কোরআনে বর্ণিত) তাদের (পূর্ববর্তীদের) কাহিনীসমূহে উলুল আলবাবগণের (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী– যা মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা – (সূরা ইউসুফ : ১১১)।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ
اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত শুধু উলুল আলবাবগণই (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) উপদেশ গ্রহণ করে থাকে – (সূরা বাক্বারা : ২৬৯)।

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ আপনার প্রতিপালক হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? কেবলমাত্র উলুল আলবাবগণই (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) উপদেশ গ্রহণ করে থাকে – (সূরা রাদ : ১৯)।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?' উলুল আলবাবগণই (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) কেবল উপদেশ গ্রহণ করে – (সূরা যুমার : ৯)।

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট (মুহ্‌কামাত)। এগুলো কিতাবের মূল অংশ। যার অন্যগুলো রূপক (মুতাশাবিহাত)। যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিত্‌না (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। বস্তুত উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) উপদেশ গ্রহণ করে – (সূরা আলে ইমরান : ৭)।

وَ اذۡكُرۡ عَبۡدَنَاۤ اَیُّوۡبَ ۘ اِذۡ نَادٰی رَبَّهٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الشَّیۡطٰنُ بِنُصۡبٍ وَّ عَذَابٍ ۞ اُرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَ ۚ هٰذَا مُغۡتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ۞ وَ وَهَبۡنَا لَهٗۤ اَهۡلَهٗ وَ مِثۡلَهُمۡ مَّعَهُمۡ رَحۡمَۃً مِّنَّا وَ ذِكۡرٰی لِاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۞

অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে'। (আমি তাঁকে বললাম) 'আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়'। আমি তাঁকে দিলাম তাঁর পরিজনবর্গ ও তাঁদের মত আরও (অনেক কিছু)– যা আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও উলুল আলবাবগণের (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) জন্য উপদেশস্বরূপ – (সূরা সোয়াদ : ৪১–৪৩)।

উলুল আলবাব সৃষ্টি জগত নিয়ে গবেষণা করে

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে উলুল আলবাবগণের (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) জন্য নিদর্শন রয়েছে – (সূরা আলে ইমরান : ১৯০)।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ یَنَابِیۡعَ فِی الۡاَرۡضِ ثُمَّ یُخۡرِجُ بِهٖ زَرۡعًا مُّخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ ثُمَّ یَهِیۡجُ فَتَرٰىهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَجۡعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَذِكۡرٰی لِاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۞

অনুবাদঃ আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে ঝরনারূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর এ শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা টুকরা-টুকরা করে দেন? এতে অবশ্যই উলুল আলবাবগণের (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) জন্য উপদেশ রয়েছে – (সূরা যুমার : ২১)।

তাক্বওয়া

খোদা সচেতনতা অর্থে

ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ فِیۡہِ هُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ﴿۲﴾

অনুবাদঃ এ কিতাব (কোরআন), এতে কোন সন্দেহ নেই, খোদা সচেতনদের জন্য এ কিতাব পথ-নির্দেশক – (সূরা বাক্বারা : ২)।

قُلۡ لَّا یَسۡتَوِی الۡخَبِیۡثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوۡ اَعۡجَبَکَ کَثۡرَۃُ الۡخَبِیۡثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ یٰۤاُولِی الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

অনুবাদঃ বলুন, মন্দ ও ভাল এক নয়। (হে শ্রোতা) যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। কাজেই হে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি), তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা মায়েদা : ১০০)।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

অনুবাদঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতন থাক– যেভাবে সচেতন থাকা উচিত। আর আল্লাহ্‌তে পুরোপুরি সমর্পিত না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না – (সূরা আলে ইমরান : ১০২)।

یَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ الۡاَهِلَّۃِ ؕ قُلۡ هِیَ مَوَاقِیۡتُ لِلنَّاسِ وَ الۡحَجِّ ؕ وَ لَیۡسَ الۡبِرُّ بِاَنۡ تَاۡتُوا الۡبُیُوۡتَ مِنۡ ظُهُوۡرِهَا وَ لٰکِنَّ الۡبِرَّ مَنِ اتَّقٰی ۚ وَ اۡتُوا الۡبُیُوۡتَ مِنۡ اَبۡوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۸۹﴾

অনুবাদঃ তারা নতুন চাঁদ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। তাদের বলুন, ‘এটা মানুষের জন্য সময়-তারিখ নির্ধারক ও হজের সময়-নির্দেশক’। পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন পুণ্য নেই। পুণ্য রয়েছে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতায়। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌র

ব্যাপারে সচেতন হও। তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে – (সূরা বাক্বারা : ১৮৯)।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

অনুবাদঃ তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, 'তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে?' বলুন, জীবনের জন্য ভাল ও কল্যাণকর সবকিছুই তোমাদের জন্য হালাল। আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারি পশু যা কিছু ধরে আনে তাও হালাল, তবে তা জবাই করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিতে হবে। আর সবসময় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতন থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ খুব দ্রুত পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণকারী – (সূরা মায়েদা : ৪)।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

অনুবাদঃ পবিত্র মাসই পবিত্র মাসের বিনিময়। পবিত্র মাসের পবিত্রতা রক্ষা করা সব পক্ষেরই দায়িত্ব। তাই কেউ যদি পবিত্র মাসে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায়, (নিজেদের নিরাপত্তার তাগিদে) তোমরাও পাল্টা আক্রমণ করবে। তবে তারা যতটুকু করে, তোমরাও ঠিক ততটুকুই করবে (সীমালঙ্ঘন করিও না)। সবসময় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতন থাক। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ সবসময়ই তাঁর ব্যাপারে সচেতন বান্দাদের (মোত্তাকিদের) সাথে থাকেন – (সূরা বাক্বারা : ১৯৪)।

কেয়ামত দিবস সম্পর্কে সচেতনতা

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তোমরা সে দিনের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না; আর কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং

কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না – (সূরা বাক্বারা : ৪৮)।

وَ اتَّقُوۡا یَوۡمًا لَّا تَجۡزِیۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَیۡئًا وَّ لَا یُقۡبَلُ مِنۡہَا عَدۡلٌ وَّ لَا تَنۡفَعُہَا شَفَاعَۃٌ وَّ لَا ہُمۡ یُنۡصَرُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾

অনুবাদঃ আর তোমরা সে দিনের ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর– যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ হবে না এবং কোন সুপারিশ কারও পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না – (সূরা বাক্বারা : ১২৩)।

وَ اتَّقُوۡا یَوۡمًا تُرۡجَعُوۡنَ فِیۡہِ اِلَی اللّٰہِ ثُمَّ تُوَفّٰی کُلُّ نَفۡسٍ مَّا کَسَبَتۡ وَ ہُمۡ لَا یُظۡلَمُوۡنَ ﴿۲۸۱﴾

অনুবাদঃ (হে মানুষ) তোমরা সেই দিনের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর– যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, আর তারপর প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। কারও ওপর কোন অন্যায় করা হবে না – (সূরা বাক্বারা : ২৮১)।

দুনিয়াবী সতর্কতা

کَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوۡحِ ۣالۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۰۵﴾ اِذۡ قَالَ لَہُمۡ اَخُوۡہُمۡ نُوۡحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۰۶﴾ اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ﴿۱۰۷﴾

অনুবাদঃ নূহের সম্প্রদায় রাসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ্ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল' – (সূরা শুয়ারা : ১০৫–১০৭)।

اُحِلَّ لَکُمۡ لَیۡلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآئِکُمۡ ؕ ہُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لِبَاسٌ لَّہُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰہُ اَنَّکُمۡ کُنۡتُمۡ تَخۡتَانُوۡنَ اَنۡفُسَکُمۡ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ وَ عَفَا عَنۡکُمۡ ۚ فَالۡـٰٔنَ بَاشِرُوۡہُنَّ وَ ابۡتَغُوۡا مَا کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمۡ ۪ وَ کُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الۡخَیۡطُ الۡاَبۡیَضُ مِنَ الۡخَیۡطِ الۡاَسۡوَدِ مِنَ الۡفَجۡرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیۡلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوۡہُنَّ وَ اَنۡتُمۡ عٰکِفُوۡنَ ۙ فِی الۡمَسٰجِدِ ؕ تِلۡکَ حُدُوۡدُ اللّٰہِ فَلَا تَقۡرَبُوۡہَا ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ اٰیٰتِہٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّہُمۡ یَتَّقُوۡنَ ﴿۱۸۷﴾

অনুবাদঃ রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর– যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে 'ইতিকাফ' রত অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ করো না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা; সুতরাং এর ধারে-পাশে যেও না। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে – (সূরা বাক্বারা : ১৮৭)।

তাযকিয়া

[বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, অন্তরের পরিশুদ্ধি]

বিশুদ্ধতম পদ্ধতি অর্থে

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, 'ফিরে যাও'– তাহলে ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতম পদ্ধতি। আর যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন – (সূরা নুর : ২৮)।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসুল) মু'মিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বিশুদ্ধতম পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ্ তা জানেন – (সূরা নুর : ৩০)।

তাযকিয়া অর্জনকারী বান্দার পুরস্কার

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

অনুবাদঃ চির হরিৎ উদ্যান, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে পুরস্কার সেই ব্যক্তির জন্য, যে তাযকিয়া (অন্তরের পরিশুদ্ধি) অর্জন করে – (সূরা ত্বহা : ৭৬)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ۚ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্‌ই যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করে দেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত – (সূরা নুর : ২১)।

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

অনুবাদঃ কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর যদি ভারাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের বোঝা বহন করার জন্য ডাকে, তাহলে তার বোঝার সামান্য একটি অংশ বহন করার জন্যও কেউ আসবে না, সে তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন হলেও। (হে রাসুল) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে ব্যক্তিই পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে। আর ফিরে আসতে হবে সবাইকে আল্লাহ্‌রই দিকে – (সূরা ফাতির : ১৮)।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

অনুবাদঃ সে সফলকাম হয়েছে, যে পরিশুদ্ধির পথ অবলম্বন করেছে – (সূরা আ'লা : ১৪)।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

অনুবাদঃ নিঃসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সে, যে ব্যক্তি নফ্‌সকে পরিশুদ্ধ করেছে – (সূরা শামস : ৯)।

الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝

অনুবাদঃ যেই (আল্লাহ্ সচেতন ব্যক্তি) পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে (সেই লাভ করবে সন্তুষ্টি) – (সূরা লাইল : ১৮)।

নবিগণ পূতঃপবিত্র

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکِ لِاَهَبَ لَکِ غُلٰمًا زَکِيًّا ۝

অনুবাদঃ ফেরেশ্‌তা বললেন, 'আমি তো আপনার রবের দূত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, আমি আপনাকে একজন পবিত্র পুত্র (ঈসা আ.) দান করবো' – (সূরা মরইয়াম : ১৯)।

وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَکٰوةً وَ کَانَ تَقِيًّا ۝

অনুবাদঃ এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে (ইয়াহ্ইয়া আ.) হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা দান করেছি, আর তিনি ছিলেন খুবই আল্লাহ্‌ভীরু – (মরইয়াম : ১৩)।

মানুষকে তাযকিয়া করা নবিগণের দায়িত্ব

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِکَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ يُزَکِّيْهِمْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَکِيْمُ ۝

অনুবাদঃ হে আমাদের রব, এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রাসুল পাঠিয়ে দিন, যিনি এদেরকে আপনার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, এদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং এদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করবেন। অবশ্যই আপনি বড়ই প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানবান – (সূরা বাক্বারা : ১২৯)।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَ يُزَکِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

অনুবাদঃ আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়ে আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে এই লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল – (সূরা আলে ইমরান : ১৬৪)।

আসমানি কিতাবের অংশ গোপনকারীদেরকে আল্লাহ্ কেয়ামতের ময়দানেও তাযকিয়া করবেন না

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থের বেদিমূলে সেগুলো বিসর্জন দেয়, তারা মূলত আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি – (সূরা বাক্বারা : ১৭৪)।

আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করেন

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

অনুবাদঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন, যারা আত্মশুদ্ধি, আত্মপবিত্রতার বড়াই করে বেড়ায়? বরং শুদ্ধি-পবিত্রতা আল্লাহ্ যাকে চান তাকেই দেন। আর তাদের ওপর বিন্দু মাত্রও যুল্ম করা হয় না – (সূরা নিসা : ৪৯)।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهٗ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَّ لٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ই যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করে দেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত – (সূরা নুর : ২১)।

তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধি দাবি করার বিষয় নয় বরং অর্জন করার বিষয়

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ
فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۞

অনুবাদঃ যারা বড় বড় গোনাহ্ এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে– তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা– নিশ্চয়ই আপার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক। যখন তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আকারে ছিলে তখন থেকে তিনি তোমাদের জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধির দাবি করো না। সত্যিকার আল্লাহ্ সচেতন কে– তা তিনিই ভাল জানেন – (সূরা নজম : ৩২)।

তারগিব

[আল্লাহ্‌র প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা]

وَ لَوۡ اَنَّہُمۡ رَضُوۡا مَاۤ اٰتٰىہُمُ اللّٰہُ وَ رَسُوۡلُہٗ ۙ وَ قَالُوۡا حَسۡبُنَا اللّٰہُ سَیُؤۡتِیۡنَا اللّٰہُ مِنۡ فَضۡلِہٖ وَ رَسُوۡلُہٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَی اللّٰہِ رٰغِبُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ কতই না ভাল হতো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল যা কিছুই তাদের দিয়েছিলেন তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো এবং বলতো, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের আরও অনেক কিছু দেবেন এবং তাঁর রাসুলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করছি' – (সূরা তওবা : ৫৯)।

عَسٰی رَبُّنَاۤ اَنۡ یُّبۡدِلَنَا خَیۡرًا مِّنۡہَاۤ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا رٰغِبُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল প্রতিদান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করছি – (সূরা কলম : ৩২)।

وَ اِلٰی رَبِّکَ فَارۡغَبۡ ۞

অনুবাদঃ এবং নিজের রবের প্রতিই গভীরভাবে মনোযোগ রাখুন – (সূরা ইনশিরাহ্ : ৮)।

হাওয়া

[প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, বাসনা, খেয়াল]

হাওয়ার অনুসরণ না করার নির্দেশ

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْکَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْکِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰکِنْ لِّيَبْلُوَکُمْ فِیْ مَآ اٰتٰـکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَی اللهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আমি আপনার ওপর সত্য বিধানসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্বে নাযিল হওয়া কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে আপনি পূর্ববর্তী কিতাবিদের বিচার-মীমাংসা করুন। যে সত্যবিধান আপনার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য (আলাদা) বিধান ও স্পষ্ট পথ-নির্দেশ প্রদান করেছি। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক উম্মাহ্‌ বা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেননি।) কারণ তিনি তোমাদের যে পথ-নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন, তার আলোকেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করো। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যাবে। তখন তোমাদের মতভেদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ আসল সত্য প্রকাশ করবেন – (সূরা মায়েদা : ৪৮)।

وَ اَنِ احۡکُمۡ بَیۡنَہُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَہۡوَآءَہُمۡ وَ احۡذَرۡہُمۡ اَنۡ یَّفۡتِنُوۡکَ عَنۡۢ بَعۡضِ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ اِلَیۡکَ ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰہُ اَنۡ یُّصِیۡبَہُمۡ بِبَعۡضِ ذُنُوۡبِہِمۡ ؕ وَ اِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ কাজেই আপনি আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করুন এবং তাদের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। সাবধান, এরা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র বিধান থেকে সরিয়ে নিতে তৎপর হতে না পারে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ এদের কোন কোন গোনাহ্‌র কারণে এদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক – (সূরা মায়েদা : ৪৯)।

وَ مَا لَکُمۡ اَلَّا تَاۡکُلُوۡا مِمَّا ذُکِرَ اسۡمُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ وَ قَدۡ فَصَّلَ لَکُمۡ مَّا حَرَّمَ عَلَیۡکُمۡ اِلَّا مَا اضۡطُرِرۡتُمۡ اِلَیۡہِ ؕ وَ اِنَّ کَثِیۡرًا لَّیُضِلُّوۡنَ بِاَہۡوَآئِہِمۡ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ؕ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُعۡتَدِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ যে জিনিসের ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে সেটি না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ্ নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর বিশদ বিবরণও তিনি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জ্ঞান ছাড়া নিছক নিজেদের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশি অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে থাকে। আপনার রব এ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন – (সূরা আনআম : ১১৯)।

فَلِذٰلِکَ فَادۡعُ ۚ وَ اسۡتَقِمۡ کَمَاۤ اُمِرۡتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَہۡوَآءَہُمۡ ۚ وَ قُلۡ اٰمَنۡتُ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ مِنۡ کِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرۡتُ لِاَعۡدِلَ بَیۡنَکُمۡ ؕ اَللّٰہُ رَبُّنَا وَ رَبُّکُمۡ ؕ لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَ لَکُمۡ اَعۡمَالُکُمۡ ؕ لَا حُجَّۃَ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَکُمۡ ؕ اَللّٰہُ یَجۡمَعُ بَیۡنَنَا ۚ وَ اِلَیۡہِ الۡمَصِیۡرُ ۝

অনুবাদঃ সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না এবং বলুন, 'আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল

তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে' – (সূরা শুরা : ১৫)।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ অতঃপর হে রাসুল, আমি আপনাকে দ্বীনের মধ্য থেকে সুস্পষ্ট শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তার ওপরেই চলুন এবং যারা জানে না তাদের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না – (সূরা জাসিয়া : ১৮)।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَ اتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۞

অনুবাদঃ এমনকি কখনো হয়, যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হেদায়তের ওপর আছে সে ঐসব লোকের মত হবে, যাদের মন্দ কাজ-কর্মকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে? – (সূরা মোহাম্মদ : ১৪)।

বিচার করার ক্ষেত্রে হাওয়ার অনুসরণ না করার নির্দেশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়– সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে হাওয়া তথা প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন – (সূরা নিসা : ১৩৫)।

নবিগণ হাওয়ার অনুসরণ করেন না

وَ مَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰى ۞

অনুবাদঃ তিনি (আল্লাহ্‌র রাসুল) নিজের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশি মতো কথা বলেন না – (সূরা নজম : ৩)।

নবিগণ মানুষকে হাওয়ার অনুসরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন

وَ لَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَ قَفَّيۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَ اٰتَيۡنَا عِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ الۡبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدۡنٰهُ بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌۢ بِمَا لَا تَهۡوٰۤى اَنۡفُسُكُمُ اسۡتَكۡبَرۡتُمۡ ۚ فَفَرِيۡقًا كَذَّبۡتُمۡ ۫ وَ فَرِيۡقًا تَقۡتُلُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ক্রমাগতভাবে রাসুল পাঠিয়েছি। অতঃপর ঈসা ইবনে মরইয়ামকে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়ে এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি। এরপর তোমরা এ কেমনতর আচরণ করে চলছো, যখনই কোন রাসুল তোমাদের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির কামনা বিরোধী কোন কিছু (বিধান) নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন তখনই তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছ– তাঁদের কোন অংশকে মিথ্যা জ্ঞান করেছ এবং কোন অংশকে হত্যা করেছ – (সূরা বাক্বারা : ৮৭)।

হাওয়ার অনুসারীর পরিণাম

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلۡنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الۡاَرۡضِ فَاحۡكُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الۡهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوۡمَ الۡحِسَابِ ۞

অনুবাদঃ (আমি তাঁকে বললাম) ‘হে দাউদ, আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, কাজেই আপনি জনগণের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করুন এবং সতর্ক থাকুন। হাওয়া তথা প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করবেন না, কারণ তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে গিয়ে বিপথগামী হয় অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, যেহেতু তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে’ – (সূরা সোয়াদ : ২৬)।

وَ لَئِنۡ اَتَيۡتَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوۡا قِبۡلَتَكَ ۚ وَ مَاۤ اَنۡتَ بِتَابِعٍ قِبۡلَتَهُمۡ ۚ وَ مَا بَعۡضُهُمۡ بِتَابِعٍ قِبۡلَةَ بَعۡضٍ ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَهۡوَآءَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ۘ

অনুবাদঃ আপনি এই আহ্‌লে কিতাবের কাছে যে কোন নিদর্শনই আনেন না কেন, এরা আপনার কিব্‌লার অনুসারী কখনোই হবে না। আপনার পক্ষেও তাদের কিব্‌লার অনুসারী হওয়া সম্ভব নয় আর এদের কোন একটি দলও অন্য দলের কিব্‌লার অনুসারী হবে না। আপনার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পর যদি আপনি তাদের হাওয়া তথা ইচ্ছা ও বাসনার অনুসারী হন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন – (সূরা বাক্বারা : ১৪৫)।

وَ لَوِ اتَّبَعَ الۡحَقُّ اَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الۡاَرۡضُ وَ مَنۡ فِيۡهِنَّ ؕ بَلۡ اَتَيۡنٰهُمۡ بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَنۡ ذِكۡرِهِمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ؕ

অনুবাদঃ আর সত্য যদি কখনো তাদের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওলট-পালট হয়ে যেতো। না, বরং আমি তাদের নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক বার্তাই তাদের কাছে এনেছি এবং তারা নিজেদের একথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে – (সূরা মু'মিনুন : ৭১)।

فَاِنۡ لَّمۡ يَسۡتَجِيۡبُوۡا لَكَ فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا يَتَّبِعُوۡنَ اَهۡوَآءَهُمۡ ؕ وَ مَنۡ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيۡرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ ؑ

অনুবাদঃ এখন যদি তারা আপনার এ দাবি পূর্ণ না করে, তাহলে জেনে রাখুন, তারা আসলে নিজেদের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়ত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? আল্লাহ্ এ ধরনের যালেমদেরকে কখনো হেদায়ত দান করেন না – (সূরা কাসাস : ৫০)।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ۚ فَمَنۡ يَّهۡدِىۡ مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿

অনুবাদঃ কিন্তু এ যালেমরা না জেনে-বুঝে নিজেদের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশির পেছনে ছুটে চলছে। এখন আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন (আল্লাহ্র বিপরীতমুখীদের মধ্যে) কে তাকে পথ দেখাতে পারে? এ ধরনের লোকদের কোন সাহায্যকারী হতে পারে না – (সূরা রুম : ২৯)।

وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আমি চাইলে ঐ আয়াতগুলোর সাহায্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে রইলো এবং নিজের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। কাজেই তার অবস্থা হয়ে গেল কুকুরের মত, তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিভ ঝুলিয়ে রাখে আর আক্রমণ না করলেও জিভ ঝুলিয়ে রাখে। যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই। আপনি এ কাহিনী তাদেরকে শোনাতে থাকুন, হয়তো তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে – (সূরা আরাফ : ১৭৬)।

আল্লাহ্ স্মরণ হতে যারা গাফেল তারাই হাওয়ার অনুসরণ করে

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝

অনুবাদঃ আর (হে রাসুল) নিজেকে তাদের সঙ্গলাভে নিশ্চিত করুন, যারা (আসহাবে সুফ্ফা, জীর্ণ-শীর্ণ, এলোকেশী ফকির, দরবেশ) নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন না। আপনি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করেন? (নিশ্চয়ই না!) এমন কোন লোকের আনুগত্য করবেন না– যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি উগ্র – (সূরা কাহাফ : ২৮)।

যারা নিজের হাওয়াকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে তারা গোমরাহ্

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আপনি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার হাওয়া তথা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ ছাড়া (তাঁর বিপরীতমুখীদের মধ্যে) কে আছে যে তাকে হেদায়ত দান করতে পারে? তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না? – (সূরা জাসিয়া : ২৩)।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۞

অনুবাদঃ (হে রাসুল) আপনি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার নিজের হাওয়া তথা প্রবৃত্তির কামনাকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেছে? এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব কি আপনার উপর? – (সূরা ফোরকান : ৪৩)।

হাওয়ার অনুসরণ হতে বিরত থাকার প্রতিদান

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۞

অনুবাদঃ আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফ্সকে হাওয়া তথা খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল। তাদের আবাসস্থল হবে জান্নাত – (সূরা নাযিয়াত : ৪০–৪১)।

আদল

স্ত্রীর প্রতি সুবিচার

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে (একাধিক স্ত্রীর উপর একসাথে) সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী – (সূরা নিসা : ৩)।

وَ لَنۡ تَسۡتَطِیۡعُوۡۤا اَنۡ تَعۡدِلُوۡا بَیۡنَ النِّسَآءِ وَ لَوۡ حَرَصۡتُمۡ فَلَا تَمِیۡلُوۡا کُلَّ الۡمَیۡلِ فَتَذَرُوۡهَا کَالۡمُعَلَّقَۃِ وَ اِنۡ تُصۡلِحُوۡا وَ تَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ کَانَ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ۝

অনুবাদঃ তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মাঝে তোমরা কখনই ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে (তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে) ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা নিসা : ১২৯)।

আদলে মোত্লক তথা বিচারসাম্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞

অনুবাদঃ হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়– সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন – (সূরা নিসা : ১৩৫)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের, দলের প্রতি হিংসা, শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা আল্লাহ্ সচেতনতার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত – (সূরা মায়েদা : ৮)।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۞

অনুবাদঃ সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের হাওয়া তথা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না এবং বলুন, 'আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্

আমাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে' – (সূরা শুরা : ১৫)।

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَ بِعَهْدِ اللهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ ইয়াতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলে তখনও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর – (সূরা আনআম : ১৫২)।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ মূসার উম্মতের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা (অন্যকে) ন্যায়পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে – (সূরা আরাফ : ১৫৯)।

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَاۤ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা (অন্যকে) ন্যায়পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে – (সূরা আরাফ : ১৮১)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَ لَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَ اَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ

وَّ لَا شَہِيۡدٌ ۚ وَ اِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّہٗ فُسُوۡقٌۢ بِکُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ؕ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰہُ ؕ وَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ۞

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়; কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়, যেমনটা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে এবং যে ব্যক্তির উপর হক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন তার রব আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করে। আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। অতঃপর যার উপর হক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক– যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। আর তা (লেনদেন) ছোট-বড় যাই হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। এটাই আল্লাহ্র নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তবে তোমরা পরস্পর যে নগদ ব্যবসা পরিচালনা কর, তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। আর কোন লেখক ও সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। আর যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত – (সূরা বাক্বারা : ২৮২)।

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا ۙ وَ اِذَا حَکَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡکُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ نِعِمَّا یَعِظُکُمۡ بِہٖ ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন

ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা – (সূরা নিসা : ৫৮)।

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহ্সান (দয়ার্দ্র আচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর – (সূরা নাহল : ৯০)।

মু'মিনদের পারস্পরিক যুদ্ধের মীমাংসা করতে হবে আদলের ভিত্তিতে

وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰى اَمْرِ اللهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর মু'মিনদের দুদল সংঘাতে (ক্বিতাল) লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ (ক্বিতাল) কর। যতক্ষন না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপস-মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন – (সূরা হুজুরাত : ৯)।

আল্লাহ্‌র কালাম সত্য এবং আদলসম্মত

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

অনুবাদঃ আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী-কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ – (সূরা আনআম : ১১৫)।

নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সমান নয়

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيۡنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلٰى شَىۡءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوۡلٰىهُ ۙ اَيۡنَمَا يُوَجِّهۡهُّ لَايَاۡتِ بِخَيۡرٍ ؕ هَلۡ يَسۡتَوِىۡ هُوَ ۙ وَ مَنۡ يَّاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ ۙ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۷۶﴾

অনুবাদঃ আর আল্লাহ্ আরও উপমা দিচ্ছেন দু ব্যক্তির– তাদের একজন (প্রথম জন) বোবা, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের (মওলার) উপর বোঝা। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে কোন কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না। সে কি সমান ঐ (দ্বিতীয়) ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে? – (সূরা নাহল : ৭৬)।

ক্বিস্ত
[ন্যায়বিচার, ন্যায়সংগত আচরণ]

আল্লাহ্ সকল কিছু ক্বিস্ত তথা ন্যায়সংগত পন্থায় বাস্তবায়ন করেন

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, আর ফেরেশ্তাগণ এবং উলুল ইল্মও (এই সাক্ষ্য দেন)। তিনি (আল্লাহ্) সকল পরিকল্পনা ক্বিস্ত তথা ন্যায়সংগত পন্থায় বাস্তবায়নকারী। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় – (সূরা আলে ইমরান : ১৮)।

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরাবর্তন ঘটান, যাতে তাদেরকে ক্বিস্ত তথা ন্যায়সংগতভাবে প্রতিফল প্রদান করেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। আর যারা কুফরী করেছে তারা তাদের আচরিত কুফরীর ফলে পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি – (সূরা ইউনুস : ৪)।

কেয়ামতের দিন মানুষের বিচার করা হবে ক্বিস্ত-এর পাল্লার মাধ্যমে

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۞

অনুবাদঃ কেয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ক্বিস্ত তথা ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লাসমূহ। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট – (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)।

وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর যদি প্রত্যেক যালেমের কাছে পৃথিবীর সমপরিমাণ (মাল) থাকে, তাহলে সে তা মুক্তিপণ দিয়েও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হবে। যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন (নিজেদের) মনস্তাপকে গোপন রাখবে। আর তাদের ফায়সালা করা হবে ক্বিস্ত তথা ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না – (সূরা ইউনুস : ৫৪)।

রাসুলগণ ফায়সালা করার ক্ষেত্রে ক্বিস্ত-এর উপর অটল থাকেন

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছেন রাসুল। অতঃপর যখন তাদের রাসুল আসেন তখন তাদের মধ্যে ক্বিস্ত তথা ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা হয় এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হয় না – (সূরা ইউনুস : ৪৭)।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তাঁদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মিযান তথা তুলাদণ্ড। যাতে মানুষ ক্বিস্ত তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, যাতে

রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। আর যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন যে, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসুলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী – (সূরা হাদিদ : ২৫)।

মানুষের মধ্যে ফায়সালা করার ক্ষেত্রে কি্বস্ত-এর উপর অটল থাকার নির্দেশ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা ক্বিস্ত তথা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়– সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন – (সূরা নিসা : ১৩৫)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ক্বিস্ত তথা ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের, দলের প্রতি হিংসা, শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা আল্লাহ্ সচেতনতার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত – (সূরা মায়েদা : ৮)।

وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মু'মিনদের দুদল সংঘাতে (ক্বিতাল) লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে

বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ (ক্বিতাল) কর। যতক্ষন না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপস-মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন – (সূরা হুজুরাত : ৯)।

لَا يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

অনুবাদঃ দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন – (সূরা মুমতাহিনা : ৮)।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

অনুবাদঃ তারা মিথ্যা শুনতে খুবই আগ্রহী এবং অবৈধ সম্পদ খাওয়াতে অত্যন্ত আসক্ত। সুতরাং তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন বা তাদেরকে উপেক্ষা করবেন। আপনি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করেন তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন – (সূরা মায়েদা : ৪২)।

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ক্বিস্‌ত তথা ন্যায়বিচারের। আর তোমরা প্রত্যেক সাজদাহ্ বা ইবাদতে তোমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্‌কেই নির্ধারণ কর এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে – (সূরা আরাফ : ২৯)।

ইয়াতিম শিশুদের প্রতি ক্বিস্ত্ তথা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ

وَ يَسۡتَفۡتُوۡنَکَ فِی النِّسَآءِ قُلِ اللّٰهُ يُفۡتِيۡکُمۡ فِيۡهِنَّ ۙ وَ مَا يُتۡلٰی عَلَيۡکُمۡ فِی الۡکِتٰبِ فِیۡ يَتٰمَی النِّسَآءِ الّٰتِیۡ لَا تُؤۡتُوۡنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرۡغَبُوۡنَ اَنۡ تَنۡكِحُوۡهُنَّ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِيۡنَ مِنَ الۡوِلۡدَانِ ۙ وَ اَنۡ تَقُوۡمُوۡا لِلۡيَتٰمٰی بِالۡقِسۡطِ ؕ وَ مَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيۡمًا ۝

অনুবাদঃ আর (হে রাসুল) লোকে আপনার নিকট (ইয়াতিম) নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং যে নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে (পূর্ব থেকেই) মহিমান্বিত কিতাবে শুনাচ্ছেন, (তাও) এসব ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারেই, যাদেরকে তোমরা তাদের জন্য নির্ধারিত (অধিকার) প্রদান করো না। অথচ (তাদের সম্পদ অধীনস্ত করার অভিসন্ধিতে) নিজেরাই তাদেরকে বিবাহ করার বাসনা রাখো। আর অসহায় ইয়াতিমদের ব্যাপারেও (নির্দেশ এই) যে, ইয়াতিমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচারে অবিচল থাকো। আর তোমরা যে সৎকর্মই করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই অবগত – (সূরা নিসা : ১২৭)।

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡيَتٰمٰی فَانۡكِحُوۡا مَا طَابَ لَكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে (একাধিক স্ত্রীর উপর একসাথে) সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী – (সূরা নিসা : ৩)।

শত্রুর সাথেও ক্বিস্ত তথা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্বিস্ত তথা ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের, দলের প্রতি হিংসা, শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা আল্লাহ্ সচেতনতার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত – (সূরা মায়েদা : ৮)।

পরিমাপ ও ওজনে ক্বিস্ত তথা ন্যায়-নীতি অবলম্বনের নির্দেশ

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ ইয়াতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরোপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর – (সূরা আনআম : ১৫২)।

وَ يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ক্বিস্ত তথা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপো ও ওজন করো। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে না – (সূরা হুদ : ৮৫)।

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না – (সূরা আর রহমান : ৯)।

মুক্বসিত তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরাধ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ
يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবিদেরকে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে। আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন – (সূরা আলে ইমরান : ২১)।

ক্বিস্‌ত বিষয়ে অন্যান্য আয়াত

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِىْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوْا
شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا
دُعُوْا وَ لَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ
اللهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَ اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّ لَا شَهِيْدٌ وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَ اللهُ
بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়; কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়, যেমনটা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে আল্লাহ্‌ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে এবং যে ব্যক্তির উপর হক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন তার রব আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন

করে। আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। অতঃপর যার উপর হক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক– যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। আর তা (লেনদেন) ছোট-বড় যাই হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। এটাই আল্লাহ্‌র নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তবে তোমরা পরস্পর যে নগদ ব্যবসা পরিচালনা কর, তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। আর কোন লেখক ও সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। আর যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত – (সূরা বাক্বারা : ২৮২)।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَ كَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

অনুবাদঃ ডাকো তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে, আল্লাহ্‌র নিকট এটাই বেশি ন্যায়সঙ্গত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা আহযাব : ৫)।

ইহ্সান

মানুষের প্রতি ইহ্সান করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِی الْقُرْبٰی وَ يَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহ্সান (দয়ার্দ্র আচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর – (সূরা নাহল : ৯০)।

পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, ইয়াতিম-মিসকিনের প্রতি ইহ্সান করার নির্দেশ

وَ قَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝

অনুবাদঃ আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো – (সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩)।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِیْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِی الْقُرْبٰی وَ الْيَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর (স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা) যখন বনি ইসরাঈলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি ইহ্সান তথা দয়ার্দ্র আচরণ করবে এবং মানুষের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বাক্যালাপ করবে, নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। আর তোমরা (সত্য থেকে) পলায়নকারীই – (সূরা বাক্বারা : ৮৩)।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۖ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি ইহ্সান তথা সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার জন্য স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। পরিশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি– আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করুন। নিশ্চয় আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)-দের অন্তর্ভুক্ত' – (সূরা আহক্বাফ : ১৫)।

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

অনুবাদঃ আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং কোন কিছুকে তাঁর শরিক করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট

প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি ইহ্‌সান তথা দয়ার্দ্র আচরণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে – (সূরা নিসা : ৩৬)।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا
بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, আস, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা তিলাওয়াত করে শোনাই। তা হচ্ছে, তোমরা তাঁর সাথে কোন শরিক করবে না; পিতা-মাতার প্রতি ইহ্‌সান তথা দয়ার্দ্র আচরণ করবে; দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না; আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি; প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক– অশ্লীল কাজের ধারে কাছেও যাবে না; আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না– তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা বুঝতে পার – (সূরা আনআম : ১৫১)।

কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহ্‌সান

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ
بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ হে বিশ্বাসীগণ, নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (শাস্তি বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালজ্ঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে – (সূরা বাক্বারা : ১৭৮)।

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহ্সান

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَ مَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ তালাক দুবার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা ইহ্সান তথা দয়ার্দ্রভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে হালাল নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা র¶া করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারও কোন অপরাধ নেই। এ সব আল্লাহ্র সীমারেখা। সুতরাং তোমরা এর লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্র সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই যালিম – (সূরা বাক্বারা : ২২৯)।

মুহাজির এবং আনসারগণকে যারা ইহ্সানের সাথে অনুসরণ করে তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট

وَ السّٰبِقُوۡنَ الۡاَوَّلُوۡنَ مِنَ الۡمُهٰجِرِيۡنَ وَ الۡاَنۡصَارِ وَ الَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ وَ اَعَدَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ تَحۡتَهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ۞

অনুবাদঃ আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহ্সানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য – (সূরা তওবা : ১০০)।

ইহ্সানের প্রতিদানও ইহ্সান

هَلۡ جَزَآءُ الۡاِحۡسَانِ اِلَّا الۡاِحۡسَانُ ۞

অনুবাদঃ ইহ্সানের প্রতিদান ইহ্সান ছাড়া আর কী হতে পারে? (সূরা আর রহমান : ৬০)।

ফালাহ্

[সফলতা, কল্যাণ]

ফালাহ্ তথা কল্যাণের দিকে আহ্বান

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি – (সূরা আলে ইমরান : ১০৪–১০৫)।

যে সকল কাজ ফালাহ্ তথা কল্যাণ বয়ে আনে

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অবশ্যই মু'মিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে; যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে; যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়; যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে– নিজেদের পত্নী অথবা

অধিকারভুক্ত দাসীর নিকট ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী; এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে; আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে – (সূরা মু'মিনুন : ১–৯)।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

অনুবাদঃ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে; আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে; আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী– তারাই তাদের রবের নির্দেশিত হেদায়তের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম – (সূরা বাক্বারা : ৩–৫)।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۞

অনুবাদঃ অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে সে, যে তাযকিয়া অর্জন করে তথা পরিশুদ্ধ হয় – (সূরা আ'লা : ১৪)।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۞

অনুবাদঃ সে সফলকাম হবে, যে তাযকিয়া অর্জন করবে তথা নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে – (সূরা শামস : ৯)।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۞

অনুবাদঃ তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং সৎকাজ করেছিল– আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে – (সূরা কাসাস : ৬৭)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা রুকু' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদত কর এবং সৎকাজ কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা হজ : ৭৭)।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولٰٓئِکَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ কিন্তু রাসুল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর তাদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম – (সূরা তওবা : ৮৮)।

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, যাদের ওজন ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে – (সূরা আরাফ : ৮)।

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন? আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহের কওমের পর স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং সৃষ্টিতে তোমাদেরকে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ, যাতে তোমরা সফলকাম হও – (সূরা আরাফ : ৬৯)।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ যারা অনুসরণ করে রাসুলের, উম্মি নবির, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত ও ইন্‌জিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের

আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। আর তাদেরকে তাদের ভার ও শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম – (সূরা আরাফ : ১৫৭)।

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ আর তাদের জন্যও– মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম – (সূরা হাশর : ৯)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰۤوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা আলে ইমরান : ১৩০)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা ধৈর্য শিক্ষালাভ কর, ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর– যেন তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হতে পার – (সূরা আলে ইমরান : ২০০)।

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ব্যতীত। আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা নুর : ৩১)।

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ মু'মিনদের উক্তি তো এই– যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'। আর তারাই সফলকাম – (সূরা নুর : ৫১)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণয় করার শরসমূহ তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা মায়েদা : ৯০)।

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, মন্দ ও ভাল এক নয়– (ওহে শ্রোতা) যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে। কাজেই হে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্‌স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি), তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা মায়েদা : ১০০)।

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ অতএব আত্মীয়কে দাও তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মূসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা উত্তম এবং তারাই তো সফলকাম – (সূরা রূম : ৩৮)।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আপনি পাবেন না আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়– যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ্ দ্বারা। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম – (সূরা মুজাদালাহ্ : ২২)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাক এবং আল্লাহ্‌কে বেশি পরিমাণ স্মরণ কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও – (সূরা আনফাল : ৪৫)।

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

অনুবাদঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যথাসাধ্য সচেতনতা অবলম্বন কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়, তারাই তো সফলকাম – (সূরা তাগাবুন : ১৬)।

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়তের উপর আছে এবং তারাই সফলকাম – (সূরা লোকমান : ৪–৫)।

যাদের জন্য ফালাহ্ নেই

وَ قَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۝

অনুবাদঃ আর মূসা বললেন, আমার রব সম্যক অবগত, কে তার কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। যালেমরা তো কখনো সফলকাম হবে না – (সূরা কাসাস : ৩৭)।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۝

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিশ্চয় যালেমরা সাফল্য লাভ করতে পারে না – (সূরা আনআম : ২১)।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۝

অনুবাদঃ বলুন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে– কার পরিণাম মঙ্গলময়। নিশ্চয় যালেমরা সফল হয় না – (সূরা আনআম : ১৩৫)।

وَ رَاوَدَتۡهُ الَّتِیۡ هُوَ فِیۡ بَیۡتِهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الۡاَبۡوَابَ وَ قَالَتۡ هَیۡتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیۡۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَایَ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ۝

অনুবাদঃ আর তিনি (ইউসুফ আ.) যে স্ত্রীলোকের (জুলেখা) ঘরে ছিলেন সে তাকে প্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল। আর বলল, 'আস'। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় তিনি আমার রব। তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালেমরা সফলকাম হয় না' – (সূরা ইউসুফ : ২৩)।

فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا اَوۡ کَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ۝

অনুবাদঃ অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা বা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিশ্চয় অপরাধীরা সফলকাম হবে না – (সূরা ইউনুস : ১৭)।

قُلۡ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ الۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُوۡنَ۝

অনুবাদঃ বলুন, যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করবে তারা সফলকাম হবে না – (সূরা ইউনুস : ৬৯)।

قَالَ مُوۡسٰۤی اَتَقُوۡلُوۡنَ لِلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَکُمۡ اَسِحۡرٌ هٰذَا وَ لَا یُفۡلِحُ السّٰحِرُوۡنَ۝

অনুবাদঃ মূসা বললেন, সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তা সম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ? এটা কি জাদু? অথচ জাদুকরেরা সফলকাম হয় না – (সূরা ইউনুস : ৭৭)।

وَ لَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُکُمُ الۡکَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفۡتَرُوۡا عَلَی اللّٰهِ الۡکَذِبَ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ الۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُوۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে– 'এটা হালাল এবং এটা হারাম' আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না – (সূরা নাহল : ১১৬)।

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ۝

অনুবাদঃ আর যাদের (পুণ্যকর্মের) ওজন হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করত – (সূরা আরাফ : ৯)।

وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝

অনুবাদঃ আর আপনার (মূসার) ডান হাতে যা আছে তা (লাঠি) নিক্ষেপ করুন, এটা তারা যা করেছে তা খেয়ে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না – (সূরা ত্বহা : ৬৯)।

মশ্‌রব*

وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর (স্মরণ করুন) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন। আমি বললাম, 'আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন।' ফলে তা হতে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান (মশ্‌রব) চিনে নিল। (বললাম) 'আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং পৃথিবীর বুকে ফাসাদ (শান্তি-ভঙ্গ) করে বেড়াবে না' – (সূরা বাক্বারা : ৬০)।

وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে বা জাতিতে বিভক্ত করেছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইল তখন আমি মূসার প্রতি ওহি অবতীর্ণ করলাম যে, 'আপনার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করুন।' এর ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র তাদের পানি পানের স্থান (মশ্‌রব) চিনে নিল। তাদেরকে মেঘের ছায়ায় আশ্রয় দিলাম, তাদের উপর আমি মান্না ও সাল্‌ওয়া অবতীর্ণ করলাম আর বললাম, 'তোমাদেরকে আমি যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তুগুলো আহার কর।' (কিন্তু আমার নির্দেশ অমান্য করে তারা) আমার প্রতি কোন যুল্‌ম করেনি, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের উপরই যুল্‌ম করেছিল – (সূরা আরাফ : ১৬০)।

*** মশ্‌রব শব্দের আভিধানিক অর্থ পানি পান করার স্থান। তাসাওউফ শাস্ত্রে অলিউল্লাহ্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন চলনভঙ্গি, রীতি-পদ্ধতি বুঝাতে মশ্‌রব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।**

ফিক্‌র

[চিন্তা-ভাবনা করা]

আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে ফিক্‌র তথা চিন্তা করা

بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ؕ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আগেকার রাসুলগণকে আমি পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট নির্দেশনাবলি এবং কিতাবাদি সহকারে। আর আপনার প্রতি আমি কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে – (সূরা নাহল : ৪৪)।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে (হে শ্রোতা) তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে – (সূরা হাশর : ২১)।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগত নিয়ে ফিক্‌র তথা চিন্তা করা

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অনুবাদঃ তারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। আর বলে ‘হে আমাদের রব, আপনি এগুলো

অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন' – (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)।

وَ هُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَ اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন। আর সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য – (সূরা রাদ : ৩)।

اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ ۟ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না– আল্লাহ্ আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তো তাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসী – (সূরা রুম : ৮)।

একাকী এবং সম্মিলিতভাবে ফিক্‌র তথা চিন্তা করা

قُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۟ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۞

অনুবাদঃ বলুন, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি– তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তবেই তোমরা চিন্তা করে দেখতে সক্ষম হবে যে, তোমাদের সাথীর (নবি) মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র – (সূরা সাবা : ৪৬)।

আল্লাহ্‌র বিধান নিয়ে ফিক্‌র তথা চিন্তা করা

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۞

অনুবাদঃ লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, দুটোর মধ্যেই আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। তবে এ দুটোর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে– 'কী তারা ব্যয় করবে?' –বলুন, যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর – (সূরা বাক্বারা : ২১৯)।

তাদাব্বুর

[গবেষণা করা]

পবিত্র কোরআন নিয়ে তাদাব্বুর তথা গবেষণা করা

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝

অনুবাদঃ তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? – (সূরা মোহাম্মদ : ২৪)।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

অনুবাদঃ তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে গবেষণা করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত – (সূরা নিসা : ৮২)।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

অনুবাদঃ তবে কি তারা এ বাণী নিয়ে গবেষণা করেনি? না-কি এটাই যে, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? – (সূরা মু'মিনুন : ৬৮)।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

অনুবাদঃ এটি মোবারক কিতাব– আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ দ্বারা গবেষণা করে এবং যাতে উলুল আলবাবগণ (নুরে কুদ্স তথা পবিত্র আলোয় আলোকিত ব্যক্তি) গ্রহণ করে উপদেশ – (সূরা সোয়াদ : ২৯)।

তাগুত

অবাধ্যতা-সীমালঙ্ঘন অর্থে

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَ لٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ

অনুবাদঃ তার সহচর (শয়তান) বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত’ – (সূরা কাফ : ২৭)।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ কাজেই আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে অবিচল থাকুন এবং আপনাকে সাথে নিয়ে যে তওবা করেছে সেও। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা – (সূরা হুদ : ১১২)।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ وَ مَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝

অনুবাদঃ তোমাদেরকে আমি যা রিযিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয়, সে তো ধ্বংস হয়ে যায় – (সূরা ত্বহা : ৮১)।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝

অনুবাদঃ যাতে তোমরা ওজনে সীমালঙ্ঘন না কর – (সূরা আর রহমান : ৮)।

وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝

অনুবাদঃ আর নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল – (সূরা সোয়াদ : ৫৫)।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাদের তামাশার প্রতিফল দেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন – (সূরা বাক্বারা : ১৫)।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর ইহুদিরা বলে, আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ। অথচ তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত বরং আল্লাহ্র উভয় হাতই প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আপনার রবের কাছ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা অবশ্যই তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। আর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় তখনই আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা দুনিয়ায় ফাসাদ করে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না – (সূরা মায়েদা : ৬৪)।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অনুবাদঃ বলুন, হে আহলে কিতাব, তাওরাত, ইন্‌জিল ও যা তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও। আর আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরীই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করবেন না – (সূরা মায়েদা : ৬৮)।

وَ اِذۡ قُلۡنَا لَکَ اِنَّ رَبَّکَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلۡنَا الرُّءۡیَا الَّتِیۡۤ اَرَیۡنٰکَ اِلَّا فِتۡنَۃً لِّلنَّاسِ وَ الشَّجَرَۃَ الۡمَلۡعُوۡنَۃَ فِی الۡقُرۡاٰنِ وَ نُخَوِّفُہُمۡ فَمَا یَزِیۡدُہُمۡ اِلَّا طُغۡیَانًا کَبِیۡرًا ﴿۶۰﴾

অনুবাদঃ (স্মরণ করুন) যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্যই। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে – (সূরা বনি ইসরাঈল : ৬০)।

وَ اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰکِبُوۡنَ ﴿۷۴﴾ وَ لَوۡ رَحِمۡنٰہُمۡ وَ کَشَفۡنَا مَا بِہِمۡ مِّنۡ ضُرٍّ لَّلَجُّوۡا فِیۡ طُغۡیَانِہِمۡ یَعۡمَہُوۡنَ ﴿۷۵﴾

অনুবাদঃ আর নিশ্চয় যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত। আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে – (সূরা মু'মিনুন : ৭৪–৭৫)।

অবাধ্য কওম অর্থে

وَ قَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّہُمۡ کَانُوۡا ہُمۡ اَظۡلَمَ وَ اَطۡغٰی ﴿۵۲﴾

অনুবাদঃ আর এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছেন), নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত যালেম ও চরম অবাধ্য – (সূরা নজম : ৫২)।

کَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰىہَاۤ ﴿۱۱﴾

অনুবাদঃ সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল – (সূরা শামস : ১১)।

وَ مَا کَانَ لَنَا عَلَیۡکُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنٍ ۚ بَلۡ کُنۡتُمۡ قَوۡمًا طٰغِیۡنَ ﴿۳۰﴾

অনুবাদঃ এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় – (সূরা সাফ্‌ফাত : ৩০)।

اَتَوَاصَوۡا بِہٖ ۚ بَلۡ ہُمۡ قَوۡمٌ طَاغُوۡنَ ﴿۵۳﴾

অনুবাদঃ তারা কি একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বরং তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় – (সূরা যারিয়াত : ৫৩)।

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَاۤ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

অনুবাদঃ তাদের বিবেক-বুদ্ধিই কি তাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছে? না-কি তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? – (সূরা তুর : ৩২)।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝

অনুবাদঃ তারা বলল, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী – (সূরা কলম : ৩১)।

অন্যায় আচরণ অর্থে

قَالَا رَبَّنَاۤ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

অনুবাদঃ তাঁরা (মূসা ও হারুন) বললেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা অবশ্যই আশঙ্কা করি যে, সে (ফিরআউন) আমাদের উপর উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে' – (সূরা ত্বহা : ৪৫)।

বিকট শব্দ অর্থে

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝

অনুবাদঃ অতঃপর সামুদ সম্প্রদায়– তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর গর্জন দ্বারা – (সূরা হাক্কাহ্ : ৫)।

বন্যা-প্লাবন অর্থে

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝

অনুবাদঃ যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে – (সূরা হাক্কাহ্ : ১১)।

দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত না হওয়া অর্থে

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى ۝

অনুবাদঃ তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি – (সূরা নজম : ১৭)।

আল্লাহ্‌র বিপরীতে অনুসৃত পন্থাই তাগুত

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَـهَا وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে তাগুতকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিপরীতমুখী নীতি আদর্শ) অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী – (সূরা বাক্বারা : ২৫৬)।

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, যারা ঈমান আনে। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে, তাগুত তাদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে – (সূরা বাক্বারা : ২৫৭)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

অনুবাদঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি (?) যারা দাবি করে যে, ‘আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে’। অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় – (সূরা নিসা : ৬০)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۞

অনুবাদঃ যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে (নারী শিশু এবং দুর্বল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য) যুদ্ধ (ক্বিতাল) করে, আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে (অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা করার জন্য) যুদ্ধ (ক্বিতাল) করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল – (সূরা নিসা : ৭৬)।

وَ الَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْٓا اِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞

অনুবাদঃ আর যারা তাগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে – (সূরা যুমার : ১৭)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۞

অনুবাদঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিব্‌ত (শয়তান, শির্‌ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগুতে বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীদের (কাফের) সম্বন্ধে বলে যে, 'এদের পথ বিশ্বাসীদের (মু'মিন) অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর' – (সূরা নিসা : ৫১)।

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۞

অনুবাদঃ বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব– যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর বানিয়েছেন এবং যে তাগুতের উপাসনা করে– অবস্থানের বিবেচনায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত – (সূরা মায়েদা : ৬০)।

وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ كُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ اجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ هَدَی اللّٰهُ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَیۡهِ الضَّلٰلَۃُ فَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا كَیۡفَ كَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُكَذِّبِیۡنَ ۞

অনুবাদঃ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক'। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ– 'যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে?' – (সূরা নাহল : ৩৬)।

ফিরআউন ও তার অনুসারীবৃন্দ সীমালঙ্ঘনকারী

اِذۡهَبۡ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰی ۞

অনুবাদঃ (হে মূসা ও হারুন) ফিরআউনের কাছে যান, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে – (সূরা ত্বহা : ৪৩)।

وَ فِرۡعَوۡنَ ذِی الۡاَوۡتَادِ ۞ الَّذِیۡنَ طَغَوۡا فِی الۡبِلَادِ ۞

অনুবাদঃ এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের পরিণতি (কী হয়েছিল!)। যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল – (সূরা ফাজর : ১০–১১)।

অবাধ্যতা মানুষের প্রকৃতি

كَلَّاۤ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَیَطۡغٰۤی ۞

অনুবাদঃ বাস্তবেই মানুষ সীমালঙ্ঘনই করে থাকে – (সূরা আলাক্ব : ৬)।

আল্লাহ্ যাদেরকে অবাধ্যতায় মশগুল রাখেন

وَ نُقَلِّبُ اَفۡـِٕدَتَهُمۡ وَ اَبۡصَارَهُمۡ كَمَا لَمۡ یُؤۡمِنُوۡا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَّ نَذَرُهُمۡ فِیۡ طُغۡیَانِهِمۡ یَعۡمَهُوۡنَ ۞

অনুবাদঃ তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি, তেমনি আমিও তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেব – (সূরা আনআম : ১১০)।

مَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ۚ وَ يَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন (তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে) তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেন – (সূরা আরাফ : ১৮৬)।

وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যদি আল্লাহ্ মানুষের অকল্যাণ তরান্বিত করতেন যেভাবে তারা তাদের (পার্থিব) কল্যাণ তরান্বিত করতে আগ্রহী, তাহলে অবশ্যই তারা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দিই – (সূরা ইউনুস : ১১)।

সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওত পেতে রয়েছে– সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল – (সূরা নাবা : ২১–২২)।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝ وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝

অনুবাদঃ সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে এবং (আখেরাত বিমুখ) দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস – (সূরা নাযিয়াত : ৩৭–৩৯)।

বিদ্‌আত

[আবিষ্কার, উদ্ভাবন]

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিদ্‌আত

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞

অনুবাদঃ তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক (বদিউন)। তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুকুম দেন– 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায় – (সূরা বাক্বারা : ১১৭)।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক (বদিউন)। তাঁর কোন সন্তান হতে পারে কেমন করে, যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন – (সূরা আনআম : ১০১)।

বান্দার পক্ষ থেকে বিদ্‌আত

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তাদের পর আমি একের পর এক আমার রাসুলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের পর মরইয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাঁকে ইন্‌জিল দিয়েছি এবং তাঁর অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি। আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা

নিজেরাই উদ্ভাবন (বিদ্‌আত) করে নিয়েছিল। আমি ওটার বিধান তাদের ওপর দেইনি। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদ্‌আত বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী – (সূরা হাদিদ : ২৭)।

জিহাদ

চাপ প্রয়োগ অর্থে

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে (জা-হাদা) আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই– তাহলে তুমি সেক্ষেত্রে তাদেরকে মেনো না। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসা। অতঃপর তোমরা কী করছিলে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব – (সূরা আনকাবুত : ৮)।

وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্‌ক করার জন্য বল প্রয়োগ করে (জা-হাদা), যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই– তাহলে তুমি সেক্ষেত্রে তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সম্প্রীতি সহকারে। আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব – (সূরা লোকমান : ১৫)।

দৃঢ়তা অর্থে

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়েছে। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে – (সূরা মায়েদা : ৫৩)।

শ্রম অর্থে

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্‌কা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ছাড়া দান করতে আর কিছুই পায় না, তাদেরকে নিয়ে যারা বিদ্রুপ করে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের বিদ্রুপের দণ্ড প্রদান করেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি – (সূরা তওবা : ৭৯)।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকার নির্দেশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ওয়াসিলা (মাধ্যম) অন্বেষণ কর। আর তাঁর পথে প্রচেষ্টারত থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা মায়েদা : ৩৫)।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ দুর্বল হও অথবা সবল, সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা প্রচেষ্টারত থাক। এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে – (সূরা তওবা : ৪১)।

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰـكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰـكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰـكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ۞

অনুবাদঃ আর প্রচেষ্টা কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। যা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহিমের মিল্লাত। তিনি আগে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষের জন্য। কাজেই তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের মওলা তথা অভিভাবক– তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (সূরা হজ : ৭৮)।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তারাই তো মু'মিন– যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা করেছে। তারাই সত্যনিষ্ঠ – (সূরা হুজুরাত : ১৫)।

মুহ্‌সিনরা আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত থাকেন

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহের হেদায়ত দিব। আর নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহ্‌সিনদের সঙ্গেই আছেন – (সূরা আনকাবুত : ৬৯)।

মানুষ মূলত নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়

وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۞

অনুবাদঃ আর যে কেউ প্রচেষ্টা চালায়, সে তো নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহ্ তো সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী – (সূরা আনকাবুত : ৬)।

যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টারত থাকে এবং ধৈর্যধারণ করে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْۤا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

অনুবাদঃ তারপর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে প্রচেষ্টা করে এবং ধৈর্যধারণ করে– নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা নাহল : ১১০)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা করেছে, তারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু – (সূরা বাক্বারা : ২১৮)।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

অনুবাদঃ আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা করেছে; আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে– তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক রয়েছে – (সূরা আনফাল : ৭৪)।

সাধারণ মানুষ এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টারত মুজাহিদ– এ উভয় শ্রেণি মর্যাদাগতভাবে সমান নয়

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অনুবাদঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ তথা প্রচেষ্টা করে তারা উভয়ে সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা প্রচেষ্টা করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে যারা ঘরে বসে

থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা প্রচেষ্টা করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন – (সূরা নিসা : ৯৫)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

অনুবাদঃ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে প্রচেষ্টা করেছে– তারা আল্লাহ্র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম – (সূরা তওবা : ২০)।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত ও ধৈর্যশীলরাই জান্নাতে যাবে

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

অনুবাদঃ তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে প্রচেষ্টা করেছে আর কে ধৈর্যশীল– তা এখনো প্রকাশ করেননি! (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)।

সন্ধিভুক্ত কারও সাথে সংগ্রাম করা যাবে না

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে; আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে– তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। আর যদি তারা দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে (শান্তি ও নিরাপত্তার) চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা – (সূরা আনফাল : ৭২)।

ক্বিতাল
[সশস্ত্র যুদ্ধ]

ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করার জন্য একান্ত নিরুপায় অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধ করা আবশ্যক

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْۤا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۞

অনুবাদঃ যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে (নারী, শিশু এবং দুর্বল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য) যুদ্ধ (ক্বিতাল) করে, আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে (অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা করার জন্য) যুদ্ধ (ক্বিতাল) করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল – (সূরা নিসা : ৭৬)।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ
يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ
ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

অনুবাদঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে নতুবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে – (সূরা মায়েদা : ৩৩)।

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

অনুবাদঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিত্না দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলির সম্যক দ্রষ্টা – (সূরা আনফাল : ৩৯)।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তোমাদের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, যদিও এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না – (সূরা বাক্বারা : ২১৬)।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اللهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۞

অনুবাদঃ সুতরাং আপনি (রাসুল দ.) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন। স্বীয় সত্তা ব্যতীত আপনি কারও ব্যাপারে দায়বদ্ধ নন। আর মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোর – (সূরা নিসা : ৮৪)।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۞

অনুবাদঃ তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে– তারা নিজেরা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর। তাদের মধ্য হতে কোন বন্ধু ও

সাহায্যকারী গ্রহণ করবে না। কিন্তু (সে সব লোক এ কথার মধ্যে শামিল নয়) যারা তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তেমনি (তারাও এর মধ্যে শামিল নয়) যারা আপনার কাছে আসে আর তারা ঝগড়া-বিবাদে উৎসাহী নয়– তারা না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, না নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন, সে অবস্থায় তারা নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের হতে সরে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি – (সূরা নিসা : ৮৯–৯০)।

সবাই নয় বরং প্রয়োজনবশত নিরাপত্তাজনিত কারণে মুসলমানদের একটি দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে

اِنَّ رَبَّکَ یَعۡلَمُ اَنَّکَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰی مِنۡ ثُلُثَیِ الَّیۡلِ وَ نِصۡفَہٗ وَ ثُلُثَہٗ وَ طَآئِفَۃٌ مِّنَ الَّذِیۡنَ مَعَکَ وَ اللّٰہُ یُقَدِّرُ الَّیۡلَ وَ النَّہَارَ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡہُ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ عَلِمَ اَنۡ سَیَکُوۡنُ مِنۡکُمۡ مَّرۡضٰی وَ اٰخَرُوۡنَ یَضۡرِبُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ یَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰہِ وَ اٰخَرُوۡنَ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنۡہُ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ اَقۡرِضُوا اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡہُ عِنۡدَ اللّٰہِ هُوَ خَیۡرًا وَّ اَعۡظَمَ اَجۡرًا وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝

অনুবাদঃ নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিথিলতা দিলেন। কাজেই কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কোরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়। আর তোমরা সালাত কায়েম

কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু – (সূরা মুয্‌যাম্মিল : ২০)।

শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে যারা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ اِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝

অনুবাদঃ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো কেবল তাদেরকে, যারা যুল্‌মের শিকার হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম – (সূরা হজ : ৩৯)।

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

অনুবাদঃ শুধুমাত্র তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করবে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালবাসেন না। তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুত ফিত্‌না হত্যার চেয়েও জঘন্য। তোমরা মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত সেখানে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ কর, এটাই কাফেরদের প্রতিদান। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। ফিত্‌না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। অতঃপর যদি

তারা বিরত হয় তবে যালেমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন করা তোমাদের জন্য জায়েয হবে না – (সূরা বাক্বারা : ১৯০–১৯৩)।

মু'মিনরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে প্রথমে মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে, তারা মীমাংসা করতে না চাইলে প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসা করে দিতে হবে

وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَہُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىہُمَا عَلَی الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰہِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَہُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ ۝

অনুবাদঃ আর মু'মিনদের দুদল সংঘাতে (ক্বিতাল) লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ (ক্বিতাল) কর। যতক্ষন না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপস-মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন – (সূরা হুজুরাত : ৯)।

শত্রুপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে যুদ্ধ ত্যাগ করে সন্ধি করতে হবে

وَ اَعِدُّوۡا لَہُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡہِبُوۡنَ بِہٖ عَدُوَّ اللّٰہِ وَ عَدُوَّکُمۡ وَ اٰخَرِیۡنَ مِنۡ دُوۡنِہِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَہُمۡ ۚ اَللّٰہُ یَعۡلَمُہُمۡ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ یُوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ۝ وَ اِنۡ جَنَحُوۡا لِلسَّلۡمِ فَاجۡنَحۡ لَہَا وَ تَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰہِ ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ۝

অনুবাদঃ আর তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে, যদ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহ্‌র শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে। আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা খরচ কর তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কখনোই যুল্‌ম করা হবে না। (আর হে রাসূল) তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে,

আপনিও এর দিকে ঝুঁকে পড়ুন, আর আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ – (সূরা আনফাল : ৬০–৬১)।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

অনুবাদঃ কিন্তু (সে সব লোক এ কথার মধ্যে শামিল নয়) যারা তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তেমনি (তারাও এর মধ্যে শামিল নয়) যারা আপনার কাছে আসে আর তারা ঝগড়া-বিবাদে উৎসাহী নয়– তারা না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, না নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন, সে অবস্থায় তারা নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের হতে সরে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি – (সূরা নিসা : ৯০)।

মুসলমানদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কারকারী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলের সাথে বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা নেই

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

অনুবাদঃ দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন – (সূরা মুমতাহিনা : ৮)।

যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করাতে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই তো যালেম – (সূরা মুমতাহিনা : ৯)।

পার্থিব কামনা নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অসহায় মানুষকে যুল্‌ম থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করা যাবে

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۞ وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۞

অনুবাদঃ কাজেই যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক। আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমি তো তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব। আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে না? যারা বলে, হে আমাদের রব, এ জনপদ যার অধিবাসী যালেম– তা থেকে আমাদেরকে বের করুন। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করুন – (সূরা নিসা : ৭৪–৭৫)।

জালাল

[মহিমা, মহত্ব, বড়ত্ব, মর্যাদা]

وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ۝

অনুবাদঃ আর আপনার মহিমান্বিত ও মর্যাদাবান রবের (কুদরতী) চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে – (সূরা আর রহমান : ২৭)।

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ۝

অনুবাদঃ আপনার মহিমান্বিত ও মর্যাদাবান রবের নাম অত্যন্ত বরকতময় – (সূরা আর রহমান : ৭৮)।

জামাল

[সৌন্দর্য, শোভা]

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের জন্য উপকারী এবং মনোমুগ্ধকর

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তিনি (আল্লাহ্) পশু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, নানাবিধ উপকারিতা এবং খাদ্য – (সূরা নাহল : ৫)।

وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۞

অনুবাদঃ এগুলোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জামাল তথা সৌন্দর্য, যখন সকালে তোমরা এগুলোকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আন – (সূরা নাহল : ৬)।

সবরে জামিল তথা উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ

وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۞

অনুবাদঃ তারা (ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা) ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাবা (ইয়াকুব আ.) বললেন, ‘বরং তোমাদের নফ্স তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সুশোভিত করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করব এবং উত্তমরূপেই সবর (সবরে জামিল) করব। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছ এর ওপর একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে’ – (সূরা ইউসুফ : ১৮)।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদঃ ইয়াকুব এ কাহিনী শুনে বললেন, আসলে তোমাদের নফ্স তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সুশোভিত করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমি সবর করব এবং উত্তমরূপেই সবর (সবরে জামিল) করব। হয়তো আল্লাহ্ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান – (সূরা ইউসুফ : ৮৩)।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

অনুবাদঃ অতএব (হে রাসুল), আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন – (সূরা মাআরিজ : ৫)।

দুনিয়াবী আচার ব্যবহারে সৌন্দর্য (জামিল) প্রর্দশন

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

অনুবাদঃ আমি পৃথিবী ও আকাশকে এবং এগুলোর মধ্যকার সকল জিনিসকে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি। আর ফায়সালার সময় নিশ্চিতভাবেই আসবে। কাজেই (হে রাসূল, এই লোকদের অসঙ্গত আচরণগুলোকে) সৌন্দর্যের সাথে উপেক্ষা করে যান – (সূরা হিজর : ৮৫)।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

অনুবাদঃ হে (মহিমান্বিত) নবি, আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, যদি আপনারা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চান– তাহলে আসতে পারেন, আমি আপনাদেরকে কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দেই – (সূরা আহযাব : ২৮)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে কর এবং তারপর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিতে হয় তখন তোমাদের

পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোন ইদ্দত অপরিহার্য নয়– যা পূর্ণ হওয়ার দাবি তোমরা করতে পার। কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দাও এবং উত্তমরূপে বিদায় করে দাও – (সূরা আহযাব : ৪৯)।

وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۞

অনুবাদঃ আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করুন এবং সৌন্দর্যের সাথে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান – (সূরা মুয্যাম্মিল : ১০)।

হিজাব

[পর্দা, আচ্ছাদন]

উম্মুল মু'মিনীনের হিজাব

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, নবি গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না, খাবার সময়ের অপেক্ষায় থাকবে না। হ্যাঁ, যদি তোমাদেরকে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই এস কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। তোমাদের এসব আচরণ নবিকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জাবোধের কারণে কিছু বলেন না। তবে আল্লাহ্ বাস্তব কথা বলতে লজ্জা করেন না। নবির স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয়, তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য বেশি উপযোগী। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসুলকে কষ্ট দেওয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করাও জায়েয নয়। এটা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মস্তবড় গোনাহ – (সূরা আহযাব : ৫৩)।

সাধারণ নারী-পুরুষদের হিজাব

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

অনুবাদঃ (হে রাসুল) মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অতি বিশুদ্ধ পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ্ তা জানেন – (সূরা নুর : ৩০)।

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ব্যতীত। আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার – (সূরা নুর : ৩১)।